মন্তব্য সম্বলিত বাইবেল ও কুরআনের আলোক
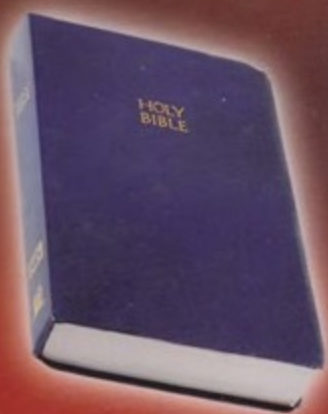
ইঞ্জিনিয়ার শাহ মোঃ ছাইফুল্লাহ

মন্তব্য সম্বলিত বাইবেল (নূতন নিয়মসমূহ) ও কুরআনের আলোক

ইঞ্জিনিয়ার শাহ মোঃ ছাইফুল্লাহ

মুমতাজুল মুহাদ্দিছীন, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েট

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন [illegible] মগবাজার

মন্তব্য সম্বলিত বাইবেল (নূতন নিয়মসমূহ)
ও
কুরআনের আলোক

ইঞ্জিনিয়ার শাহ মোঃ ছাইফুল্লাহ

ISBN : 978-984-90135-1-8

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১২
মুহররম ১৪৩৪
অগ্রহায়ণ ১৪১৯

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ

আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

Montobbo Sombolito Bibel (Nutun Niomsomuho) O Quraner Alok Written by Engr. Shah Md. Saifullah Published by Raqs Publications 230 New Elephant Road, Dhaka-1205, First Edition December 2012, Price Taka : 150 only.
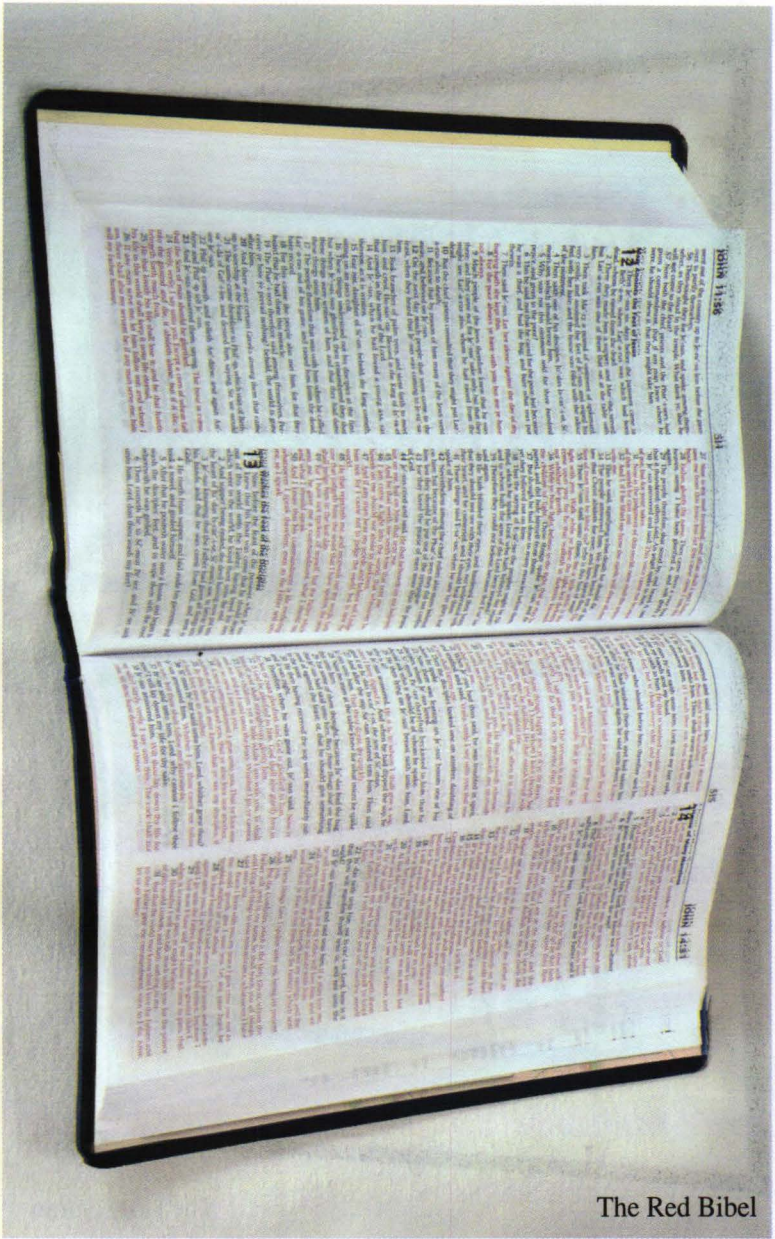
The Red Bibel

পবিত্র বাইবেলে মহাত্মা যীশুর ভবিষ্যৎ বাণী

১. একজন Comforter 'শান্তিদাতা' বা 'পারাক্লীতস্' আসিবেন। যোহন: ১৪:১৬

২. সেই 'পারাক্লীতস্' বা শান্তিদাতাই- হযরত মোহাম্মদ (সা)

পবিত্র কুরআনেও ঈসা (আ) এর ভবিষ্যৎ বাণী

'ঈসা (আ) বলিলেন- আমি সুসংবাদ দিতেছি আমার পর একজন দূত (রাসূল) আসিবেন যাহার নাম হইবে 'আহমদ'। সূরা আস সফ: ৬১:৬

লেখকের কথা

শৈশবকাল হইতেই ঈসা (আঃ)-এর পিতাবিহীন জন্মের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। মাদ্রাসায় যখন 'টাইটেল' (কামেল) মোমতাজুল মুহাদ্দিসিন ক্লাসে ১৯৬১ ইং সনে পড়াশুনা করি, তখনও ইসলামী কিতাবসমূহে ঈসা (আঃ)-এর পিতাবিহীন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের কাহিনী পাঠ করি। তাই টাইটেল পড়ার সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী হইতে আরবী বাইবেল আনিয়া পাঠ করি। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পরিলাম না। তাই ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জানার একটা স্পৃহা মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়।

১৯৭৩ ইং সনে "পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম" পুস্তকখানি ১৮১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা)। ১৯৬৯ ইং সনে বুয়েট হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরী লাভ করি। চাকুরী জীবনে কর্ম ব্যস্ততার জন্য মনোযোগ দিয়া পুস্তকখানি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। চাকুরী জীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর "পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম" পুস্তকখানা পাঠ করি। পাঠ শেষে যাহা বুঝিতে পারিলাম তাহারই ক্ষুদ্র ফসল এই বহিখানি। "পবিত্র বাইবেল নূতন নিয়ম" পাঠ করিয়া, ইহার মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইল। তাই বিষয়ভিত্তিক অসামঞ্জস্যগুলি এই বহিখানিতে উদ্ধৃত করিলাম। অসামঞ্জস্যগুলির পশ্চাত পশ্চাত মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করিলাম। উক্ত অসামঞ্জস্যগুলির বিপরীতে পবিত্র কুরআন শরীফ কি বলে– তাহাও উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু সব অসামঞ্জস্যের বিপরীতেই পবিত্র কুরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। আমার স্নেহপূর্ণ ভাগিনেয় হাফেয মোহাম্মদ শামীম পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াতসমূহের সূত্র উল্লেখ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কাহারো মনে আঘাত দেওয়া কিম্বা কোন ধর্মকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্যে নহে। প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ ধর্ম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পালন করিয়া থাকে। প্রত্যেক ধর্মই ধর্ম অনুসারীর নিকট বিরাজমান থাকুক। প্রত্যেকেই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া চলুক। যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি, তাই ইহাতে আমার ভুল থাকিতে পারে।

পূর্ববর্তী কিছু চিন্তাবিদ লেখকের গ্রন্থ হইতে সাহায্য নিয়াছি। তাঁহাদের গবেষণালব্ধ মতামত হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাহাদের গবেষণার বাহিরে আমার কোন গবেষণা বা মতামত নাই। চর্বিত জিনিসকে পুনরায় চর্বণ করা আহমকি। তাহারা আমার অগ্রজ, আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

পবিত্র বাইবেল লেখকগণ ঈসা (আঃ)-এর জীবনী পবিত্র বাইবেলসমূহে জীবনী আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা বহুবাণী ঈসা (আঃ) মুখ দিয়া বলাইয়াছেন– তাহাই শুধু পবিত্র বাইবেল বলা যায়। বাকী লেখাগুলি লেখকদের বর্ণনা মাত্র।

পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়মের উপর যুগে যুগে অনেক আঘাত আসিয়াছে– তাহাও উল্লেখ করিলাম।

এই বহিখানি পাঠে পাঠকের জ্ঞান ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় হইলেই, আমার লেখার সার্থকতা মনে করিব।

পবিত্র বাইবেল নূতন নিয়মের মধ্যে প্রায় ১০% এর কম লেখা মহাত্মা যীশুর বাণী আর ৯০% এর উপরে লেখা লেখকদের নিজস্ব বর্ণনা।

ইঞ্জিনিয়ার শাহ মোঃ ছাইফুল্লাহ

সূচিপত্র

বিভিন্ন সময়ে বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রামাণিকতা নির্ধারণ

বর্তমানে খ্রীষ্টানদের মধ্যে ৪ খানা পুস্তক, মথি, মার্ক, লুক ও যোহন এবং প্রেরিতদের কার্য শীর্ষক একখানা পুস্তক ও শেষে যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য এই ৬ (ছয়) খানা পুস্তক এবং ২১ খানা পত্রসহ মোট ২৭ (সাতাইশ) খানা পুস্তক ধর্মীয় পুস্তক হিসাবে প্রচলিত আছে।

কিন্তু পূর্বে তাহাদের পবিত্র বাইবেল নূতন নিয়ম এর সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং পত্র ছিল ১১৩, মোট ১৪৯ খানা পুস্তক।

৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে "নিসিও কান্সিল" নামে খ্রীষ্টানদের প্রথম ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় খ্রীষ্টানদের প্রকৃত ধর্ম গ্রন্থ নির্ণয়ের জন্য একটি মাপকাঠি ঠিক করা হয়। সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া অবিন্যস্ত ও এলোমেলোভাবে বেদীর উপরে গাদা করিয়া রাখা হয়, তাহার মধ্যে হইতে যেগুলি পড়িয়া গেল, সেইগুলি মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। এই সভায় মরা মানুষের কবর হইতেও ভোট আদায় করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম-পুস্তক সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে যে সকল মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এই কাউন্সিলে ভোটের আধিক্য দ্বারা তাহার ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করা হয়। এই সব সংকলন বর্তমানে "নূতন নিয়ম" নামে পরিচিত। পরীক্ষা নিরীক্ষা, যুক্তি তর্ক বাদ দিয়া এই পন্থায় সত্য ও মিথ্যা বাইবেল নির্ণয় করা– একটি অদ্ভুত ও আজগুবি পন্থা। ইহা কিভাবে বিবেকবান ও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? আরও মজার ব্যাপার হইতেছে বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস ৪৯২ হইতে ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহায় প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া সরকারী সনদ প্রদান করেন।

পক্ষান্তরে ৩২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত বাইবেলরূপে গৃহীত ৩০ খানি পুস্তক ও ৯২ খানি পত্র অপ্রামাণিক এবং ৬ (ছয়) খানি পুস্তক ও ২১ খানি পত্র প্রামাণিক বলিয়া নির্ধারিত হইয়া গেল।

পরে দেখা গেল প্রোটেষ্ট্যান্টিদের ইংরেজী বাইবেলের আর এক খানি আধিকারিক অনুবাদ প্রয়োজন। কারণ প্রচলিত অনুবাদগুলি বিকৃত, আদিখণ্ডের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সমর্থন পুষ্ট নয়।

ফলে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নির্দেশে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে আর একখানি বাইবেল "কিং জেমসভার্সন" নামে প্রকাশিত হইল।

পরবর্তীতে আবার দেখা গেল জ্ঞান বিজ্ঞানের নানারূপ অভিনব আবিষ্কারের ফলে পুরাতন নিয়মের বাইবেলকে নিয়া পার পাওয়া কষ্ট সাধ্য, তাই ২৭ জন পণ্ডিত ১১ বছর পরিশ্রম করিয়া ১৮৮১ সালের ১৭ই মে আর একখানা বাইবেল প্রকাশ করিলেন। এই সংস্করণটি বর্তমানে (Revised Version) রিভাইসড ভার্সন বলিয়া পরিচিত। এই বাইবেলে অনেকগুলি বর্ণনাকে জাল বলিয়া নির্ধারণ করা হইল।

নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল

১. মথি ঃ ২৮ ঃ ৬-১৩ পদ।

২. মার্ক ঃ ১৬ ঃ ৯-২০ পদ।

এতে যীশুর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়া শিষ্যদের সাথে সাক্ষাত এবং সশরীরে স্বর্গারোহণের কথা বর্ণিত আছে।

৩. যোহন ঃ ৫ঃ ৩-৪ পদ।

স্বর্গীয় দূত কর্তৃক বৈথেসদা পুকুরের পানি কম্পন।

৪. যোহন ঃ ৮ ঃ ১১ পদ।

ব্যভিচারিণী নারীর বিনাদণ্ডে মুক্তি লাভ।

৫. প্রেরিত ঃ ৮ ঃ ৩৭ পদ। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এই বিশ্বাস।

৬. যোহনের ১ম পত্র ঃ ৫ ঃ ৭ পদ

ত্রিত্ব বাদ।

নিম্নে বাইবেলের এই ক্রম পরিবর্তনগুলি লিখিত ব্লক রেখাচিত্র দ্বারা দেখান হইল।

বাইবেল পরিবর্তনের "ব্লক রেখাচিত্র।"

১. ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের নিমিও কাউন্সিল পর্যন্ত বাইবেলের সংখ্যা ৩৬ খানা পুস্তক ও ১১৩ খানা পত্র।

↓

২. বেদীতে বাইবেল স্থাপন। যাহা পড়িয়া গেল তাহা পরিত্যক্ত আর যাহা রহিয়া গেল তাহা সত্য। মরা মানুষের কবর হইতেও ভোট গ্রহণ করা হইল।

↓

৩. পোপ গ্লাসিওস কর্তৃক (৪৯২-৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র প্রামাণিক বাইবেল বলিয়া সনদ প্রদান।

↓

৪. কিং জেমস ভার্সন ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ। ৪৭ জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত গ্রন্থ।

↓

৫. REVISED VERSION কেন্টাবেরী নগরীর সভা মতে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ২৭ পণ্ডিত ১১ বৎসর পরিশ্রম করিয়া প্রকাশিত গ্রন্থ।

(মোস্তফা-চরিত, মওলানা আকরাম খাঁন : যীশু খ্রীষ্টের অজানা জীবন, আবদুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, BOTANIST.)

বাইবেলের নূতন নিয়মের মধ্যে যে সকল বাণী মহাত্মা যীশুর মুখ নিঃসৃত–সেই সকল বাণীকে "লাল অক্ষর" দ্বারা চিহ্নিত করিয়া ছাপাইয়া, বাকী বর্ণনা কালো অক্ষরে ছাপাইয়া প্রকাশকৃত বাইবেলকে Red letter বাইবেলরূপে আখ্যায়িত করা হয়। নূতন বাইবেলের প্রামাণিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া মূল বাইবেল হইতে বহু অংশ ছাট কাঁট করা হয় এবং উহা পরিত্যক্ত হয়।

বাইবেলের নূতন নিয়মে এর মধ্যে প্রায় ১০% এরও কম মহাত্মা যীশুর বাণী। আর বাকী সব লেখকদের নিজস্ব বর্ণনাধারা।

খ্রীষ্টান দুনিয়ার পাঁচটি সার্বভৌম ধর্মসভা

১. প্রথম সার্বভৌম ধর্মসভা নিসিয়াতে : ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে অখ্রীষ্টান রোম সম্রাট কনষ্টেনটাইন বৈথনিয়ার রাজ প্রাসাদ নিসিয়াতে এক সার্বভৌম সভা আহ্বান করেন। এই সভা "কাউন্সিল অব নিসিয়া" নামে পরিচিত। কনষ্টেনটাইন খ্রীষ্টান ধর্মকে কাজে লাগাইয়া রোম সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজের গদিও স্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। অথচ তিনি কিন্তু পারস্যের সূর্যদেবতা মিথরার পূজারী ছিলেন।

তিনিই রবিবারকে খ্রীষ্টানদের প্রার্থনার দিন হিসাবে চালু করেন। তিনিই ঈশ্বর এবং যীশু একই আত্মার প্রকাশ বলিয়া ধর্ম সভার মাধ্যমে ঘোষণা দেন।

২. দ্বিতীয় সার্বভৌম ধর্ম সভা কনষ্টান্টিনোপলে : রোম সম্রাট থিয়োডোসিউস ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে দ্বিতীয় সার্বভৌম ধর্ম সভার আহ্বান করেন। এই সভায় পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা তিনে এক Trinity ধর্ম মত খ্রীষ্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে সাত হাজার বিদ্রোহী নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেন এবং গির্জায় "হালেলুযা" ধ্বনি চালু করেন।

৩. তৃতীয় ধর্ম সভা এফিসাস ধর্ম সভা : পূর্ব ও পশ্চিম রোমের সম্রাটদ্বয় দ্বিতীয় ডোসিউস ও তৃতীয় ভালেন্তিয়ানুস ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে এফিসাস ধর্মসভা আহ্বান করেন। তাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম পালন করেন নাই। তাহাদের ধর্ম ছিল অষ্টাদশ ব্যস্ন এই সভায় ঘোষণা দেওয়া হয় মেরীকে যীশুর মাতা হিসাবে পূজা করিতে হইবে।

৪. চতুর্থ ধর্ম সভা কালসিদন ধর্ম সভা : কুমারী পুলকেরিয়া ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে কালসিদনে এই সভা আহ্বান করেন। এই সভা ঘোষণা করে যে, মহাত্মা যীশুর মধ্যে ঈশ্বর ও মানব প্রকৃতি বিশুদ্ধ ও অচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান আছে। 'কালসিদনীয় মতবাদ' নামে পরিচিত এই দ্বৈত প্রকৃতি মতবাদ খ্রীষ্টানদের মধ্যে আজও স্বীকৃত। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অবতারবাদ।

৫. পঞ্চম ধর্ম সভা কনষ্টান্টিনোপল ধর্ম সভা : পূর্ব রোমের সম্রাট জাষ্টিয়ানুস ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ঘোষণা করা হয়–

ভবিষ্যৎ প্রচলিত ধারা কি হইবে, তাহা অবিসংবাদিতভাবে ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতি প্রণোদিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

(যীশু খ্রীষ্টের অজানা জীবন পৃঃ ২৫৮-২৬৪, আবদুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ)

এই সভাগুলিতে বহু নূতন বিষয় ও মতবাদ খ্রীষ্টান ধর্মে যুক্ত হয়। এই সভাগুলি মিথরাধর্মের পূজারী, সূর্যদেবতার পূজক অখ্রীষ্টান রোমান সম্রাটগণ আহ্বান করেন। রোমান সম্রাটগণ তাহাদের রাজত্বের দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও রাজ্য রক্ষার জন্য এই সভাগুলি করিয়াছিলেন। এই সকল সভায় তাহারাই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

মথির বাইবেল

মথির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মথির বাইবেলের মধ্যে কোথাও মথির উল্লেখ নাই। তবে মথির বাইবেলটি ৮০-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। তিনি একজন ইহূদী, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন– বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। মথির বাইবেলখানা সিরিয়ার এন্টিয়ক বা ফিনিসিয়াতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। কারণ ঐ এলাকায় ঐ সময়ে অনেক ইহূদী বাস করিত। লেখক গ্রীক ভাষায় বাইবেলখানা লিখিয়াছিলেন, তবে তিনি আরামিক ভাষাও জানিতেন।

লিখক মহাত্মা যীশুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর জীবনের বহু ঘটনা লিখক উল্লেখ করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর ধৃত হওয়া, বিচারে ক্রুশে মৃত্যু দণ্ডাদেশ, ক্রুশে মৃত্যু, তিন দিবারাত্র কবরে অবস্থান, কবর হইতে উত্থান ও এগার শিষ্যকে দর্শন দান পর্যন্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণের কথা উল্লেখ করেন নাই।

"মথির বাইবেল সম্পর্কে সবচাইতে বড় কথা এইটাই যে, এইটি জুডিও ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের সেই সময়কার রচনার সমাহার, যখন তাঁহারা একদিকে ইহূদী ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়াস চালাইয়াছিলেন, অন্যদিকে ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গেও যেন তাহাদের যোগসূত্র অক্ষুণ্ন থাকে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই জুডিও ক্রিশ্চিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিটাই মথি লিখিত বাইবেলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক।"

মার্কের বাইবেল

মার্কেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মার্কের বাইবেলের মধ্যে কোথাও মার্কের নাম উল্লেখ নাই। 'মার্কের বাইবেল' এই নামেই বাইবেলখানা পরিচিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। পণ্ডিতদের মতে ৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাইবেলখানা রচিত হইয়াছে। এই বাইবেলখানা ইতালির রোমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। তিনি আরামিক শব্দ ব্যবহার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থও বলিয়া দিতে ভুল করেন নাই। তিনি আরামিক ভাষা জানিতেন।

মার্ক ছিলেন পিতরের শিষ্য। পিতর ছিলেন মহাত্মা যীশুর বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন। পিতর তাহার প্রথম চিঠিতে লিখিয়াছেন "ব্যবিলনে যে সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে, তারা আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন, অনুরূপ অভিনন্দন জানাচ্ছে আমার পুত্র প্রতিম মার্ক।" পিতর উক্ত চিঠিখানা– পন্থ, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে ছিন্ন ভিন্ন প্রবাসীগণের নিকট লিখিয়াছিলেন।

মার্ক, যোনাভাববাদীর নিদর্শনের প্রশ্নে মথিও লুকের বর্ণনার বিরোধিতা করিয়াছেন "পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার নিকট আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিয়া অন্য পাড়ে গেলেন।" মার্ক : ৮ : ১১-১৩ ইহা আপাত– বিরোধী সত্য। কারণ যীশুর যে সব অলৌকিক কার্যকলাপ সেগুলিওতো চিহ্ন বা নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। লুক : ৭ : ২২, ১১ : ২০ দ্রষ্টব্য। মার্ক তাহার লেখায় খুবই সংযমী ছিলেন।

মার্ক মহাত্মা যীশুর জীবনী– যোহন কর্তৃক বাপ্তাইজিত হওয়া ও শয়তান কর্তৃক মাঠে পরীক্ষিত হওয়ার ঘটনা দ্বারা শুরু করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা যীশুর অনেক অলৌকিক ঘটনা ও উপদেশাবলীর উল্লেখ করিলেন। মহাত্মা

যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে চাদর জড়াইয়া ধৃত মহাত্মা যীশুর পশ্চাৎ আসিতেছিলেন শত্রুরা তাহাকে ধরিলে, সে চাদর ফেলিয়া উলঙ্গ শরীরেই পালাইয়া গেল– এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

মহা যাজক ও দেশাধ্যক্ষ পীলাতের আদেশে মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে দিয়া প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। মহাত্মা যীশু তিন ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত ক্রুশে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। মহাত্মা যীশু মৃত্যুর পূর্বে নিস্তার পর্ব পালন পূর্বক ভোজন উদযাপন করিলেন।

মহাত্মা যীশু কবর হইতে উত্থান করিয়া এগার জন শিষ্যকে দর্শন দিয়াছেন। পরে মহাত্মা যীশু উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। এই ভাবে মার্ক, মহাত্মা যীশুর জীবনী সমাপ্ত করিলেন।

লুকের বাইবেল

লুক একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অ-ইহূদী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। সাধু পল তাহাকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। লুক একজন উপন্যাসিক ছিলেন, তাই তাহার লিখিত বাইবেল মনোগ্রাহী হইয়াছে। লুকের বাইবেলে কোথাও লুকের নাম নাই। তাই লুকই যে ইহা লিখিয়াছেন তাহার কোন দলিল প্রমাণ নাই। শুধু লুকের বাইবেল নামেই ইহা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

লুকের বাইবেলখানা ৯০-১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয় বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু মরিস বুকাইলি তাহার পুস্তক "বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান" এ উল্লেখ করেন যে, "আধুনিক যুগের গবেষক ও সমালোচকগণ মনে করেন, ইহা রচিত হয় ৮০ থেকে ৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।" লুকের বাইবেলখানা গ্রীসের ফিলিপাইয়ে লিখিত হয়। লুক মহাত্মা যীশুর জীবনী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহা মহিম বাদশা থিয়োফিলকে, লুক চিঠি দ্বারা মহাত্মা যীশুর জীবনী বর্ণনা করেন– তাহাই লুকের বাইবেল নামে পরিচিত। স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল মরিয়মকে তাহার গর্ভে মহাত্মা যীশুর জন্ম-সংবাদ দিলেন। জিব্রাইল দূত মরিয়মকে বলিলেন প্রভু তোমার সহবর্তী। জিব্রাইল বলিলেন তুমি পুত্র সন্তান প্রসব করিবে তাহার

নাম যীশু রাখিবে, আর তাঁহাকে পরাৎ পরের পুত্র বলা হইবে। ঐ সময়ে আদম শুমারীর জন্য, আগস্ত কৈসর প্রজাগণকে নাম লিখতে আদেশ জারী করিলেন। তখন মরিয়ম নাসরত হইতে যিহূদিয়ার বৈৎলেহামে আদম শুমারীর জন্য আসিলেন। এই খানে মরিয়মের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, আর তিনি প্রথমজাত পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। অষ্টম দিনে ইহূদী ধর্ম মতে মহাত্মা যীশুর ত্বকছেদন করা হইল।

লুক মহাত্মা যীশুর বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। এই বংশ তালিকা ও মথির বর্ণিত তালিকার মধ্যে বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতা প্রকট। মহাত্মা যীশু লোকদিগকে অনেক উপদেশ দান ও অলৌকিক ঘটনা দেখান।

মহাত্মা যীশু পরবর্তীতে ইহূদীদের হাতে ধৃত হন। তিনি দেশাধ্যক্ষ পীলাতের বিচারে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। মহাত্মা যীশু কবর হইতে পুনরুত্থান করেন এবং এগারজন শিষ্যের কাছে যাওয়ার পথে, দুইজন পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহারা প্রথমত ঃ মহাত্মা যীশুকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন চিনিতে পারিলেন, তখন মহাত্মা যীশু তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন পথিকদ্বয় যিরূশালেমে ফিরিয়া গিয়া এগার শিষ্যকে এই সংবাদ দিলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা যীশু তাহাদের মাঝে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বলিলেন আমার হাত ও পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্তি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তাহারা তখনও পূর্ণ বিশ্বাস আনিতে পারিতেছিল না। তাই তিনি তাহাদের কাছে খাদ্য চাহিলেন। তাহারা তখন তাঁহাকে ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন– প্রমাণ করিলেন তিনি জীবিত। পরে তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে নীত হইলেন।

মহাত্মা যীশু নিস্তার পর্বের দিন শিষ্যদের সহিত ভোজপর্ব পালন করিলেন। তিনি রুটী ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, আর বলিলেন, ইহা আমার শরীর।

আর মদ হাতে নিয়া বলিলেন ইহা আমার রক্ত। আর যে আমাকে সমর্পণ করিবে তাহার হাত আমার সহিত মেজের উপরে আছে। লুক তাহার বাইবেলে মহাত্মা যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনা ইষ্টার দিবসে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। আর প্রেরিত অধ্যায়ে তিনিই আবার লিখিয়াছেন এই ঘটনা ৪০ দিন পর ঘটিয়াছিল।

যোহনের বাইবেল

যোহন কে ছিলেন, তাহা নিয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। যোহনের বাইবেলখানা যোহনই লিখিয়াছেন– তাহারও কোন দালিলিক প্রমাণ নাই। এই বাইবেলের মধ্যে কোথাও যোহনের নাম নাই। তবে ইহা যোহনের লিখিত বাইবেল এইরূপ ধারা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। বাইবেলখানা পাঠ করিলে মনে হয় যোহন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বাইবেলখানা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাহারো মতে এই যোহন জেবেদীর সন্তান এবং জেবেদী মহাত্মা যীশুর জ্ঞাতিভ্রাতা।

তাহার বাইবেলখানা ১০০-১১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত বলিয়া ধারণা করা হয়। যোহনের বাইবেলখানা এশিয়া মাইনরের 'এফেসাস' শহরে লিখিত বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। যোহনের বাইবেলখানা মথি, মার্ক ও লুকের বাইবেলের ব্যাখ্যা পুস্তক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। যোহনের বাইবেলে তাঁহার শিষ্যরা অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া, কোন কোন ভাষ্যকার মনে করেন। ব্যভিচারী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বর্ণনাকেও সবাই অজ্ঞাত লোকের বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বেশ কিছু বর্ণনা যেমন ঃ ৪ : ২, ৪ : ১, ৪ : ৪৪, ৭ : ৩৭, ১১ : ২, ১৯ : ৩৫ যোহনের শিষ্যদের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

যোহনের বাইবেলে নৈশ ভোজ অনুষ্ঠানের উল্লেখ নাই। ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার আগে মহাত্মা যীশু কর্তৃক শিষ্যদের পা-ধোয়ানের ঘটনা একমাত্র যোহনের বাইবেলেই আছে, অন্য কোন বাইবেলে ইহার উল্লেখ মাত্র নাই। যোহন উল্লেখ করেন– মহাত্মা যীশু পুনরুত্থিত হইয়া তিবরিয়া সাগরের পাড়ে শিষ্যদেরকে দর্শন দেন। তাহাদের নিকট খাবার চাহেন। তাহারা খাবার

দিতে পারিল না। তখন মহাত্মা যীশুর নির্দেশে জাল ফেলিলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। ঐ মাছ আগুনে পাকাইয়া রুটীসহ মহাত্মা যীশু ভক্ষণ করিলেন।

মজার কথা লুক তাহার বাইবেলে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন মহাত্মা যীশুর জীবদ্দশায় ঘটিয়াছে,- আর যোহন উল্লেখ করেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পরে ঘটিয়াছে। মথি, মার্ক, লুকের মতে মহাত্মা যীশু ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এক বৎসরের অধিক কাল। যোহনের মতে মহাত্মা যীশু ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন দুই বৎসরের অধিক কাল। আমরা তাই কোনটি বিশ্বাস করিব?

মহাত্মা যীশুর বংশ তালিকা

মহাত্মা যীশুর বংশ তালিকা শুধু মথির বাইবেল ও লুকের বাইবেলে পাওয়া যায়। মার্ক ও যোহনের বাইবেলে নাই।

মহাত্মা যীশুর বংশ তালিকা মথি ও লুকের বাইবেল অনুসারে

লুক অনুসারে

১. আদম ঈশ্বরের লুক পুত্র

২. শেথ (শিষ)

৩. ইনোশ

৪. কৈনন

৫. মহললেল

৬. যেরদ

৭. ইনোক

৮. মথুশেলহ

৯. লেমক

১০. নূহ

১১. শেম

১২. অফকষদ

<u>লুক অনুসারে</u>	<u>মথি অনুসারে</u>
১৩. কৈনন	”
১৪. শেলহ	”
১৫. এবর	”
১৬. পেলগ	”
১৭. রিয়ু	”
১৮. সরূগ	”
১৯. নাহোর	”
২০. তেরহ	”
২১. ইব্রাহিম	১. ইব্রাহিম
২২. ইসহাক	২. ইসহাক
২৩. ইয়াকুব	৩. ইয়াকুব
২৪. এহুদা	৪. এহুদা
২৫. পেরস	৫. পেরস
২৬. হিস্রোন	৬. হিস্রোন
২৭. অর্নি	৭. রাম
২৮. অদমান	৮. অম্মীনাদর
২৯. অম্মীনাদর	৯. নহশোন
৩০. নহ্ শোন	১০. সলমোন
৩১. সলমোন	১১. বোয়স
৩২. বোয়স	১২. ওবেদ
৩৩. ওবেদ	১৩. যিশয়
৩৪. যিশয়	১৪. দাউদ
৩৫. দাউদ	১৫. সোলায়মান
৩৬. নাথন	১৬. রহবিয়াম

লূক অনুসারে	মথি অনুসারে
৩৭. মতথ	১৭. অবিয়
৩৮. মিন্না	১৮. আসা
৩৯. মিলেয়া	১৯. যিথোশাফট
৪০. ইলিয়াকিস	২০. সোরান
৪১. যোনম	২১. উষিয়
৪২. ইউসুফ	২২. যোথম
৪৩. সুদা	২৩. আহস
৪৪. শামাউন	২৪. যিকনিয়
৪৫. লেবি	২৫. মনঃশি
৪৬. মত্তত	২৬. আমোস
৪৭. যোরীম	২৭. যোশিয়
৪৮. ইলিয়েষব	২৮. যিকনিয়
৪৯. ইউসা	২৯. শলটিয়েল
৫০. এর	৩০. সরুব্বাবিল
৫১. ইলমাদম	৩১. অবীহূদ
৫২. কোষম	৩২. ইলীয়াকিম
৫৩. আদ্দী	৩৩. আসোর
৫৪. মলকি	৩৪. সাদোক
৫৫. নেরী	৩৫. আখীম
৫৬. শল্টিয়েল	৩৬. ইলীহূদ
৫৭. সরু ব্বাবিল	৩৭. ইলিয়াসর
৫৮. বীষা	৩৮. মত্তন
৫৯. যোহানা	৩৯. ইয়াকুব
৬০. যুদা	৪০. ইউসুফ
৬১. যোষেফ	৪১. যীশু (হযরত ঈসা)
৬২. শিমিয়ি	(মথি- ১ : ১ : ১-১৬)

৬৩. মত্তথিয়
৬৪. মাট
৬৫. নগি
৬৬. ইষলি
৬৭. নহূম
৬৮. আমোষ
৬৯. মত্ত থিয়
৭০. ইউসুফ
৭১. যান্নায়
৭২. মল্কি
৭৩. লেবি
৭৪. মত্তত
৭৫. এলি
৭৬. ইউসুফ
৭৭. যীশু (ঈসা আঃ)
(লুক ৩ : ২৩-৩৮)

মন্তব্য : দুইটি বংশ তালিকা তুলনা করিলে অনেক অমিল পরিলক্ষিত হয়। মথির বংশ তালিকায় ইব্রাহিম (আঃ)-এর পূর্ববর্তী কোন বংশ তালিকা উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে লুকের বংশ তালিকায় আদম (আঃ) হইতে বংশ তালিকা শুরু হইয়া মহাত্মা যীশু পর্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। মথির বাইবেল অনুসারে মহাত্মা যীশু ইব্রাহিম (আঃ)-এর ৪১ তম পুরুষ। লুকের বাইবেল অনুসারে যীশু ইব্রাহীমের (আঃ) ৫৭ তম পুরুষ। আবার আদম (আঃ)-এর ৭৭তম পুরুষ।

পবিত্র বাইবেল নূতন নিয়ম অনুসারে পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপর আগমন করিবেন। পরাৎ পরের শক্তি তাঁহার উপর ছায়া করিবেন। তাহাতে মরিয়ম গর্ভবতী হইবেন এবং মহাত্মা যীশু জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইবে। (লুক : ১ : ৩৫)

পবিত্র কুরআন মতে ফেরেস্তাগণ মরিয়ম (আঃ)-কে আল্লাহ্র তরফ হইতে একটি বাক্যের সুসংবাদ দিলেন। তাহার নাম হইবে মসিহ ঈসা বিন মরিয়ম। দুনিয়া ও আখেরাতে সে সম্মানিত হইবে। (সূরা : আল ইমরান ৩ : ৪৫)

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হইতেছে, আদমের মত। তাহাকেও আল্লাহ্ মাতা-পিতা ব্যতীত মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা আল ইমরান : ৩ : ৫৯)

অতএব অতএব খৃষ্টান ধর্ম ও মোসলমান ধর্ম উভয় ধর্ম মতেই ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল না।

অতএব অতি বিস্মিত হইবার বিষয় হইল মথি ও লূক ইউসুফকে ঈসার পিতা হিসাবে দেখাইয়া বংশ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বংশাবলী তালিকাটি আসলে মহাত্মা যীশুর নয়, বরং বংশ তালিকাটি ইউসুফের যাহার সহিত মহাত্মা যীশুর কোনই রক্ত সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে মরিয়ম (আঃ)-এর বংশ তালিকা প্রকাশ করিলে, মহাত্মা যীশুর বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হইত।

মথির মতে ইউসুফের পিতা ইয়াকুব আবার লূকের মতে এলি। দুইটি বংশ তালিকার ব্যক্তিদের নামের মধ্যে অনেক ভুল, ক্রমিক নাম্বারের মধ্যেও অনেক ভুল বিদ্যমান।

মহাত্মা যীশুর জন্ম ও শিশুকাল

মথির বাইবেলের বর্ণনা মতে : হেরোদ রাজার রাজত্ব কালে যিহুদিয়ার বৈথেলহেমে মহাত্মা যীশুর জন্ম হয়। ঐ সময়ে পূর্বদেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত যিরূশালেমে আসিয়া কহিলেন যিহুদীদের যে রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি কোথায়? কারণ, পূর্বদেশে আমরা তাঁহার তারা দেখিয়াছি ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা হেরোদ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন সমস্ত যাজক ও অধ্যাপকগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তাহারা তাঁহাকে বলিলেন তিনি যিহুদিয়ার বৈথেলহেমে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তখন তিনি পণ্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া, তাহাদের নিকট হইতে ঐ তারা কোন্ সময়ে

দেখা গিয়াছিল জানিয়া নিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথেলহেমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর, দেখা পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, যেন আমিও গিয়া তাঁহার প্রণাম করিতে পারি। তাহারা প্রস্থান করিয়া পূর্ব দেশে যাত্রা করিলেন এবং তারাও তাহাদের অগ্রে চলিল। পরে শিশুটি যেখানে, সেখানে আসিয়া তারাটি স্থগিত হইল। তাহারা গৃহ মধ্যে গিয়া শিশুটিকে মাতা মরিয়ামের সঙ্গে দেখিতে পাইল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে তাহারা যেন হেরোদের নিকট না যান– স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, অন্য পথে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

পরে প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন– শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে নিয়া মিসর দেশে পলায়ন কর। কেননা হেরোদ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অনুসন্ধান করিবে। তখন যোষেফ রাত্রিকালে শিশু ও তাঁহার মাতাকে নিয়া মিসরে পলায়ন করিলেন। পরে হেরোদ যখন দেখিলেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈথেলহেমে ও তাহার পার্শ্ববর্তী সীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া বধ করাইলেন।

পরে হেরোদের মৃত্যু হইলে প্রভুর এক দূত যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন– শিশুটিকে ও মাতাকে লইয়া ইস্রাইল দেশে যাও। পরে যোষেফ শিশু ও তাহার মাতাকে লইয়া ইস্রাইল দেশে আসিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন আখিলায় নিজ পিতা হেরোদের মৃত্যুর পর যিহুদিয়াতে রাজত্ব করিতেছেন। তখন সেখানে যাইতে ভীত হইয়া, স্বপ্নে আদেশ পাইয়া গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন। গালীলের অন্তর্গত নাসরত নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন, যেন ভাববাদীগণ দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নাসরাতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন। (মথি– ২ : ১-২৩)

মন্তব্য : আশ্চর্যের বিষয় এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নূতন নিয়মের অন্য বাইবেলসমূহে মোটেই উল্লেখ নাই। মিসরের ফিরাউন হযরত মুসা (আঃ)-কে হত্যা করিতে গিয়া, বহু শিশুকে হত্যা করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার

সহিত মিল করার জন্য, মথি হয়ত এমন একটি ঘটনা রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। পবিত্র কুরআন শরীফেও এইরূপ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

পণ্ডিতগণ পূর্বদিকে রওয়ানা হইলে, তারাটিও তাহাদের অগ্রে চলিল। শিশুটি যেখানে ছিল, তারাটি সেইখানে স্থগিত হইল। ইহা বিজ্ঞান সম্মত কথা নহে। মহাশূন্যের তারা নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহা কখনও স্থির হইতে পারে না। পৃথিবী ঘূর্ণায়মান; তাই তারাটি ঘুরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে যাইতে পারে, কিন্তু স্থির কখনই হইতে পারে না। তারাটিই বা কি তারা, তাহার নাম উল্লেখ নাই।

পণ্ডিতগণের যদি জানাই থাকে যে, তারাটি যেখানে স্থির হইবে, সেখানেই শিশু যীশু অবস্থান করিতেছেন, তবে তাহারা কেন যেরূশালেমে আসিবেন।

কাহারো জন্ম কিংবা মৃত্যুতে তারার উদয় অস্তের কোন সম্পর্ক নাই।

তারা তো দিনের বেলা দেখা যায় না, তাই তাহারা কি রাত্রি বেলাতেই চলিতে ছিল? আর দিনের বেলা থামিয়া থাকিত?

যোহন ভাববাদীর প্রচার কার্য ও মহাত্মা যীশুর বাপ্তাইজিত হওয়া

মহাত্মা যোহন বাপ্তাইতকে যখন ধর্ম প্রচার ও বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, "সেই সময় যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।" (মথি ৩ : ১-২)

আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার সুপরিষ্কার করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন। (মথি ৩ : ১১-১২)

তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্ডানে তাঁহার কাছে আসিলেন। কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনার দ্বারাই আমার বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি

আমার নিকট আসিতেছেন? কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা তা এইরূপে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তখন তিনি তাঁহার কথায় সম্মত হইলন।

পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন।

আর দেখ স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল,

'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,

ইহাতে আমি প্রীত।' (মথি : ৩ : ১৩-১৭)

মন্তব্য : যোহন ভাববাদী মহাত্মা যীশুর অল্পকাল আগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাত্মা যীশুর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ও তাঁহার আগমন বার্তা প্রচার করিবার জন্য অগ্রে আগমন করেয়াছেন।

যোহন ভাববাদী ধর্ম উপদেশ দিতে থাকেন ও লোকদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতে থাকেন। বহুলোক তাঁহার নিকট বাপ্তাইজিত হইবার জন্য আসিতে থাকে।

মহাত্মা যীশুও গালীল হইতে যর্দানে আসিয়া তাঁহার নিকট বাপ্তাইজিত হন। যোহন ভাববাদী বলিয়াছিলেন আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও উপযুক্ত নাই। অথচ আবার তাঁহাকেই বাপ্তাইজিত করেন।

যীশু জলে নামিয়া পবিত্র হইলেন। আর ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বর হইতে কিভাবে আলাদা হইলেন এবং কবুতরের ন্যায় যীশুর উপর আসিলেন। আত্মা অদৃশ্য, কবুতরের অবতরণের সহিত ইহার সাদৃশ্য কিভাবে হইতে পারে?

শয়তান কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে পরীক্ষা

বাপ্তাইজিত হইবার পর দিয়াবল শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, মহাত্মা যীশু আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধার্ত হইলেন। তখন পরীক্ষক শয়তান নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে বল যেন এই পাথরগুলি রুটী হইয়া যায়। তিনি উত্তর করিলেন "মানুষ কেবল রুটীতে বাঁচিবে না,

কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচিবে।" তখন দিয়াবল শয়তান তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল এবং ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে বলিল "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে নীচে ঝাপ দাও তাহা হইলে ঈশ্বরের দূতগণ তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন। পাছে তোমার পাথরের আঘাত লাগে।" মহাত্মা যীশু বলিলেন "তুমি ঈশরের পরীক্ষা করিও না।" আবার দিয়াবল শয়তান তাঁহাকে বলিল তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব। তখন মহাত্মা যীশু শয়তানকে বলিলেন "দূর হও শয়তান কেননা তোমার ঈশ্বর, প্রভুকেই প্রণাম করিবে। কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"

তখন শয়তান চলিয়া গেল এবং দূতগণ আসিয়া যীশুর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। (মথি ৪ : ১-১১)

মন্তব্য : শয়তান দিয়াবল মহাত্মা যীশুকে তিনটি পরীক্ষা করিল। মহাত্মা যীশু তিনটিতেই শয়তানকে পরাস্ত করিলেন। দেখা যায় মহাত্মা যীশু যেন শয়তানের হাতের ক্রীড়নক এবং খেলার গুটি। শয়তান যেভাবে চাইতেছে সেই ভাবেই ঈশ্বর পুত্র যীশুকে, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই নিয়া যাইতেছে। ঈশ্বর পুত্রও আপত্তি না করিয়া সেইখানেই যাইতেছেন। শয়তান কর্তৃক ঈশ্বরের পুত্রের পরীক্ষা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

শয়তান মহাত্মা যীশুকে অতি উচ্চ পর্বতে নিয়া গেল। পর্বতের উপর হইতে জগতের সমস্ত রাজ্য ও প্রতাপ দেখাইল। বৈজ্ঞানিকভাবে ইহা অগ্রহণযোগ্য।

কারণ পৃথিবী গোলাকার, পর্বত যত উঁচুই হউক না কেন ভূপৃষ্ঠের অপর পৃষ্ঠের সমস্ত কখনই দেখা যাইবে না। ইহা সম্ভব, যদি পৃথিবী চেপটা থালার মত হয়।

অধিকন্তু যে মাঠে যীশুকে নিয়া যাওয়া হয়, তাহার নাম কি এবং যে উচ্চ পর্বতে নিয়া যাওয়া হয় তাহার নাম কি তাহাও উল্লেখ নাই।

মহাত্মা যোহনের কারাগারে আটক ও মহাত্মা যীশুর গালীলে গমন

পরে যোহন কারাগারে সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি মহাত্মা যীশু গালীলে চলিয়া গেলেন, আর নসরত ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে, সবূলুন ও নাপ্তালিব অঞ্চলে গিয়াবাস স্থিত কফরনাহূমে বাস করিলেন। (মথি : ৪ : ১২-১৪)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু ঈশ্বরের পুত্র হইয়া নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি কারা বরণের ভয়ে গালীলস্থ্ কফরনাহুমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহার নিকট দীক্ষা নিলেন, তাঁহাকে সংকটময় কালে ত্যাগ করিলেন।

পর্বতে উঠিয়া লোকদিগকে মহাত্মা যীশুর উপদেশ

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আছে "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ্ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্যগাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। আর যে কেহ্ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে যাঞ্চা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইওনা।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও। (মথি : ৫ : ৩৮-৪২, ৪৪)

মন্তব্য : উপরোক্ত উপদেশগুলি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরুদ্ধ এবং অকার্যকর আদেশ। এমন কি মহাত্মা যীশুকে ধরিবার জন্য যখন লোকেরা খড়গ ও লাঠি লইয়া আসিয়াছিল, তখন মহাত্মা যীশুর এক শিষ্য মহাযাজকের দাসকে তাঁহারই সামনে আঘাত করিয়া কান কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

খ্রীষ্টান জগৎ এই আদেশ কখনও পালন করিতে পারিতেছে না মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুশেড) ঘোষণা করিয়া লাখ লাখ মানুষ হত্যা করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ হত্যা করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক ও ঘরবাড়ী ধ্বংস করিয়াছে।

এমনকি বর্তমানে আফগানিস্তান ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ লোকনিধন করিতেছে।

লিবিয়ায়ও তাহারা বোমা ফেলিয়া বহুলোক মারিতেছে। বহুদেশকেও এখন হুমকি দিতেছে। এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দাও– ইহা তাহারা পালন করিতেছে না। অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের স্বভাব ধর্ম যেমন মহাত্মা যীশুর শিষ্যটি করিয়াছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফা তাহার "বিশ্বনবী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মানব প্রেম ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব অবস্থায় সকল মানুষকেই যে শুধু প্রেম দান করিবেন– এ কথা ইসলাম বলেনা। মানুষকে প্রেম করিবে কিন্তু প্রয়োজন হলে তাহাদেরও হিংসাও করিবে; মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিবে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সেই মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধও করিবে– হত্যাও করিবে। জীবকে দয়া করিবে, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে তাহাকে বধও করিবে। ইহাই ইসলাম।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে "যদি তোমরা কাহাকেও শাস্তি দাও, তাহা হইলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দিবে যতটুকু (অন্যায়) হইয়াছে। অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণকর তাহা হইলে জানিয়া রাখো যে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাহাই হইতেছে উত্তম।" (১৬-১২৬ সূরা নাহল)

পবিত্র কুরআন বলে "এবং হে জ্ঞানী লোক সকল প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত রহিয়াছে– যাহাতে তোমরা নিজেরা সতর্ক থাকিতে পার।" (সূরা আল বাকারা, ২ : ১৭৯)

"এবং যাহারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং ধর্ম শুধু আল্লাহর জন্য; কিন্তু যদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে আর তাহাদের সহিত কোন শত্রুতা করিওনা, তবে অত্যাচারীদের কথা স্বতন্ত্র।" (সূরা আল বাকারা, ২ : ১৯৩)

তাই ইসলাম বীরের ধর্ম, দুর্বলের ধর্ম নহে। ইসলাম ন্যায় নিষ্ঠার ধর্ম। ইসলাম স্বভাবের ধর্ম।

মহাত্মা যীশুর ধমকে ঝড় থামা

কফরনাহুম হইতে মহাত্মা যীশু নৌকায় পর পারে যাত্রা করিলেন। আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন। আর দেখলেন

সমুদ্রে ভারী ঝড় আসিল, এমন কি, নৌকা তরঙ্গে আচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়িলাম। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? তখন তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাহাতে মহা শান্তি হইল আর সেই ব্যক্তিরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন, আঃ ইনি কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে ইহার আজ্ঞা মানে। (মথি ৮ : ২৩-২৭)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু নিদ্রায় আক্রান্ত হইলেন। নিদ্রায় মানুষের ক্লান্তি নাশ হয়। শরীরে ক্ষয় পূরণ হয়। নিদ্রায় মানুষ জগৎ হইতে অজ্ঞ থাকে। এই গুণগুলি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই মহাত্মা যীশু মানুষ ছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র নহে।

প্রকৃতির নিয়মেই ঝড় হইয়া থাকে। আব-হাওয়ার তারতম্যের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই। মহাত্মা যীশু কিভাবে সমুদ্র ও ঝড়কে ধমক দিলেন। মনে হয় সমুদ্র ও ঝড় অপরাধ করিয়াছে। যেন সমুদ্র ও ঝড় বিবেকবান প্রাণী।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক সকল নবীগণকে ছোট করা

আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রী লোকের সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই। (মথি : ১১ : ১১)

মন্তব্য : ইহাতে পূর্ববর্তী সকল নবীগণকে ছোট করা হইয়াছে। এইরূপ বাণী কখনই মহাত্মা যীশুর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। এমনকি মহাত্মা যীশু নিজেকেও খাট করিয়াছেন। সুতরাং ইহা কারচুপি করিয়া মথির বাইবেলে ঢুকানো হইয়াছে।

পবিত্র কুরআন বলে "আমরা রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা মুসলমান।" (সূরা বাকারা : ২ : ১৩৬)

মহাত্মা যীশু ইস্রাইল কুলের নিকট প্রেরিত

মহাত্মা যীশু ১২ জন শিষ্যকে আদেশ দিলেন– "তোমরা পরজাতীয়গণের পক্ষে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রাইল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। (মথি : ১০ : ৫-৭)

যীশু বলিলেন– ইস্রাইল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। (মথি : ১৫ : ২৪)

মন্তব্য : ইহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহাত্মা যীশু শুধু ইস্রাইলদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন মানব-কুলের প্রতি তিনি প্ররিত হন নাই। অপরদিকে গালীলে মহাত্মা যীশু একাদশ শিষ্যকে বলিতেছেন 'অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার, পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।' (মথি : ২৮ : ১৯)

এই দুইটি আদেশ পরস্পর বিরোধী। একই গ্রন্থে দুই রকম আদেশ। মনে হয় দ্বিতীয় আদেশটি কেহ ইচ্ছাপূর্বক এই গ্রন্থে সংযোজন করিয়াছেন।

মহাত্মা যীশু আবার বলেন "মনে করিওনা যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" (মথি : ৫ : ১৭)

ইহাতেও প্রমাণিত তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বা ব্যবস্থা বদলাইতে আসেন নাই। নূতন কোন ধর্মও প্রচার করিতে আসেন নাই। তিনি ইস্রাইল-কুলের প্রতিই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত ইস্রাইল-কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য লোকদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তিনি আসেন নাই। তিনি তাঁহার ধর্মের নাম খ্রীষ্টান ধর্ম বলিয়া কোথাও উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তীতে সাধু পল ও অন্যান্য লোকেরা তাঁহার ধর্মের নাম খ্রীষ্টান ধর্ম রাখিয়াছেন।

মহাত্মা যীশুর পরস্পর বিরোধী আদেশ

মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে বলিতেছেন "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছিঃ শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি।" (মথি ১০ : ৩৪)

অপরদিকে মহাত্মা যীশু পর্বতে উঠিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে, তোমার সহিত বিচার স্থানে বিবাদ করিয়া আঙ রাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে

দাও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সহিত দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার নিকট ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না।" (মথি : ৫ : ৩৯, ৪০, ৪২)

মন্তব্য : এই আদেশ দুটি পরস্পর বিরোধী। প্রথম আদেশে বলা হইতেছে মহাত্মা যীশু শান্তি দিতে আসেন নাই, খড়গ দিতে আসিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। দ্বিতীয় আদেশে বলিতেছেন দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না। একগালে চড় মারিলে, অন্য গালটি ফিরাইয়া দাও। কেহ গাউনটি চাহিলে কোটটিও দিয়া দাও। কাহারো সহিত এক ক্রোশ যাইতে বলিলে তাহার সহিত দুই ক্রোশ যাও। ইহার মধ্যে একটি আদেশ পালন করিলে অন্যটি পরিত্যাজ্য হইয়া যায়। কারণ দ্বিতীয় আদেশটিতে প্রতিরোধ না করা ও সর্বস্ব দিয়া দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। পবিত্র কুরআন বলে প্রয়োজনে যুদ্ধ কর। প্রয়োজনে দয়া প্রদর্শন কর। "যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও, তাহলে ঠিক ততটুকু শাস্তিই দিবে, যতটুকু (অন্যায়) তোমার সাথে করা হইয়াছে। অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখো ধৈর্যশীলদের জন্য তাহা হইতেছে উত্তম।" (সূরা নাহল : ১৬ : ১২৬), সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

মহাত্মা যীশুর তিন দিবারাত্র কবরে অবস্থান

তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে বলিল হে গুরু আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন। (মথি : ৩৮-৪০)

যীশু কৈসরিয়া ফিলিপের অঞ্চলে গেলেন। সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেম যাইতে হইবে এবং প্রাচীন বর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ

ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবস উঠিতে হইবে। (মথি : ১৬ : ২১)

গালীলে তাহাদের একত্র হইবার সময়ে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন– সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। (মথি : ১৭ : ২২, ২৩)

যীশু যিরূশালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সেই বারজন শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে তাহাদিগকে কহিলেন দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি, আর মনুষ্য পুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবে এবং বিদ্রূপ করিবার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। (মথি : ২০ : ১৭-১৯)

অবশেষে দুইজন আসিয়া বলিল, এ ব্যক্তি বলিয়াছিল– আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। (মথি : ২৬ : ৬১)

মহাত্মা যীশুর ক্রুশে মৃত্যু ও কবরে অবস্থান ঘটনাটি এইরূপ– মহাত্মা যীশু শিষ্যদের সহিত গেৎ শিমানী বাগানে ছিলেন। ঐ সময়ে লোকেরা আসিয়া যীশুকে ধরিয়া ফেলিল।

ঐ দিন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ছিল। ইহুদীদের নিস্তার পর্বের আয়োজন চলিতেছিল। ইহা দেখিয়া "তখন শিষ্যরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন।" (মথি : ২৬ : ৫৬)

প্রভাত হইলে মহাত্মা যীশুকে বিচারের জন্য পীলাত দেশাধক্ষের নিকট হাজির করা হইল। তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া দণ্ড দেওয়ার আদেশ হইল তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হইল। শুক্রবার ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সারাদেশ অন্ধকার হইয়া রহিল। মহাত্মা যীশু নয় ঘটিকার সময় মৃত্যুবরণ করিলেন।

"সন্ধ্যা হইলে, মহাত্মা যীশুর গোপন শিষ্য অরিমাথিয়ার যোষেফ তাঁহাকে একটি নূতন কবরে কবর দিলেন।

আর কবরের দ্বারে একখানা বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে ছিলেন, তাঁহারা কবরের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।" (মথি : ২৭ : ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৬)

নিস্তার পর্ব আয়োজনের পর দিবস শনিবার যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের কথা মত প্রহরীদলের সহিত সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক বা সীল দিয়া কবর রক্ষা করিতে লাগিল। (মথি ২৭ : ৬৫-৬৬)

শনিবার বিশ্রাম দিবস শেষ হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার উষারম্ভে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। তাহারা দেখিলেন প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথর খানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপর বসিলেন। প্রহরীগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, "তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন। আইস, প্রভু যেখানে শুইয়া ছিলেন, সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন এবং দেখ তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (মথি ২৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯)

পরে একাদশ শিষ্য গালীলে মহাত্মা যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন। আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। তখন মহাত্মা যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিলেন ও কহিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। (মথি : ২৮ : ১৬, ১৭, ১৮)

মন্তব্য : উপরোক্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করিলে, অনেক অমিল ও অসামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ দেখা যায় মহাত্মা যীশু শুক্রবার দিবাগত রাত কবরে ছিলেন। শনিবার দিন কবরে ছিলেন, শনিবার দিবাগত রাতও কবরে ছিলেন। রবিবার প্রত্যুষে তাঁহাকে কবরে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তিনি মোট দুইরাত

একদিন কবরে ছিলেন। কিন্তু যোনা তিন দিন তিন রাত মাছের পেটে ছিলেন উভয় ঘটনার মধ্যে কোন মিল নাই। তাই মহাত্মা যীশুর ঘটনাটি সংশয়পূর্ণ। দুই রাত একদিন কখনও তিন দিন তিন রাতের সমান নহে।

দ্বিতীয়তঃ যোনা মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত জীবিত ছিলেন। অথচ বলা হইয়া থাকে মহাত্মা যীশু মৃত্যুর পর কবরে মৃত ছিলেন। কাজেই একই ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত থাকিতে পারে না ইহাতে প্রমাণিত হয় ঘটনাটি সত্য নহে।

তৃতীয়তঃ মহাত্মা যীশু কবর হইতে উত্থিত হইয়া গালীলে গমন করিলেন, যিরূশালেমে গেলেন না। অথচ তাঁহার যিরূশালেমে যাওয়াই সমীচীন ছিল। মনে হয় তিনি প্রাণের ভয়ে যিরূশালেমে না গিয়া; গালীলে গমন করিলেন– যাহা তাঁহার জন্য নিরাপদ স্থান ছিল। আত্মা তো যে কোন স্থানেই যাইতে পারে। সুতরাং তিনি জীবিত ছিলেন, মৃত নহে।

চতুর্থতঃ সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার উষারম্ভে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলে, তাহারা দেখিলেন প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপর বসিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, স্বর্গীয় দূত পাথরখানা সরাইবার জন্য মগ্দলীনী মরিয়মের আগমনের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পঞ্চমতঃ যোনা নীনবী মহানগরীর উপর খোদার অভিশাপ ও শাস্তি আসিবে জানিয়া সম্প্রদায়কে ত্যাগ করিয়া তর্শীশ অঞ্চলে পালাইয়া যাইবার অপরাধে মাছের পেটে শাস্তি ভোগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মহাত্মা যীশু কোন অপরাধ না করিয়াই ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া শাস্তি ভোগ করিয়াছেন।

সুতরাং মহাত্মা যীশুর ঘটনা যোনার ঘটনার সহিত কোন মিল নাই।

ষষ্ঠতঃ মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া ইহাদিগকে আর কোন চিহ্ন দেওয়া যাইবে না। অথচ মথি, মার্ক, লুক্ ও যোহনের বাইবেল মতে মহাত্মা যীশু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়াও বহু অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করিয়াছেন। যেমন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করা, একজন শতপতির দাসকে সুস্থ করা, পিটারের শাশুড়ীর জ্বর ভাল করা, সমুদ্রে ঝড় থামানো, দুইজন

লোকের ভূত ছাড়ানো; একজন পক্ষাঘাতীকে আরোগ্য করা, একজন স্ত্রীলোককে সুস্থ করা, মৃত বালককে জীবন দান, একজন ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করা, টানা জালে মাছ ধরা পড়া, পাঁচ হাজার লোককে আহার দান, জলের উপর দিয়া হাটিয়া যাওয়া, চার হাজার লোককে ভোজন করানো, জন্মান্ধকে চক্ষুদান, মৃত লাসারকে জীবনদান।

পবিত্র কুরআনও ঈসা (আঃ) এর মোজেযা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে যেমন মাটি দ্বারা পাখীর মত আকৃতি গঠন করিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া জীবন্ত পাখী বানানো, কুষ্ঠ রোগী, জন্মান্ধকে আরোগ্য করা, মৃতকে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করা, ঘরে যাহা লোকেরা খায় ও সঞ্চয় রাখে তাহার সংবাদ দেওয়া। (সূরা আল ইমরান : আয়াত : ৪৯)

মহাত্মা যীশুর মাতৃভক্তি

মহাত্মা যীশু সমাজগৃহে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি মহাত্মা যীশুকে কহিল, দেখুন আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে আমার ভ্রাতাই বা কাহারা? তিনি বলিলেন যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও আমার মাতা। (মথি : ১২ : ৪৭-৫০)

মন্তব্য : ইহা দ্বারা মাতা ও ভ্রাতাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অশ্রদ্ধা কোন মতেই শোভনীয় নহে। মাতার সম্মান সকলের উর্ধ্বে। যে, অবস্থায়ই থাকুন না কেন দৌড়িয়া আসিয়া সর্বাগ্রে মায়ের সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। অন্যথায় মায়ের মনে আঘাত লাগিবে, মায়ের মন দুঃখ ও ব্যথা পাইবে। পক্ষান্তরে উপস্থিত যাহারা ইহা দেখিবে, তাহারাও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে না। পরবর্তী কালের জন্যও মাতা পিতার অনুসরণ অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে না।

মহাত্মা যীশুর এইরূপ বাণী হইতে পারে না। মনে হয় মথির বাইবেলে ইহা কারচুপি করিয়া ঢুকানো হইয়াছে। মহাত্মা যীশু খোদার একজন প্রেরিত রসূল। তিনি এইরূপ বলিতেই পারেন না।

পবিত্র কুরআন বলে মাতা পিতার প্রতি সুন্দর আচরণ করিবে বৃদ্ধকালে তাহাদের দ্বারা তুমি কষ্ট পাইলে, কখনোও "উফ" বলিওনা। তাহাদের ধমক দিওনা। তাহাদের সম্মানজনক ভদ্রজনিত কথা বলিবে। (সূরা বনি ইস্রাইল : ১৭ : ২৩)

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে মায়ের পায়ের নিচে বেহেস্ত। ইসলামে মায়ের সম্মান সবার উর্ধ্বে।

যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা কিভাবে মৃত হেরোদ দ্বারা সম্ভব

রাজা হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ইহাতে যোহন বলিয়াছিলেন– হেরোদিয়াকে রাখা তাহার জন্য বিধেয় নহে। তাই হেরোদ যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন। হেরোদের জন্মদিনের উৎসবে হেরাদিয়ার কন্যা সভা মধ্যে নাচিয়া হেরোদকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। তখন হেরোদ শপথপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, হেরোদিয়ার কন্যা যাহা চাহিবে তিনি তাহাকে তাহাই দিবেন। তখন সে আপন মাতার প্রবঞ্চনায় কহিল– যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক থালায় করিয়া যেন তাহাকে দেওয়া হয়। অতঃপর হেরোদ কারাগারে লোক পাঠাইয়া যোহনের মস্তক ছেদন করাইলেন এবং মস্তকটি থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দিলেন। কন্যা উহা তাহার মাতাকে দিল। পরে তাহার শিষ্যগণ তাঁহার দেহটি লইয়া গিয়া কবর দিল ও মহাত্মা যীশুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল। (মথি : ১৪ : ১-১২)

"হেরোদের মৃত্যু হইলে পর প্রভুর একদূত স্বপ্নযোগে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন– শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রাইল দেশে যাও। তাহাতে তিনি শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া ইস্রাইল দেশে আসিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, আখিলায় নিজ পিতা হেরোদের পদে যিহুদিয়াতে রাজত্ব করিতেছেন, তখন সেখানে যাইতে ভীত হইলেন, পরে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং নসরত নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন।" (মথি : ২ : ১-২৩)

মন্তব্য : ইহাতে দেখা যায় মহাত্মা যীশুর শিশুকালেই মিসরে থাকাকালীন

হোরোদের মৃত্যু হয়। অতএব যোহনের হত্যার সময় হেরোদ কিভাবে জীবিত থাকেন?

যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্মের বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন "যাহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও।" (মথি : ১১ : ২-৪)

মন্তব্য : দেখা যায় যোহনের কারাগারে থাকাকালীন, যীশু লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। ঐ সময় হোরোদ জীবিত ছিলেন। হেরোদ কিভাবে জীবিত থাকেন, অথচ হেরোদ মহাত্মা যীশুর শিশু কালে মিসরে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন।

হেরোদের মৃত্যুর পর মহাত্মা যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্ডানে তাঁহার কাছে আসিলেন। অতএব হেরোদ একই সময়ে কিভাবে জীবিত ও মৃত থাকেন?

"সেই সময় হেরোদ রাজা যীশুর বার্তা শুনিতে পাইলেন, আর আপনার দাসগণকে কহিলেন, ইনি সেই যোহন বাপ্তাইজক, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরাক্রম সকল তাঁহাকে কার্য সাধন করিতেছে।" (মথি : ১৪ : ১, ২)

মন্তব্য : হেরোদ মহাত্মা যীশুর কার্যাবলী শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন মহাত্মা যীশুই যোহন বাপ্তাইজক এবং যোহন কবর হইতে উঠিয়াছেন। দেখা যায় যোহনকে কবর দেওয়ার পর মহাত্মা যীশুর প্রচার কার্যের সময়ও হেরোদ জীবিত ছিলেন। হেরোদ রাজা মহাত্মা যীশুর শিশুকালে মিসরে থাকাকালীন মারা যান। তাহা হইলে আবার যীশুর প্রচার কার্যের সময় কিভাবে জীবিত থাকেন– বোধগম্য নহে। তবে হইতে পারে প্রধান হেরোদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন এবং তাহারাও হেরোদ নামে পরিচিত। কিন্তু মথির বাইবেলে কোথাও এইরূপ উল্লেখ নাই। তাই বিভ্রান্তি হইতেছে।

খাদ্যগ্রহণের পূর্বে হস্ত ধৌত না করা সম্পর্কে মহাত্মা যীশুর বাণী

যিরূশালেম হইতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর নিকট আসিয়া কহিল, আপনার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি লংঘন করে? কেননা আহার করিবার সময়ে তাহারা হাত ধোয় না। যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর কেন? যীশু বলিলেন অধৌত হস্তে ভোজন করিলে মনুষ্য তাহাতে অশুচি হয় না। (মথি : ১৫ : ১, ২, ৩)

মন্তব্য : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থের জন্য অপরিহার্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছাড়া অধৌত হস্ত দ্বারা আহার গ্রহণ করিলে, নানা রকম রোগ ব্যাধির জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাতে মানুষ রোগাক্রান্ত হইয়া নানা ব্যাধিতে ভুগিতে পারে, এমন কি অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হইতে পারে। অথচ মহাত্মা যীশু হস্ত ধৌতকে কোন গুরুত্বই দিলেন না।

ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ। আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। এমনকি প্রতিদিন পাঁচবার নামাযও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটি বড় নিদর্শন।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক পিতরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দান আবার শয়তান বলিয়া সম্বোধন

মহাত্মা যীশু পিতরকে বলিলেন– "আমি তোমাকে স্বর্গ রাজ্যের চাবিগুলি দিব, আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বন্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বন্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। তখন তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহাকেও বলিও না।" (মথি : ১৬ : ১৯, ২০)

মন্তব্য : সেই চাবিগুলি কি উল্লেখ নাই। পৃথিবীতে থাকিয়াই তিনি স্বর্গ খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারিবেন। পাপ-পুণ্যের ফলাফলের প্রয়োজন নাই। যাহাকে ইচ্ছা স্বর্গের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন, যাহাকে ইচ্ছা নরকের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

মহাত্মা যীশু কখনো খ্রীষ্ট দাবী করেন নাই। তাই তিনি বলিতেছেন আমি যে খ্রীষ্ট এই কথা কাহাকেও বলিওনা। অথচ খ্রীষ্টান জগৎ মহাত্মা যীশুকে খ্রীষ্ট বলিয়া থাকেন।

মহাত্মা যীশু পিতরকে আদরের সহিত স্বর্গের চাবি দিলেন। আবার দেখা যায় সেই পিতরকেই শয়তান বলিয়া দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেন। মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, মনুষ্য পুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, প্রাচীন বর্গ ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে। আর তিন দিন পর আবার উঠিতে হইবে। "তাহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি মুখ ফিরয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।" (মথি : ৮ : ৩১-৩৩)

মহাত্মা যীশুর আগমনের পূর্বে এলিয়ের এর আগমন

পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্মের বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, যাহার আগমন হইবে সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও। (মথি : ১১ : ২-৪)

(যীশু পর্বত হইতে নামিবার সময়)... শিষ্যরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তখন শিষ্যরা বুঝিলেন যে তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন। (মথি : ১৭ : ৯-১৩)

"আর যোহনের সাক্ষ্য এই– যখন যিহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে

দিয়া যিরূশালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না, তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তবে কি? আপনি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী তিনি উত্তর করিলেন, না।" (যোহন : ১ : ১৯-২১)

মন্তব্য : মথি ১৭ : ৯-১৩, অনুসারে মহাত্মা যীশু বলিতেছেন এলিয় আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই। ইহা দ্বারা তিনি বাপ্তাইজক যোহনকেই বুঝাইয়াছেন। যোহন : ১ : ১৯-২১ অনুসারে, যোহন বাপ্তাইজক বলিতেছেন তিনি এলিয় নহেন। তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে দুই জনের মধ্যে একজন মিথ্যা বলিতেছেন। নাউযুবিল্লাহ্– তাহারা মিথ্যা বলিতে পারেন না। সুতরাং ইহার মিমাংসা কিভাবে হইবে? ইহা একটি উভয় সঙ্কট। ইহার উত্তর কে দিবে? মনে হয়, এলিয় তৃতীয় কোন ভাববাদী। তিনি ইলিয়াছ নবী।

স্ত্রীকে তালাক প্রদান প্রসংগে

তিনি ফরীশীদেরকে বলিলেন– ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ্ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ্ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ্ করে, সে ব্যভিচার করে। শিষ্যরা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপন স্ত্রীর সংগে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ্ করা ভাল নয়।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে। (মথি : ১৯ ; ৯-১১)

মন্তব্য : দেখা যায় ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোন দোষে কোন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাইবেনা। স্ত্রীর ব্যভিচার ব্যতীত কোন স্ত্রী লোককে বিবাহ্ করিলে, তাহা ব্যভিচার (যেনা) হইবে। পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যে কেহ্ বিবাহ্ করিবে, সেও ব্যভিচার (যেনা) করে।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, ফাসাদ, বিবাদ বিসম্বাদ চরম আকার ধারণ করে। তাহাদের একত্র বাস করার আর পরিস্থিতি থাকে না। অনেক

সময় একজন আর একজনের প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। একজন আর একজনের প্রাণ সংহার করিতেও দ্বিধা করে না। সালিশ বসাইয়াও কোন ফল হয় না, তখন তালাকই একমাত্র সমাধান। অথচ মহাত্মা যীশু বলিতেছেন ব্যভিচার করা ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ করা যাইবে না।

সুতরাং ইহা একটি বাস্তবতা বিবর্জিত আদেশ। বর্তমান খ্রীষ্টান জগৎ বিবাহ ছাড়াই Leaving together করিতেছে। আবার দুইদিন পরই এটা ত্যাগ করিতেছে। পশ্চিম বিশ্বে প্রায় বিবাহ প্রথা উঠিয়াই গিয়াছে। শতকরা প্রায় ষাটশতাংশ লোক বিবাহ ছাড়াই একত্র থাকিতেছে ও সন্তান উৎপাদন করিতেছে। অনেক সন্তানের বাবার ঠিকানা নাই। ইহা পশ্চিমা বিশ্বে ঘৃণার বিষয় কিম্বা কলঙ্কের বিষয় বলিয়া মনে করা হয় না ইহা তাহাদের নিকট একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

ইসলাম এইরূপ জীবনকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং যেনার কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চরম অবনতিতে তালাকের বিধান দিয়াছে। তালাকের বিধান ইসলামে নিকৃষ্টতম বৈধ বিধান।

ধনবানদের স্বর্গে প্রবেশ দুষ্কর

যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন– ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ। (মথি : ১৯ : ২৪)

আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুন পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। (মথি : ১৯ : ২৯)

মন্তব্য : উপরের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে ধন সঞ্চয়কে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সংসার ত্যাগ করিবে সে স্বর্গ রাজ্যে শতগুন পাইবে। সে স্বর্গ-রাজ্যে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে। খ্রীষ্টান জগৎ ইহা কখনই পালন করিতে পারিতেছে না বরং ধনের জন্য তাহারা মারামারি কাটাকাটি ও হানাহানি করিতেছে। বর্তমান পৃথিবীতে তাহারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী।

অথচ মহাত্মা যীশু বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন। বৈরাগ্য কখনই ধর্ম হইতে পারে না। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি/সে আমার নয়।"

ইসলাম ধর্মেও বৈরাগ্য নাই। মানুষ সংসার করিবে, সংসারের মধ্যেই ধর্ম পালন করিবে। পাহাড় থাকিবে আবার সমুদ্রও থাকিবে। তদ্রূপ ধনী-নির্ধন সকলই থাকিবে। একজন আর একজনের দুঃখ দরদ বুঝিবে। একজনের বিপদে আর একজন আগাইয়া আসিবে। একজনের দ্বারা আর একজনের প্রয়োজন মিটিবে।

মহাত্মা যীশুর মুক্তির মূল্যরূপে আপন প্রাণ দিতে পৃথিবীতে আগমন

মনুষ্য পুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন। (মথি ২০ : ২৮)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু মানুষের পাপ মোচনার্থে প্রাণ দিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় মানুষের আর কোন পাপের শাস্তি হইবেনা। মারামারি, কাটা-কাটি, হানাহানি, ব্যভিচার, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি কোন পাপেরই বিচার হইবে না। সব পাপই মহাত্মা যীশু তাঁহার "ক্রুশে বিদ্ধ হইবার" মধ্য দিয়া মোচন করিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে আদম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের মধ্য দিয়া যে পাপ করিয়াছেন– সমগ্র মানব জাতি সেই পাপের জন্য অপরাধী। মহাত্মা যীশু সেই পাপ মোচনের জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বাইবেল পুরাতন নিয়মের কোথাও ইহা উল্লেখ নাই, আদমের পাপের জন্য মানব জাতি অপরাধী। বরং বলা আছে "এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফল পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়। এই নিমিত্ত সদা প্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন..."। (আদি পুস্তক : ৩ : ২২, ২৩)

আদম ফল ভক্ষণের সময় কোটি কোটি মানব সন্তানের কাহারও অনুমতি নেন নাই। তবে মানব সন্তান কেন দায়ী হইবেন? আমাদের পূর্ব পুরুষরাও অনেক পাপ করিয়াছেন, তাহার জন্য কি আমরা দায়ী হইব। মহাত্মা যীশু

আদমের পাপ মোচনের জন্যই যদি পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কেন ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া হইতে পালাইয়া বেড়াইয়াছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে– পবিত্র কুরআন মতে, আল্লাহ তায়ালা আদমকে বেহেস্তে ই ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। ইসলাম বলে "পিতার পাপের জন্য পুত্র দায়ী নহে, পুত্রের পাপের জন্য পিতা দায়ী নহে।" যাহার পাপ তাহারই। "একজন আর একজনের পাপ কখনই বহন করিবেনা।"

ইসলাম বলে "প্রত্যেকটি শিশু নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের মাতা পিতাই তাহাদিগকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ বানায়।"

নিম্নোক্ত বাইবেলের প্রেরিত অংশের উদ্বৃতিসমূহ দ্বারা "মহাত্মা যীশু, মুক্তির মূল্যরূপে প্রাণ দিতে পৃথিবীতে আগমন" বলিয়া প্রমাণস্বরূপ, মনে করা হইয়া থাকে।

প্রেরিত অংশে বলা হইতেছে সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন এবং আমাদের ধার্মিক গণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন। (রোমীয় : ৪ : ২৫)

অতএব এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল– কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না। (রোমীয় : ৫ : ১২, ১৩)

কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে। (রোমীয় : ৫ : ১৯)

খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। (তীমথীয় : ২ : ৬)

সেই ইচ্ছা ক্রমে, যীশু খ্রীষ্টের দেহ একবার উৎসর্গকরণ দ্বারা, আমরা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি। (ইব্রীয় : ১০ : ১০)

তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রোপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু

নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ। (পিতর : ১ : ১৮, ১৯)

মহাত্মা যীশুর যিরূশালেমে গমন

"পরে যখন তাহারা জৈতুন পর্বতে বৈৎফাগী গ্রামে আসিলেন, তখন যীশু দুইজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও, অমনি দেখিতে পাইবে, গর্দভী বাঁধা আছে, আর তাহার একটি বৎস খুলিয়া আমার নিকটে আন।"

"পরে শিষ্যরা গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য করিলেন, গর্দভীকে ও শাবকটিকে আনিলেন এবং তাহাদের উপরে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, আর তিনি তাহাদের উপরে বসিলেন। আর ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল এবং অন্য লোক গাছের ডাল কাটিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। আর যে সকল লোক তাঁহার অগ্র পশ্চাত যাইতেছিল, তাঁহার চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,

হোশান্না দাউদ–সন্তান,

ধন্য যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন;

ঊর্ধ্বলোকে হোসান্না।

আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিলে, নগরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সকলে কহিল উনি কে? তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয় যীশু।" (মথি : ২১ : ১, ২, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশুর আগমনে যিরূশালেমে মহাউৎসব ও মহা ধুমধাম হইয়াছিল। তাহারা বলিল হোসান্না দাউদ-সন্তান। কি সুন্দর দাউদ সন্তান। মহাত্মা যীশুকে সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা দেওয়া হইল। কিন্তু মহাত্মা যীশু দুইটি গাধার উপর বসিয়া কিভাবে পথ চলিলেন। দুইটি গাধার উপর চড়িয়া পথ চলা তো অসম্ভব। একটি গাধা উচুঁ আর একটি নিচুও হইতে পারে। একটির গতি আর একটির সমান নাও হইতে পারে। গাধা দুইটির মাঝে ফাঁক না থাকিলে গাধাগুলি হাঁটিতে পারিবে না, তাই ফাঁকা দুইটি গাধার উপর কিভাবে বসা যায়।

মার্ক, লুক ও যোহনের বর্ণনার সহিতও ইহার মিল নাই। তিনটি বাইবেলেই শুধু একটি গর্দভ শাবকের কথা বলা হইয়াছে।

(গ্রাম ইহতে) গর্দভ শাবককে যীশুর নিকট আনিয়া তাহার উপর আপনাদের কাপড় পাতিয়া দিলেন। আর তিনি তাহার উপর বসিলেন। (মার্ক : ১১ : ৭)

দুইজন শিষ্য গ্রাম হইতে একটি গর্দভ শাবক খুলিয়া আনিলেন। তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপর যীশুকে বসাইলেন। (লুক : ১৯ : ৩০, ৩৫)

তখন যীশু একটি গর্দভ শাবক পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন। যেমন লেখা আছে। (যোহন : ১২ : ১৪)

মহাত্মা যীশু কর্তৃক ডুমুর গাছকে অভিশাপ

বৈথনিয়া হইতে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়, যীশু ক্ষুধিত হইলেন পথের পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকট গেলেন এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক, আর হঠাৎ সেই গাছটা শুকাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিষ্যরা কহিলেন ডুমুর গাছটা হঠাৎ শুকাইয়া গেল কিরূপে? যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল ডুমুর গাছের প্রতি এইরূপ করিতে পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু এই পর্বতকেও যদি বল, উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়; তাহাই হইবে। আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্বক যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে, সেই সকলই পাইবে। (মথি : ২১ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২)

পর দিবসে তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলেন পর তিনি ক্ষুধিত হইলেন এবং দূর হইতে সপত্র এক ডুমুর গাছ দেখিয়া, হয়ত তাহাতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া কাছে গেলেন, কিন্তু নিকটে গেলেন পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেননা তখন ডুমুরের সময় ছিল না। তিনি গাছটিকে বলিলেন, এখন অবধি কেহ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। (মার্ক : ১১ : ১২, ১৩, ১৪)

মন্তব্য : উপরোক্ত ঘটনাটি লুক ও যোহন বাইবেলে উল্লেখ নাই। দেখা যায় মহাত্মা যীশু খোদার পুত্র হইয়াও ক্ষুধিত হইয়াছেন– যাহা মানুষের অভ্যাস। ইহাতে প্রমাণিত তিনি মানুষ ছিলেন, খোদার পুত্র নহেন। প্রকৃতির নিয়ম মৌসুমে ফল না আসাতে মহাত্মা যীশু গাছটিকে অভিশাপ দিলেন আর গাছটি বিনা দোষে মারা গেল। ফল না আসা গাছটির অপরাধ নহে।

অপরাধ মৌসুমের এবং যিনি মৌসুম নিয়ন্ত্রক মহাপ্রভু, সেই স্রষ্টার। বরং তিনি তখনই গাছটিতে ফল আসিবার জন্য আশীর্বাদ করিতে পারিতেন, তাহাতে গাছটি মরিত না এবং তাহারও অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইত। অথচ মহাত্মা যীশুই শিষ্যদিগকে বলিতেছেন তোমাদের বিশ্বাস থাকিলে পর্বতও উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িবে। মহাত্মা যীশু কি জানিতেন না, মৌসুম ব্যতীত গাছে ডুমুর ফল আসেনা। মৌসুম সম্বন্ধে কি তাহার জ্ঞান ছিলনা। ইহাতো জ্ঞানের অভাব প্রকাশ করে।

পবিত্র কুরআন বলে "উভয়ই (মরিয়ম ও ঈসা আঃ) মানুষের মতই খাবার খাইতেন।" (সূরা মায়েদা : ৫ : ৭৫)

মহাত্মা যীশুর ইহুদীদের হাতে ধৃত হওয়া

তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, দুই দিন পরে নিস্তার পর্ব আসিতেছে; আর মনুষ্য পুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইতেছেন। তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীন বর্গ, কায়াফা নামক মহাযাজকের প্রাঙ্গনে একত্র ইহল, আর এই মন্ত্রণা করিল, যেন ছলে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে পারে। (মথি : ২৬ : ১, ২, ৩, ৪)

যীশু তখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠি শিমনের বাটীতে ছিলেন। (মথি : ২৬ : ৬)

তখন বারোজনের মধ্যে একজন, যাহাকে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল, আমাকে কি দিতে চান, বলুন আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহারা তখন তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য খণ্ড তৌল করিয়া দিল। আর সেই অবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। (মথি : ২৬ : ১৪, ১৫, ১৬)

তিনি কহিলেন, তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির নিকট যাও, আর তাহাকে বল,

গুরু কহিতেছেন, আমার সময় সন্নিকট; আমি তোমারই গৃহে আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তার পর্ব পালন করিব। তাহাতে শিষ্যরা যীশুর আদেশ অনুসারে কর্ম করিলেন ও নিস্তার পর্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সহিত ভোজনে বসিলেন। আর তাঁহাদের ভোজন সময়ে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে। তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেকজন তাহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভু সে কি আমি? তিনি উত্তর করিলেন, যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইল, সেই আমাকে সমর্পণ করিবে। (মথি : ২৬ : (১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩)

পরে তাহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর, কারণ ইহা আমার রক্ত নতুন নিয়মের রক্ত, অনেকের জন্য পাপ মোচনের নিমিত্ত পাতিত হইল। (মথি : ২৬ : ২৬, ২৭, ২৮)

পরে তাহারা জৈতুন পর্বতে গেলেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে, পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি সকলে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না। যীশু তাঁহাকে কহিলেন আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, এই রাত্রিতেই কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে। পিতর তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয়, কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করিব না। সেইরূপ সকল শিষ্যই কহিলেন।

গেৎ শিমানী বাগানে যীশুর মর্মান্তিক দুঃখ

তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎ শিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন,

তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।

পরে তিনি কিঞ্চিত অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পান পাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক, তথাপি আমার ইচ্ছা মত না হউক। পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরকে কহিলেন, একি? এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না?

জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কেননা তাহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। আর তিনি পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয়বার পূর্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে সে নিকটে আসিয়াছে। (মথি : ২৬ : ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬)

তিনি যখন কথা কহিতেছেন, তখন যিহূদা সেই বার জনের এক জন আসিল এবং তাঁহার সঙ্গে বিস্তর লোক, খড়গ ও যষ্টি লইয়া প্রধান যাজকদের ও লোকদের নিকটে ইহতে আসিল, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা যাহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, রাব্বি (প্রভু) নমস্কার, আর তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করিল। যীশু তাহাকে কহিলেন, মিত্র, যাহা করিতে আসিয়াছ, কর। তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। (মথি : ২৬ : ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০)

তখন শিষ্যরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। (মথি : ২৬ : ৫৬। মার্ক : ১৪ : ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪)

আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াইয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, তাহারা তাহাকে ধরিল কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল। (মার্ক : ১৪ : ৫১, ৫২)

(লূক : ২২ : ১, ২, ৫, ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৯, ২০, ২৩, ৩৪, ৩৯-৪২, ৪৫, ৪৬-৪৮, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬০)

তখন যীশুর শিষ্যদের একজন যাহাকে যীশু প্রেম করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি যীশুকে বলিলেন প্রভু সে কে? যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটী খণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটী খণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন। আর সেই রুটীখানের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। (যোহন : ১৩ : ২৩, ২৪, ২৬, ২৭)

যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত কিদ্রোন স্রোত পার হইলেন সেই খানে এক উদ্যান ছিল, তাঁহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। আর যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু অনেকবার আপন শিষ্যগণের সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হইতেন। অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সেখানে আসিল। তখন যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরাতীয় যীশুর। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়া ছিল। তখন সৈন্যগণ এবং সহস্রপতি যিহূদীগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল ও তাঁহাকে বন্ধন করিল এবং হাননের কাছে লইয়া গেল, কারণ যে কায়াফা সেই বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন তাহার শ্বশুর। (যোহন : ১৮ : ১-৫, ১২, ১৩)

মন্তব্য : উপরোক্ত বাইবেলের নূতন নিয়মের বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনা করিলে, অনেক অমিল দেখিতে পাওয়া যায়।

১. স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে নহে, শুধু মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা আপন গুরু মহাত্মা যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরাইয়া দিলেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কত নগণ্য ভঙ্গুর ভালবাসা ও ভক্তি। রৌপ্য মুদ্রার ঘটনা মথি ব্যতীত অন্য বাইবেল মার্ক, লুক, যোহনের বর্ণনায় উল্লেখ নাই।

২. মথির বাইবেলে উল্লেখ করা হইয়াছে, ভোজন কালে ভোজন পাত্রে যে মহাত্মা যীশুর সঙ্গে হাত ডুবাইল সেই তাঁহাকে ধরাইয়া দিবে।

কিন্তু যোহনের বাইবেলে উল্লেখ আছে যীশু রুটীখানা ডুবাইয়া যাহাকে দিবেন তিনিই তাহাকে ধরাইয়া দিবে। ৩. যোহনের বাইবেলে উল্লেখ রহিয়াছে রুটী খানার পরেই শয়তান ইষ্করিয়োতীয় যিহূদার মধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণত মহাত্মা যীশু রুটী খানা দেওয়ার পর শয়তান পালাইয়া যাওয়ার কথা। মহাত্মা যীশুর হাতের রুটীর বরকতে শয়তান বহুদূরে চলিয়া যাওয়া অবশ্যই আবশ্যক।

৪. শিষ্যরা সকলে বলিলেন গুরু যীশুর সহিত মরিতে হয়, তাহার সহিত মরিতেও প্রস্তুত, তবুও তাঁহাকে অস্বীকার করিবেনা। কিন্তু দেখা যায় বিস্তর লোক, পদাতিকগণ, যখন খড়গ যষ্টি লইয়া গুরু যীশুকে ধরিল, তখন তাঁহার শিষ্যরা সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। কিন্তু লুকের বাইবেলে পালাইয়া যাইবার উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে পিতর কুকুড়া ঢাকিবার পূর্বে তিনবার মহাত্মা যীশুকে অস্বীকার করিলেন।

শিষ্যদের ভক্তি কত দুর্বল। আপন প্রাণ অপেক্ষা তাহারা মহাত্মা যীশুকে কখনই ভাল বাসিত না। এমন কি একজন যুবক প্রাণের ভয়ে যে গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গই পালাইয়া গেল। কি চমৎকার ভক্তের ভক্তির লক্ষণ। ভক্তদের ভক্তির নমুনা।

৫. মহাত্মা যীশু গ্রামে, গঞ্জে, ধর্মধামে বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি অনেক অলৌকিক কার্যও করিয়াছেন। তাহার পরও লোকেরা তাঁহাকে চিনিত না।

ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে যোহন বাইবেলে উল্লেখ করা হইয়াছে, মহাত্মা যীশু বাহির হইয়া আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। যুদার চুম্বনের উল্লেখ নাই। যুদা শুধু সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। জায়গাটি দেখাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ ছিল। সুতরাং ঘটনাটির কোনটি সত্য? ঘটনাটি বিভ্রান্তকর।

৬. যীশু রুটীকে নিজের মাংস এবং পানপাত্রের পানীয়কে (মদ) নিজের রক্তরূপে আখ্যা দিলেন। মানুষ কিভাবে একজনের বিশেষ করিয়া যীশুর, রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করে? মানুষের রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করা হারাম। ইহা কল্পনা করাও মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। পক্ষান্তরে ইহা মানুষের রক্ত ও মাংস ভক্ষণকে উৎসাহিত করিবে, যেমন আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের উপজাতীয়রা মানুষের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

৭. আবার যিহুদা যাহাকে চুম্বন করিলেন, তিনিই যে যীশু তাহার প্রমাণ কি? তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকেও চুম্বন করিতে পারেন। আপন প্রভুকে বাঁচাইবার জন্যও তিনি ইহা করিয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। হয়ত ঐ মুহূর্তেই তিনি অনুতপ্ত হইয়া ছিলেন। (মথি : ২৭ : ৩, ৫) এ উল্লেখ আছে। যে, যিহূদা অনুশোচনা করিয়া তিরিশ রৌপ্য মুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীন বর্গের নিকট ফিরাইয়া দিল এবং গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

৮. সৈন্যদলের উপস্থিতি যোহন ব্যতীত অন্য বাইবেলে নাই। বিশেষতঃ পীলাত যীশুর হত্যায় রাজী ছিলেন না। ইহুদীদের চাপে তিনি ইহা করিয়াছেন। তাই তিনি যীশুর বিচারের আগে হাত ধুইয়া নিজের মুক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই সৈন্য দল দিয়া ইহুদীদের সাহায্য করেন নাই।

৯. মহাত্মা যীশু গেৎশিমানী বাগানে ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের দ্বারা দুইটি নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্যরা দুইবারই ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলেন। শিষেরা জাগিয়া আদেশ পালন করিতে পারিলেন না। শিষ্যদের ইহাই ভক্তির নমুনা। মাত্র এক ঘন্টাও তাহারা জাগিয়া থাকিতে পারেন নাই।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হইয়াছে তাহারা কেহই দুর্বল বিশ্বাসের ছিলেন না। তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই কুরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত "অতঃপর ঈসা

(আঃ) যখন তাহাদের কুফরী আঁচ করিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন কে আছে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা (সঙ্গীগণ) বলিল, আমরাই সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। হে ঈসা (আঃ) তুমি সাক্ষী থাক, আমরা সবাই এক এক অনুগত বান্দা। হাওয়ারীরা বলিল– হে আল্লাহ তুমি যাহা নাযিল করিয়াছ আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম, আমরা তাহার রাসূলকে মানিয়া নিলাম। অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্য দাতাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া নাও।" (সূরা আল ইমরান আয়াত : ৫২, ৫৩)

পীলাতের দরবারে মহাত্মা যীশুর বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা

দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকট যীশুকে বিচারের জন্য হাজির করা হইল। পীলাত দেখিলেন যীশু নির্দোষ, তাই তিনি তাঁহাকে মনে মনে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পর্বের সময়ে জনসমূহের জন্য এমন একজন বন্দীকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত। সেই সময়ে তাহাদের একজন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিল তাহার নাম "বারাব্বা"। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাহাকে মুক্ত করিব? "বারব্বাকে" না যীশুকে"। পীলাতের স্ত্রীও যীশুকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়া পীলাতকে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু লোকেরা বলিল "যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হউক"। পীলাত দেখিলেন গোলযোগ হইতেছে, তখন তিনি জল লইয়া লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝিবে। তখন তিনি "বারাব্বাকে" ছাড়িয়া দিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। তাহার লোকেরা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া তাঁহাকে একখানি লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাহার মস্তকে দিল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একগাছ নল দিল। পরে তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "যিহুদী রাজ নমস্কার"। আর তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। পরে বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং

তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া গেল। আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে একজন কুরনীয় লোককে ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল। পরে গলগাথা (মাথার খুলি) নামক স্থানে তাহাকে ক্রুশে দিল। তাহারা তাঁহাকে পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষা রস (মদ) পান করিতে দিল, তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে চাহিলেন না। তাঁহার বস্ত্র গুলিবাট পূর্বক অংশ করিয়া লইল। সেখানে তাহাকে চৌকি দিতে লাগিল। তাঁহার মস্তকের উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষরূপ কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল "এই ব্যক্তি যীশু, যিহুদীদের রাজা" তখন দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল একজন দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে। (মথি : ২৭ : ১১-৩৩, মথি : ২৭-৩৫-৩৮। ঈষৎ সংকলিত)

পরে তাহারা তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল এবং কাঁটার মুকুট পরাইয়া তাঁহার মাথায় দিল। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর তাহারা ঐ বেগুনিয়া কাপড় খুলিয়া তাঁহার নিজের কাপড় পরাইল। (মার্ক : ১৫ : ১৭, ২০; ঈষৎ সংকলিত) তৃতীয় ঘটিকার সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল। আর তাঁহার দোষ সূচক এই অধি লিপি লিখিত ইহল "যিহূদীদের রাজা" (মার্ক ১৫ : ২৫, ২৬)

পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাটার মুকুট গাঁথিয়া মস্তকে দিল এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল, আর তাঁহার মস্তকের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, যিহূদী রাজা নমস্কার; এবং তাহাকে চড় মারিতে লাগিল। (যোহন : ১৯ : ১-৩)

তখন তাহারা যীশুকে লইল এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলি স্থান নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গলগাথা বলে। (যোহন : ১৯ : ১৭)

মন্তব্য : উপরোক্ত বিচার কার্য পর্যালোচনা করিলে, নিম্নোক্ত বৈপরীত্য পাওয়া যায়। ১. মথির বাইবেল অনুসারে ক্রুশে দিবার আগে যীশুকে লোহিত বস্ত্র পরিধান করান হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে মার্কও যোহনের বাইবেলে বেগুনিয়া বস্ত্র পরান হইয়াছিল। লুকের

বাইবেলে বস্ত্র পরাইবার কোন উল্লেখই নাই। লোহিত বস্ত্র ও বেগুনিয়া কখনই এক নহে। ইহাতে প্রমাণিত হয় বর্ণনাটি মনগড়া।

বার্নবাসের বাইবেল মতে : "তারা তাকে ক্যালভানী পাহাড় শীর্ষে নিয়ে গেলেন, যেখানে দুষ্কৃতকারীদের শূলে চড়ানো হয়ে থাকে, আর সেখানে তারা তার উপর অধিক কলংক আরোপের জন্য তাকে 'বিবস্ত্র' করে, ক্রুশে বিদ্ধ করিলেন।"

(বার্নাবাসের বাইবেল অনুচ্ছেদ-২১৭, অনুবাদ : আফজাল চৌধূরী)

ইহাতে দেখা যায় তাঁহার শরীরে কোন বস্ত্র ছিল না।

২. মথির বাইবেল মতে পীলাত জল লইয়া হাত ধুইয়া মহাত্মা যীশুর ক্রুশবিদ্ধ-দায়মুক্তি ঘোষণা করিলেন।

মহাত্মা যীশুর হাতে একটা নল দেওয়া হইল, তাহা দিয়াই তাঁহাকে আঘাত করা হইল এবং মুখে থুথু দেওয়া হইল। অন্য নূতন নিয়মের বাইবেলে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু লুকের বাইবেলেও উল্লেখ আছে– তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল। আর তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাব বাণী বল দেখি, কে তোকে মারিল? (লূক : ২২ : ৬৩, ৬৪)

৩. মথির বাইবেল মতে শিমোন কুরনীয় নামে এক ব্যক্তি ক্রুশ বহন করিল। আর যোহন বাইবেল মতে– মহাত্মা যীশু নিজেই ক্রুশ বহন করিয়া 'গলগাথা' নামক স্থানে নিয়া গেলেন। দুই রকম বর্ণনা। ইহাতে মনে হয় ঘটনাটি বানোয়াট ও কল্পনা প্রসুত।

মহাত্মা যীশুর ক্রুশবিদ্ধকালে ও মৃত্যুর সময়ে যাহারা উপস্থিত ছিলেন

মথির বর্ণনা মতে : ১. সেখানে সৈন্যগণ– যাহারা তাহাকে পাহারা দিতেছিল। ২. শতপতি ও চৌকিদারগণ ৩. দুই ক্রুশবিদ্ধ দস্যু। ৪. অনেক স্ত্রীলোক ৫. মগ্দলীনী মরিয়ম ৬. যাকোব ও যোশির মাতা মরিয়ম ৭. সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা। ৮. শিমোন নামে একজন কুরনীয় যে বেগার ক্রুশ বহন করিয়াছিল। (মথি ২৭ : ৩২, ৩৫, ৫৪, ৫৫,৫৬)

মার্ক মতে : ১. কয়েকটি স্ত্রীলোক ২. মগ্দলীনী মরিয়ম ৩. ছোট যাকোবের

ও যোশির মাতা মরিয়ম ৩. শালোমা ৪. আরো অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাহারা যিরূশালেম আসিয়াছিল ৫. শিমোন নামে একজন কুরনীয়– সিকন্দরের ও রূপের পিতা ৬. দুইজন দস্যু ক্রুশ বিদ্ধ দণ্ডে দণ্ডিত। (মার্ক : ১৫ : ১৫ : ৪০, ৪১)

লূক মতে : ১. সৈন্যগণ ২. শিমোন কুরনীয় ৩. দুইজন দুষ্কর্মকারী ৪. অধ্যক্ষরা ৫. অনেক লোক ৬. অনেকগুলি স্ত্রীলোক। ৭. শতপতি। (লূক ২৩ : ২৬, ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৬)

যোহন মতে : ১. সেনাগণ ২. দুইজন দুষ্কর্মকারী ক্রুশ বিদ্ধ দুই পাশে মহাত্মা যীশু মধ্য স্থানে। ৩. মহাত্মা যীশুর মাতা ৪. তাঁহার মাতার ভাগিনী ৫. ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম ৬. মগ্দলীনী মরিয়ম ৭. শিষ্য যাহাকে মহাত্মা যীশু প্রেম করিতেন। (যোহন : ১৯ : ২৩, ২৫, ২৬)

মন্তব্য : উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের কাহারো নাম এক বাইবেলে উল্লেখ আছে, আবার অন্য বাইবেলে উল্লেখ নাই। ইহার কারণ কী? স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থে এইরূপ থাকা কি গ্রহণযোগ্য?

মহাত্মা যীশুর সমাধি

অরিমাথিয়ার যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাঞ্চা করিলেন। তখন পীলাত তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে যোষেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন এবং আপনার নিজের কবরে রাখিলেন– যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন আর কবরের দ্বারে একখান বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। (মথি : ২৭ : ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০)

যোষেফ একখানি চাদর কিনিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে জড়াইলেন এবং শৈলে খোদিত এক কবরে রাখিলেন, পরে কবরের দ্বারে একখান পাথর দিলেন। (মার্ক : ১৫ : ৪৬)

আর দেখ, যোষেফ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত্রী একজন সৎ ও ধার্মিক লোক, এই ব্যক্তি উহাদের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সম্মত হন নাই; তিনি যিহুদীদের অরিমাথিয়া নগরের লোক, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা

করিতেছিলেন। এই ব্যক্তি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাঞ্চা করিলেন; পরে তাহা নামাইয়া সরু চাদরে জড়াইলেন এবং শৈলে খোদিত এমন এক কবর মধ্যে তাঁহাকে রাখিলেন, যাহাতে কখনও কাহাকেও রাখা যায় নাই। (লূক : ২৩ : ৫০-৫৩)

ইহার পরে অরিমাথিয়ার যোষেফ– যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্তভাবেই ছিলেন– তিনি পীলাতকে নিবেদন করিলেন, যেন তিনি যীশুর দেহ লইয়া যাইতে পারেন, পীলাত অনুমতি দিলেন, তাহাতে তিনি আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গেলেন। আর যিনি প্রথমে রাত্রিকালে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, সেই নীকদীমও আসিলেন। তখন তাঁহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদীদের কবর দিবার রীতি অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মসীনার কাপড় দিয়া বাঁধিলেন। আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নতুন কবর ছিল, যাহার মধ্যে কাহাকেও কখনও রাখা হয় নাই। অতএব ঐ দিন যিহূদীদের আয়োজন দিন বলিয়া, তাহারা সেই কবর মধ্যে যীশুকে রাখিলেন, কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল। (যোহন : ১৯ : ৩৮-৪২)

মন্তব্য : মথির বর্ণনা মতে– অরিমাথিয়ার যোষেফ মহাত্মা যীশুকে কবরের মধ্যে রাখিলেন, যে কবরটি অরিমাথিয়া নিজের জন্য খুদিয়াছিলেন। মার্ক, লূক, যোহন মতে মহাত্মা যীশুকে অরিমাথিয়া খোদিত কবরে রাখিলেন। কবরটি অরিমাথিয়ার জন্য খোদা হইয়াছিল কিনা, তাহার উল্লেখ নাই।

কবরের উপরে ছাদ বা ঢাকনা ছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। যদি উপরে ছাদ বা ঢাকনা থাকে, তবে পরবর্তী সপ্তাহের প্রথমদিনে মগ্দলীনী মরিয়ম অন্ধকারে কিভাবে মহাত্মা যীশুর পোশাকগুলি বিভিন্ন স্থানে রাখা হইয়াছিল– দেখিতে পাইলেন। আর যদি ছাদ না থাকে, তবে উন্মুক্ত কবর কিভাবে হইতে পারে তাহাতে পচা শরীরের দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আর তাহাতে কবরের মুখে পাথর দিয়া ঢাকার তো কোন প্রয়োজন নাই।

যেহেতু মহাত্মা যীশুর লাশ শিষ্যরা চুরি করিয়া নিয়া যাইবার আশংকা হইতেছে, সুতরাং ছাদ বিহীন উন্মুক্ত কবর হইতে পারে না। মহাত্মা যীশুর

জন্ম ও মৃত্যু রীতি ইহূদী রীতি অনুযায়ী হইয়াছে। জন্মের সময় অষ্টম দিনে ইহূদী রীতি অনুযায়ী তাহার খাতনা করা হয়। মৃত্যুর পর কবরও ইহূদী রীতি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

আবার আয়োজন দিন নিকট বলিয়া কবর খানা যেন পূর্ব হইতেই সন্নিকটে খোদিয়া রাখা হইয়াছিল।

মহাত্মা যীশুর কবর হইতে উত্থান

বিশ্রাম দিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারম্ভে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ, মহাভূকম্প হইল, কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথর সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, আইস প্রভু, সেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন এবং তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন সেইখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তাহারা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু তাহাদের সম্মুখবর্তী হইলেন, কহিলেন তোমাদের মঙ্গল হউক, তখন তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (মথি : ২৮ : ১-৩, ৫-৯)

বিশ্রাম দিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া তাঁহাকে মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের প্রথমদিন তাহারা অতি প্রত্যূষে, সূর্য উদিত হইলে কবরের নিকটে আসিলেন।... এমন সময় তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, পাথরখানা সরানো গিয়াছে, কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। পরে তাহারা কবরের ভেতরে দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র পরিহিত একজন যুবক বসিয়া আছেন। তাহাতে তাহারা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি

তাহাদিগকে কহিলেন, বিস্ময়াপন্ন হইও না, তোমরা নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, যিনি ক্রুশে হত হইয়াছেন তিনি উঠিয়াছেন এখানে নাই। তখন তাহারা বাহির হইয়া কবর হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ তাহারা কম্পান্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। আর তাহারা কাহাকেও বলিলেন না কেননা তাহারা ভয় পাইয়াছিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১-৬, ৮)

বিশ্রাম বারে তাহারা স্ত্রীলোকগণ বিধি মতে বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে তাহারা কবরের নিকটে আসিলেন, আর দেখিলেন কবর হইতে প্রস্তরখানা সরানো গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাহারা এই বিষয়ে ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখ, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়ালেন। তখন তাহারা ভীত হইয়া ভূমির দিকে মুখ নত করিলেন সেই দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, কিন্তু উঠিয়াছেন। আর তাহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারো জনকে ও অন্য সকলকে এই সংবাদ দিলেন। ইহারা মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মাতা মরিয়ম, আর ইহাদের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকেরাও প্রেরিত দিগকে এই সকল বলিলেন। কিন্তু এই সকল কথা তাহাদের কাছে গল্পতুল্য হইল, তাহারা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে গেলেন এবং হেঁট হইয়া দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলেন কেবল কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে, আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। (লুক : ২৪ : ১-৫, ৯-১২)

সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন কবর হইতে পাথর খানা সরানো হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া শিমোন পিতরের নিকটে এবং যীশু যাঁহাকে ভালবাসিতো সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে, আমরা জানিনা। আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হেঁট হইয়া ভেতরে চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি ভেতরে প্রবেশ

করিলেন না। শিমোন পিতরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, আর যে রুমালখানি তাহার মস্তকের উপরে ছিল, তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র একস্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নিকটে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন। কারণ এ পর্যন্ত তাঁহারা শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই যে মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে হইবে। পরে ঐ দুই শিষ্য আবার স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু মরিয়ম রোদন করিতে করিতে বাহিরে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন; এবং রোদন করিতে করিতে হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন; আর দেখিলেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, একজন তাঁহার শিয়রে, অন্যজন পায়ের দিকে বসিয়া আছেন। তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, নারী রোদন করিতেছ কেন? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে, কোথায় রাখিয়াছে জানিনা। ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু তাহাকে বলিলেন, নারী রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাহাকে বাগানের মালী মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন আমায় বলুন, কোথায় রখিয়াছেন, আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব। যীশু তাহাকে বলিলেন, মরিয়ম! তিনি ফিরিয়া ইব্রীয়ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন, রব্বুনি। ইহার অর্থ হে গুরু।

যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিওনা, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকট যাই নাই, কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাই।

তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। (যোহন ২০ : ১-১৮)

মন্তব্য : উপরের বাইবেলের বর্ণনাসমূহের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে।

মথির বাইবেলে বলা হইয়াছে সপ্তাহের প্রথম দিন ঊষারম্ভে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। মাত্র দুই জনের কবর দেখার কথা বলা হইতেছে। মার্ক বলিতেছেন– সপ্তাহের প্রথমদিন অতি প্রত্যুষে সূর্য উদিত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং শালোমী কবরের নিকটে আসিলেন। তিনজনের কবর দেখিতে আসার কথা বলা হইতেছে।

লুক বাইবেলে বলা হইতেছে সপ্তাহের প্রথম অতি প্রত্যুষে তাহারা কবরের নিকটে আসিলেন অর্থাৎ অনেকে। যোহন বাইবেলে বলা হইতেছে– সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম একা কবরের নিকট যান। শুধু একজন। কেহ বলিতেছেন, অতি প্রত্যুষে, কেহ কেহ বলিতেছেন, সূর্য্য উদিত হইলে, আবার কেহ বলিতেছেন, প্রত্যুষে অন্ধকারে থাকিতে কবরের নিকট আসেন। ইহাতে দেখা যায় সময়ের কোন সঠিকতা নাই। তাহা হইলে প্রকৃত সময় কোনটি?

মথি বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলে মহাভূকম্প হইল। কিন্তু মার্ক, লুক, যোহন এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখই করেন নাই। ইহা কিভাবে সম্ভব? পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূপ্লেটের ধাক্কায় ভূকম্পন হইয়া থাকে। ইহা কাহারো জন্ম-মৃত্যু ও কবর হইতে উত্থানের উপর নির্ভরশীল নহে।

মথি উল্লেখ করিতেছেন– প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া কবরের উপরের পাথরখানা সরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার উপর বসিলেন। মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়মের সম্মুখে ঘটনাটি ঘটিয়াছে। অথচ মার্ক, লুক, যোহন বলিতেছেন তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইলেন পাথর খানা সরানো হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার আসিবার পূর্বেই তাহা ঘটিয়াছে। মথি লিখেন– স্বর্গীয় দূত কবরের উপরে পাথরখানা সরাইয়া তাহার উপর বসিলেন। মার্ক বলিতেছেন কবরের ভিতরে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এক যুবক বসিয়া আছেন। লুক বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্যান্য স্ত্রীলোক

সকল ভিতরে গিয়া দেখিলেন উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। যোহন বলিতেছেন মরিয়ম হেঁট হইয়া কবরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গীয় দূত মহাত্মা যীশুর দেহ যেখানে রাখা হইয়াছিল তাহার পায়ের কাছে একজন আর শিয়রের কাছে একজন বসিয়া আছেন।

কেহ বলিতেছেন একজন স্বর্গীয় দূত, কেহ বলিতেছেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এক যুবক, কেহ বলিতেছেন উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই যুবক, কেহ বলিতেছেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গীয় দূত। কেহ বলিতেছেন স্বর্গীয় দূত উপরে, কেহ বলিতেছেন ভিতরে। কোনটি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে? মথি বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর হইতে মহাত্মা যীশুর উঠিবার খবর দিবার জন্য শিষ্যদের নিকটে দৌড়িয়া যান।

মার্ক বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম ও শালোমী ভয় পাইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন। আর তাহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না লূক বলিতেছেন– তাহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া এগার জনকে ও অন্য সকলকে এই সংবাদ দিলেন।

যোহন বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম মহাত্মা যীশুকে চিনিতে পারিলেন না। ভাবিলেন তিনি একজন মালী। মহাত্মা যীশু তাহাকে বলিলেন আমাকে স্পর্শ করিওনা; কেননা আমি এখনও ঊর্ধ্বে পিতার নিকট যাই নাই। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া বল যিনি আমার পিতা, তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর তাহার নিকটে ঊর্ধ্বে আমি যাই। এখানে দেখা যায় মহাত্মা যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে বলিতেছেন আমাকে স্পর্শ করিও না, অথচ মথিতে দেখা যায় শিষ্যরা মহাত্মা যীশু চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন।

অবশেষে বলিতে হয় মহাত্মা যীশু যদি আত্মার আকারে উঠিয়া থাকেন, তাহা হইলে, পাথর সরাইবার কি প্রয়োজন। আত্মার উত্থানের জন্য তো পাথর সরাইবার প্রয়োজন হয় না। পাথর না সরাইলে, আত্মা উঠিতে পারিবেনা– তাহা তো হইতে পারে না। সুতরাং কবর হইতে আত্মা উঠে নাই। কোন জড় ধর্মী দেহই উঠিয়াছে।

ইহূদী যাজকগণ কর্তৃক পাহারাদার সেনাগণকে ঘুষ প্রদান

তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দাও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেই খানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।

তাঁহারা (স্ত্রীলোকগণ) যাইতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ প্রহরীদলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীন বর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর যদি একথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব। তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কার্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা অদ্য পর্যন্ত রহিয়াছে। (মথি : ২৮ : ১০, ১৫)

মন্তব্য : উক্ত বর্ণনায় কতজন প্রহরী ও সেনা ছিল তাহার উল্লেখ নাই। কত টাকা ঘুষ দিয়াছিল তাহারও উল্লেখ নাই। দেশাধ্যক্ষের কর্ম গোচর হইয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। ঘটনাটি অন্য বাইবেল মার্ক, লুক, যোহনে উল্লেখ নাই। এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অন্য বাইবেল না থাকা আশ্চর্যজনক। মনে হয় মথি ছাড়া অন্য কেহ জানিত না। প্রধান যাজক ও প্রাচীন বর্গ ঘুষ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহূদী জাতি ইহার দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক সমুদয় জাতিকে শিষ্য ও বাপ্তাইজ করার আদেশ

অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতা ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখ আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। (মথি : ২৮ : ১৯, ২০)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু ইহূদীদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত

থাকিতে শিষ্যগণকে আদেশ দিয়াছিলেন তোমরা ইহূদীগণের নিকট ধর্ম প্রচার কর। শমরীয়দের নগরেও প্রবেশ না করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আবার মৃত্যুর পর আদেশ দিতেছেন সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর। পরস্পর বিপরীত আদেশ– এই আদেশ কারচুপি করিয়া কেহ মথির বাইবেলে ঢুকাইয়াছেন।

মার্কের লিখিত বাইবেল। (৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত)

মহাত্মা যীশু কর্তৃক অলৌকিক ঘটনা

পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার নিকট আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিয়া অন্য পাড়ে গেলেন। (মার্ক : ৮ : ১১, ১২, ১৩)

তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে বলিল, হে গুরু আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্ন অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাব বাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবেনা। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য পুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন। (মথি : ১২ : ৩৮-৪০)

পরে তাঁহার নিকটে উত্তর উত্তর অনেক লোকের সমাগম হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট, ইহারা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবেনা। কারণ যোনা যেমন নীনবীয়দের কাছে চিহ্নস্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্য পুত্রও এই কালের লোকদের নিকটে হইবেন। (লুক : ১১ : ২৯, ৩০)

যোহন বাইবেলে এই ঘটনাটির উল্লেখ নাই।

মন্তব্য : মার্কে যোনার ভাববাদীর উল্লেখ নাই। যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া

আর কোন চিহ্ন দেখান হইবেনা।' অথচ মার্কেই বহু অলৌকিক ঘটনা দেখাইবার বর্ণনা আছে। যেমন– নদীতে ঝড় উঠিলে তিনি তাহা থামান, একজন ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেন। দুই হাজার শুকর পালকে নদীতে ডুবাইয়া দেন। একটি স্ত্রী লোক সুস্থ করেন।

একটি মৃত বালিকাকে জীবন দেন। পাঁচ হাজার লোককে পাঁচখানা রুটী ও দুইটি মাছ দ্বারা আশ্চর্যরূপে আহার দেন। জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। এক ভূতগ্রস্ত বালিকাকে সুস্থ করেন। চার হাজার লোককে আহার দেন– সাতখানা রুটী ও কয়েকটি ছোট মাছ ছিল, লোকেরা আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং তাহারা গুড়াগাঁড়া সাতা ঝুড়ি তুলিয়া লইলেন। একজন অন্ধকে দৃষ্টি দেন। গালীল সাগরের তীরে একজন বধীর তোতলাকে বলিলেন "ইফতাহ" খুলিয়া যাউক; তাহাতে কর্ণ ও জিহ্বা খুলিয়া গেল। একভূতগ্রস্ত বালককে সুস্থ করেন। সর্বোপরি মহাত্মা যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

মথির বাইবেলেও অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন : মহাত্মা যীশু নিদ্রা হইতে উঠিয়া সমুদ্রে ভারী ঝড় থামান। মহাত্মা যীশু পিতরের শাশুড়ির ভূত ছাড়ান। মহাত্মা যীশু একজন পক্ষঘাতীকে আরোগ্য করেন। একরুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন। একটি মৃত বালিকাকে জীবন দেন। দুইজন অন্ধ ও একজন গোঁগাকে সুস্থ করেন। একজন ভূতগ্রস্তকে আরোগ্য করেন। একটি লোক তাহার হাত শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহার হাত ভাল করেন। একটি ভূতগ্রস্ত বালিকাকে সুস্থ করেন।

খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলাদিগকে সুস্থ করেন। মহাত্মা যীশু বৈথনিয়া হইতে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময় ক্ষুধিত হইলেন। পথের পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক, আর হঠাৎ গাছটি শুকাইয়া গেল।

লুক বাইবেলে উল্লেখ আছে– যেমন মহাত্মা যীশু অনেক পীড়িত ও ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেন। মহাত্মা যীশুর নির্দেশে গিনেষৎ হ্রদে জাল ফেলিলে শিমোন পিতরে জালে মাছের ঝাক ধরা পড়িল এমন কি নৌকা ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মহাত্মা যীশু একজন কুষ্ঠ ও একজন পক্ষাঘাতীকে

সুস্থ করেন। মহাত্মা যীশু পীড়িতকে সুস্থ করেন ও মৃতকে জীবিত করেন। মহাত্মা যীশু ঝড় থামান। একটি রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন ও একটি মৃত বালিকাকে জীবন দেন। মহাত্মা যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন, একটি বালককে সুস্থ করেন।

যোহন বাইবেল মতে– মহাত্মা যীশু দুইজন রোগীকে সুস্থ করেন। পাঁচখানা রুটী ও দুইটি মাছ দ্বারা পাঁচ হাজার পুরুষকে আহার করাইলেন। পরে পাঁচখান রুটীর গুঁড়াগাঁড়ায় আরো বারো ডালা পূর্ণ হইল। সন্ধ্যা হইলে তাহারা শিষ্যরা নৌকা যোগে কফরনাহূমের দিকে গমন করিলেন। প্রবল বায়ুর কারণে সমুদ্রে ঢেউ উঠিল। এইরূপে দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিরে গেলে পর তাহারা মহাত্মা যীশুকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকট আসিলেন। বৈথনিয়াতে মৃত লাসার চার দিন কবরে থাকার পর মহাত্মা যীশু তাহাকে জীবিত করেন।

উপরোক্ত বাইবেলসমূহ মতে যোনার চিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্ন দেখান যাইবেনা বলিয়া মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন। অথচ দেখা যায় তিনি অনেক অলৌকিক চিহ্ন দেখাইয়াছেন যাহা যোনার চিহ্ন ব্যতীত।

গর্দভে চড়িয়া মহাত্মা যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ

যখন তাহারা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হইয়া জৈতুন পর্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে হইতে দুইজনকে ঐ গ্রামে পাঠাইয়া একটি গর্দভ শাবক আনাইলেন। তাহার উপরে কোন মানুষ বসে নাই। গর্দভ শাবকটির উপরে তাহারা আপনার কাপড় পাতিয়া দিলেন। তখন যীশু তাহার উপরে বসিলেন। পরে তিনি উহার পিঠে চড়িয়া যিরূশালেমে প্রবেশ করিলেন। (মার্ক : ১১ : ১, ২, ৭, ১১)

মথিতে বর্ণিত আছে যে, "তাহারা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হইয়া জৈতুন পর্বতে বৈৎ ফগী গ্রামে আসিলেন, তখন যীশু দুই শিষ্যকে পাঠাইয়া ঐ গ্রাম হইতে একটি গর্দভী তাহার সহিত একটি বৎস আনাইলেন। তাহারা তাহাদের উপরে বসিলেন। আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিলেন, নগরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।" (মথি ২১ : ১, ২, ৭, ১০)

লুকের মতে– পরে যখন জৈতুন নামক পর্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি দুইজন শিষ্যকে পাঠাইয়া ঐ গ্রাম হইতে একটি গর্দভ শাবক আনাইলেন– যাহাতে মানুষ কখনও বসে নাই। তাহারা তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে যীশুকে বসাইলেন। পরে তিনি ধর্মধামে প্রবেশ করিলেন। (লুক : ১৯ : ২৯, ৩০, ৩৫, ৪৫)

যোহন বাইবেল মতে– তখন যিহূদীদের নিস্তার পর্ব সন্নিকট ছিল, আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন। (যোহন : ২ : ১৩)

মন্তব্য : মথিতে বৈথনিয়া স্থানের উল্লেখ নাই। মথির মতে গর্দভীর সহিত একটি শাবক ছিল। মার্ক অনুসারে শুধু একটি গর্দভ শাবক ছিল, গর্দভীর উল্লেখ নাই। লুক মতে একটি শুধু গর্দভ শাবক উল্লেখ আছে। গর্দভীর উল্লেখ নাই। যোহন বাইবেলে কোন বাহনের কথাই উল্লেখ নাই। তাই প্রশ্ন জাগে মহাত্মা যীশু বাহন ছাড়া ঢুকিয়া ছিলেন কিংবা বাহনে চড়িয়া ঢুকিয়া ছিলেন। আবার বাহনের মধ্যে একটি গর্দভ শাবকে চড়িয়া ঢুকিয়া ছিলেন নাকি দুইটি গর্দভ শাবকে চড়িয়া ঢুকিয়াছিলেন। দুইটি গর্দভের পিঠেই বা কিভাবে চড়িয়া চলা যায়।

ঈশ্বর প্রভু এক

আর অধ্যাপকদের একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া এবং যীশু তাঁহাগিদকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? যীশু উত্তর করিলেন প্রথমটি "হে ইস্রায়েল, শুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।"

অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই। (মার্ক : ১২ : ২৮, ২৯, ৩০, ৩২)

মন্তব্য : ইহা ইসলাম ধর্মেরই "তৌহিদ" এর সহিত শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্র কুরআন গ্রন্থ বলে– "তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক, তিনি কাহারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চিরস্থায়ী, তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। তার সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই।" (সূরা আল ইখলাস; ৩০ : ১১২)

"তাহার সদৃশ কোন জিনিস নাই।" অন্যত্র ইহা বলিয়াছেন। (সূরা আশ-শূরা-৪২ : ১১)

ক্রুশ বহনকারী কে?

আর শিমোন নামে একজন কুরনীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে সেই পথ দিয়া আসিতেছিল– সে সিকন্দরের ও রূপের পিতা– তাহাকেই তাহারা যীশুর ক্রুশ বহিবার জন্য বেগার ধরিল। পরে তাহারা তাহাকে গলগাথা নামক স্থানে লইয়া গেল, এই নামের অর্থ মাথার খুলির স্থান। (মার্ক : ১৫ : ২১, ২২)

আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে একজন কূরনীয় লোকের দেখা পাইল, তাহাকেই তাহারা ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল। (মথি : ২৭ : ৩২)

পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে একজন কুরনীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতে ছিল, তাহার তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধ ক্রুশ রাখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহা বহন করে। (লূক : ২৩ : ২৬)

তখন তাহারা যীশুকে লইল এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গলগাথা বলে। তথায় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল। (যোহন : ১৯ : ১৭, ১৮)

মন্তব্য : মথি, মার্ক ও লূক বলিতেছেন ক্রুশ, শিমোনকুরনীয় বহন করিয়াছেন। অন্যদিকে, যোহন বলিতেছেন মহাত্মা যীশু নিজেই নিজের ক্রুশ বহন করিয়াছেন। কোনটি মানিয়া লইব? একটি মানিয়া লইলে, অন্যটি মিথ্যা হইয়া যায়।

মহাত্মা যীশুর প্রাণ ত্যাগ

তৃতীয় ঘটিকার সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল। আর তাঁহার উপরে দোষসূচক এই অধিলিপি লিখিত হইল, "যিহূদীদের রাজা"। আর তাহারা তাঁহার সহিত দুইজন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁহার দক্ষিণে, একজনকে তাহার বামে। (মার্ক : ১৫ : ২৫, ২৬, ২৭)

পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল, আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন "এলোই এলাই লামা শবক্তানী" অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (মার্ক : ১৫ : ৩৩, ৩৪)

পরে যীশু উচ্চরব ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (মার্ক : ১৫ : ৩৭)

মন্তব্য : মথির ২৭ : ৪৫, ৪৬, প্যারাতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। লূকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে "এলোই এলোই লামা শবক্তানী" এর উল্লেখ নাই। (লূক : ২৩ : ৪৪, ৪৬)

যোহন বাইবেলে এইরূপ ঘটনা উল্লেখ নাই। ইহাতে দেখা যায় মহাত্মা যীশু তিন ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত ক্রুশে ছিলেন– অর্থাৎ সর্ব মোট ছয় ঘটিয়া ক্রুশে থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে দত্ত তুই দস্যুর তখনও প্রাণ যায় নাই।

মহাত্মা যীশু "এলোই এলোই লামা শবক্তানী" বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত মহাত্মা যীশু আরামায়িক ও হিব্রু ভাষায় কথা বলিতেন।

বর্তমান জগতে কোথাও মহাত্মা যীশুর নিজস্ব ভাষায় বাইবেল বিদ্যমান নাই। মূল মহাত্মা যীশুর মুখের ভাষার বাইবেলই মোসলমানদের নিকট ইঞ্জিল বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু জগতের কোথাও তাহা নাই। বর্তমান বাইবেল গ্রীক ভাষায়– যাহা ইংরেজী ও ফ্রেনচ ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদকৃত। বর্তমানে মথির বাইবেল, মার্কের বাইবেল, লূকের বাইবেল ও যোহনের বাইবেল বিদ্যমান। কিন্তু মহাত্মা যীশুর বাইবেল নাই।

পর্দা চিরিয়া দুই টুকরা হওয়া এবং পবিত্র লোকদের কবর হইতে বাহির হইয়া আসা

তখন মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল। (মার্ক : ১৫ : ৩৭, ৩৮)

আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল। ভূমিকম্প হইল ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক লোক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত ইহল এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন। (মথি : ২৭ : ৫১, ৫২, ৫৩)

আর মন্দিরের তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল। আর যীশু উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিত : তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি, এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। (লুক : ২৩ : ৪৫, ৪৬)

যোহন বাইবেলে ইহার উল্লেখ নাই।

মন্তব্য : মহাত্মা যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পর্দা চিরিয়া দুই টুকরা হইল, মথি, মার্ক ও লুকে উল্লেখ আছে কিন্তু যোহন বাইবেলে উল্লেখ নাই।

তাহার মৃত্যুতে আরো ভূমিকম্প হইল, শৈল বিদীর্ণ হইল কবর সকল খুলিয়া গেল, পবিত্র লোকদের উত্থান হইল। মহাত্মা যীশুর পুনরুত্থানের পবিত্র লোকেরা পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করিল। মথি ভিন্ন অন্য বাইবেলে উল্লেখ নাই। পবিত্র লোকেরা বাহির হইবার পর তাহারা কোথায় গিয়া রহিল। কবরে পুন : প্রত্যাবর্তন করিয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ নাই। তাহারা কি দেহ সহ আজও পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?

মহাত্মা যীশুর শিষ্যদের দর্শন দেওয়া ও পাঁচটি অলৌকিক ক্ষমতা সাধনের ক্ষমতা প্রদান

তৎপরে সেই এগার জন ভোজনে বসিলে, তিনি তাহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন, কেননা তিনি উঠিলে পর যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন

তাহাদের কথায় তাহারা বিশ্বাস করেন নাই। আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও সমস্থ সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে– তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে; তাহারা নতুন নতুন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণ নাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহ্দের হানি হইবেনা, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে তাহারা সুস্থ হইবে। (মার্ক : ১৬ : ১৪-১৮)

মন্তব্য : যাহারা মহাত্মা যীশুর কবর হইতে উত্থান ও দর্শন দান এবং যাহারা সুসমাচার প্রচার করে ও বিশ্বাস করে তাঁহাদিগকে পাঁচটি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিলেন– ১. তাহারা তাঁহার নামে ভূত ছাড়াইবে ২. নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে। ৩. তাহারা সর্প তুলিবে ৪. প্রাণ নাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে তাহাদের হানি হইবেনা। ৫. তাহারা পীড়িতদের উপরে হাত রাখিলে, তাহারা সুস্থ হইবে।

খৃষ্টান পাদ্রীগণ ও যাজকগণ পূর্ণরূপে উহা বিশ্বাস করেন। তাহারা কি উহা নিজের উপর প্রয়োগ করিয়া সত্যতা দেখাইতে পারিবেন– কখনই না।

তদুপরি মহাত্মা যীশু ইস্রাইল জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। সমগ্র জাতিকে বাপ্তাইজ করা ও তাহাদের নিকট প্রচার করা– কেহ কারচুপি করিয়া ইহা বাইবেলে ঢুকাইয়াছেন– বলিয়া মনে হয়।

মহাত্মা যীশুর স্বর্গে গৃহীত হওয়া

তাহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১৯)

পরে এইরূপ হইল, তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং ঊর্ধ্বে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন। (লুক : ২৪ : ৫১)

মন্তব্য : মথি ও যোহন বাইবেলে ইহার উল্লেখ নাই। মুসলমানদের মতেও ঈসা (আঃ) সশরীরে ঊর্ধ্বে আল্লাহর নিকট গিয়াছেন। আল্লাহ তাকে তুলিয়া

নিয়াছেন তিনি আল্লাহর নিকটবর্তীদের মধ্যে একজন। কেয়ামতের পূর্বে তিনি আবার জগতে আসিবেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হিসাবে। তিনি সাক্ষ্য দিবেন আমি আল্লাহর বান্দা খোদার পুত্র নহি।

লুকের লিখিত বাইবেল। (৯০-১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত)

ভূমিকা : প্রথম অবধি যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং বাক্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করিয়াছেন, তদনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিষয়াবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই জন্য আমিও প্রথম হইতে সকল বিষয় সর্বশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া, হে মহামহিম থিয়ফিল আপনাকে অনুপূর্বক বিবরণ লেখা বিহিত বুঝিলাম, যেন আপনি যে সকল বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে পারেন। (লুক : ১ : ১-৪)

মন্তব্য : লুক কেন বাইবেল লিখিতে চাহিয়াছেন– তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি মহামহিম থিয়ফিলের জ্ঞানের নিশ্চয়তার জন্য লিখিয়াছেন। তিনি ইহা থিয়ফিলের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। ইহা ৮০-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া– আধুনিক যুগের গবেষকরা মনে করেন।

মহাত্মা যীশুর জন্ম, শিশু ও শৈশবকাল

পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন, তিনি দায়ূদকুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হইয়াছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, প্রভু তোমার সহবর্তী। কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? দূত তাঁহাকে কহিলেন মরিয়ম ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে, আর প্রভু

ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, তিনি যাকোব কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন এবং পরাৎ পরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে, এই কারণ যে, পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে, ইলিশাবেৎ তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, লোকে যাহাকে বন্ধ্যা বলিত, এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস। কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবেনা। তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী, আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে মরিয়ম সত্বর পাহাড়ী অঞ্চলে যিহুদার একনগরে গেলেন এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলিশাবেৎ কে মঙ্গলবাদ করিলেন। আর এইরূপ হইল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটি নাচিয়া উঠিল, আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন এবং উচ্চরবে মহাশব্দ করিয়া বলিলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল।

আর প্রভুর মাতা আমার কাছে আসিবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল? কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। তখন মরিয়ম কহিলেন, আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্তন করিতেছে, আমার আত্মা আমার প্রাণকর্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হইয়াছে। কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, কেননা দেখ, এই অবধি পুরুষ পরম্পরা সকলে আমাকে ধন্য বলিবে। কারণ যিনি পরাক্রমী তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য করিয়াছেন এবং তাহার নাম পবিত্র। আর যাহারা আপনাদের হৃদয়ের কল্পনায় অহঙ্কারী, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। তিনি বিক্রমীদিগকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছেন ও

নীচাদিগকে উন্নত করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধার্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন এবং ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়াছেন। তিনি আপন দাস ইস্রাইলের উপকার করিয়াছেন, যেন আমাদের পিতৃগণের প্রতি উক্ত আপন বাক্যানুসারে আব্রাহাম ও তাহার বংশের প্রতি চিরতরে করুণা স্মরণ করেন। আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের নিকটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। (লূক : ১ : ২৬-৫৬)

সেই সময়ে আগষ্ট কৈসরের এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরিনীয়ের সময়ে প্রথম নাম লেখান হয়। সকলের নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে আপন আপন নগরে গমন করিল। আর যোষেফও গালীলের নসরৎ নগর হইতে যিহূদিয়ায় বৈথেলহম নামক দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠিজাতি ছিলেন, তিনি আপনার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাহারা সেই স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল। আর তিনি আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন এবং তাহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাব পাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাহাদের স্থান ছিলনা। ঐ অঞ্চলে মেষ পালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল। আর প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল, তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। তখন দূত তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিওনা, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে, কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু (অভিষিক্ত প্রভু) আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ান ও যাব পাত্রে শয়ান রহিয়াছে। পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁহার প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। দূতগণ তাহাদের নিকট হইতে স্বর্গে

চলিয়া গেলে পর মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, চল, আমরা একবার বৈথেলহম পর্যন্ত যাই এবং এই যে ব্যাপার প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা গিয়া দেখি। পরে তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়ম ও যোষেফ এবং সেই যাবপাত্রে শয়ান শিশুটিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া বালকটির বিষয়ে যে কথা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তাহা জানাইল। তাহাতে যতলোক মেষপালকগণের মুখে ঐ সব কথা শুনিল, সকলে আশ্চর্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম সেই সকল কথা হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। আর মেষ পালকদিগকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, তাহারা তদ্রূপ সকলই দেখিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও স্তবগান করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। আর যখন বালকটির ত্বকছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল, এই নাম তাহার গর্ভস্থ হইবার পূর্বে দূতের দ্বারা রাখা হইয়াছিল।

পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের শুচি হইবার কাল সম্পূর্ণ হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেলেন, যেন তাঁহাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লেখা আছে "গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে; আর যেন বলি উৎসর্গ করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থাপনায় উক্ত হইয়াছে; এক জোড়া ঘুঘু কিম্বা দুই কপোত শাবক।" (লুক : ২ : ১-২৪)

আর প্রভুর ব্যবস্থানুসারে সমস্ত কার্য সাধন করিবার পর তাঁহারা গালীলে, তাহাদের নিজ নগরে নাসরতে ফিরিয়া গেলেন। (লুক : ২ : ৩৯)

পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল। তাঁহার পিতা মাতা প্রতি বৎসর নিস্তার পর্বের সময় যিরূশালেমে যাইতেন। তাঁহার বারো বৎসর বয়স হইলে তাঁহারা পর্বের রীতি অনুসারে যিরূশালেমে গেলেন এবং পর্বের সময় সমাপ্ত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, তখন বালক শিশু যিরূশালেমে রহিলেন, আর তাঁহার পিতা মাতা তাহা জানিতেন না, কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করিয়া তাঁহারা একদিনের পথ গেলেন, পরে জ্ঞাতি ও পরিচিতি লোকদের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,

আর তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিনি দিনের পর তাঁহারা তাঁহাকে ধর্মধামে পাইলেন, তিনি গুরুদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন, তাহারা সকলে তাঁহার বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করিলে? দেখ তোমার পিতা এবং আমি কাতর হইয়া তোমার অনেক অন্বেষণ করিতেছিলাম। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কেন আমার অন্বেষণ করিলে? আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না? কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে যে কথা কহিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। পরে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে নামিয়া নাসরতে চলিয়া গেলেন ও তাঁহাদের বশীভূত থাকিলেন। আর তাঁহার মাতা সমস্ত কথা আপন হৃদয়ে রাখিলেন। পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন। (লুক : ২ : ৪০-৫২)

মন্তব্য : উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় মহাত্মা যীশুর জন্ম যিহুদিয়ার বৈথেলহমে এবং শিশু অবস্থায় অষ্টম দিনে তাঁহার ত্বকছেদ করা হয় এবং যিরূশালেমে তাঁহাকে নিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত করা হয়। তাঁহার নামে ঘুঘু কিম্বা কবুতর উৎসর্গ করা হয়। পরে তাঁহাকে নিয়া, তাঁহার পিতামাতা তাহাদের নিজ নগর গালীলের নসরতে চলিয়া আসিলেন। প্রতি বৎসর নিস্তার পর্বের সময় তাহারা তাঁহাকে নিয়া যিরূশালেমে যাইতেন। এইরূপে তিনি জ্ঞানে বলে বাড়িয়া বার বৎসর বয়সের যুবক হইলেন।

কিন্তু মথি বাইবেলের মতে যিহুদিয়ার রাজা হেরোদ, শিশুকালে মহাত্মা যীশুকে হত্যা করার জন্য অন্বেষণ করিতেছিলেন। তখন যোষেফ ও মরিয়ম শিশুটিকে নিয়া মিসরে পলায়ন করেন। হেরোদ মারা গেলে পর তাহারা পুনবাস নসরত নগরে ফিরিয়া আসেন।

১. কিন্তু লুক বাইবেল মতে, মহাত্মা যীশুর মাতার শুচীর সময় হইলে তাহারা তাহাকে যিরূশালেমে ধর্মধামে নিয়া আসেন এবং প্রভুর নিকট উপস্থিত

করেন। ঘটনা দুইটির মধ্যে কোন মিল নাই। লুকের মতে মহাত্মা যীশু বিনা শংকায় নসরতে ও যিরূশালেমে লালিত পালিত হইয়া বার বৎস বয়স্ক হইলেন। মথির বাইবেল মতে শিশু কালেই প্রাণের ভয়ে দেশ ছাড়া হইয়া মিসরে লালিত পালিত হন। ইহা কিভাবে সম্ভব?

একটি ঘটনা সত্য হইলে অন্যটি মিথ্যা হইয়া যায়। দূত মরিয়মকে বলিল তাহার সন্তান মহাত্মা যিশুকে দায়ূদের সিংহাসন দেওয়া হইবে কিন্তু তাঁহাকে তো দায়ূদের মত সিংহাসন দেওয়া হয় নাই। ইহা কিরূপ ওয়াদা বা বাণী?

যোষেফকে মহাত্মা যীশুর পিতা বলা হইতেছে। কিন্তু যোষেফতো মহাত্মা যীশুর পিতা নহেন। যদি তাহাকে মহাত্মা যিশুর পিতা মানিয়া লওয়া হয়, তবে মহাত্মা যিশুর দুইজন পিতা হইয়া যায়। একজন যোষেফ অন্যজন ঈশ্বর।

পবিত্র কুরআন শরীফ ঈসা (আঃ) এর জন্ম সম্পর্কে উল্লেখ করে : তাহা এইরূপ "(হে নবী) এই কিতাবে মরিয়মের কথা তুমি তাহাদের স্মরণ করিয়ে দাও, যখন মরিয়ম (আঃ) তাঁহার পরিবারের লোকদের কাছ হইতে আলাদা ইহয়া পূর্ব দিকে একটি ঘরে গিয়া আশ্রয় নিলেন। তিনি তাহাদের নিকট হইতে পর্দা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট তাহার 'রূহ' (জিব্রাইল) কে পাঠাইলেন। সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তাহার সামনে আত্মপ্রকাশ করিলেন। মরিয়ম (আঃ) তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে আমি তোমার নিকট হইতে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। সে বলিল– আমি তোমার প্রভুর নিকট হইতে পাঠান দূত যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিতে পারি। মরিয়ম (আঃ) বলিলেন আমার ছেলে হইবে কিভাবে, আমাকে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমি কখনও ব্যভিচারিণীও ছিলাম না। লোকটি বলিল (জিব্রাইল) এই ভাবেই হইবে, ইহা তোমার প্রভুর জন্য খুবই সহজ কাজ, তিনি তাহাকে নিদর্শন ও রহমতস্বরূপ বানাইতে চাহেন। এই কাজ আল্লাহর নিকট স্থিরকৃত হইয়াছে। অতঃপর সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন, তাঁহাকেসহ তিনি দূরবর্তী একস্থানে চলিয়া

গেলেন। অতঃপর তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি এক খেজুর গাছের নীচে আসিলেন তিনি বলিলেন হায়, যদি আমি আগেই মরিয়া যাইতাম, তাহা হইলে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি হইতে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। তখন একজন ফেরেস্তা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল– তুমি কোন দুঃখ করিও না, তোমার মালিক তোমাকে পিপাসা নিবারণের জন্য তোমার পাদদেশে একটি পানির ঝর্ণা বানিয়েছেন। তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, তুমি দেখিবে তোমার উপর পাকা ও তাজা খেজুর পড়িতেছে। অতঃপর তুমি খাও, পান কর ও সন্তানকে দেখিয়া নিজের চক্ষুকে জুড়াও। তুমি যদি কোন মানুষকে দেখ, তবে বল আমি আল্লাহর জন্য রোযা মানত করিয়াছি আমি আজ কারো সঙ্গে কথা বলিব না। তখন সে তাঁহাকে নিজের কোলে তুলিয়া নিজের জাতির কাছে ফিরিয়া আসিলেন। লোকেরা তাঁহার কোলে সন্তান দেখিয়া তাহাকে কহিল, হে মরিয়ম তুমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। তোমার পিতা কখনও মন্দলোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও খারাপ মহিলা ছিলেন না। তিনি শিশুটির দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, যদি তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকে তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিল– আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলিব, যে এখনও দোলনার মধ্যের শিশু। এই কথা শুনিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল হাঁ, আমি হইতেছি আল্লাহ তাআলার বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছেন (ইনজিল) ও আমাকে নবী বানাইয়াছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে তিনি অনুগ্রহভাজন (মোবারক) করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকি ততোদিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি ও যাকাত প্রদান করি। আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। তিনি আমাকে নাফরমান দুষ্ট করেন নাই। আমার উপর ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে শান্তি, যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যেদিন আমি মারা যাইব এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব। এই হইতেছে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) ও আসল ঘটনা, যাকে নিয়া তাহারা অযথা সন্দেহ করিয়া থাকে।" (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ১৯ : ১৬-৩৪)

"ঈসা (আঃ) এর উদাহরণ হইতেছে আদমের মত। আল্লাহ তাআলা আদমকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ বলিলেন হইয়া যাও, সাথে সাথে মানুষ হইয়া গেল, ইহা হইতেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে আসা সত্য প্রতিবেদন, অতএব তোমরা সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।" (সূরা আল ইমরান আয়াত : ৩ : ৫৯, ৬০)

"আমি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) ও তাহার মাকে নিদর্শন বানাইয়াছি এবং তাহাদের এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আমি আশ্রয় দিয়েছি" (সূরা আল মুমিনূন, আয়াত : ২৩ : ৫০)

মন্তব্য : উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় লুকের বাইবেল মতে পান্থশালায় জায়গা না হওয়াতে, পান্থশালার বাহিরে মহাত্মা যীশুর জন্ম হয়। আর তাঁহাকে যাব পাত্রে শোয়াইয়া রাখা হয়।

কিন্তু পবিত্র কুরআন মতে ঈসা (আঃ) এর জন্ম খেজুর গাছের নীচে হয় এবং তিনি মাতৃকোলে ছিলেন।

পবিত্র কুরআন মতে ঈসা (আঃ) শিশু কালে দোলনার মধ্যে থাকা অবস্থায় নিজের সাক্ষ্য নিজে দিয়াছেন।

লুক মতে মেষ পালকেরা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে মহাত্মা যীশুর জন্ম কালও বাহির হইয়া আসে। কোন তারিখে, কোন মাসে মহাত্মা যীশুর জন্ম হয়, তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। খ্রীষ্টানগণ প্রথমতঃ ৬ই (ছয়) জানুয়ারী মহাত্মা যীশুর জন্ম দিন পালন করিত। ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মহাত্মা যীশুর জন্ম দিন পালন শুরু হয়। এই দিনটিকে বড়দিন বলা হয়। প্রথম দিকে ইংরেজী বৎসর গ্রেগরীর পঞ্জিকা অনুসারে মার্চ মাসে হইতে বৎসর ও মাস গণনা হইত। তাই দশম মাসে ডিসম্বরে মহাত্মা যীশুর জন্মদিন পালিত হয় বলিয়া ইহাকে X-MAS DAY বলা হয়।

রোম সম্রাটগণ সূর্যের জন্ম দিন পালন করিত, কারণ তাহারা বহু দেবদেবীর পূজারী ছিল। ২৫ শে ডিসেম্বর মকর ক্রান্তি শেষ সীমানায় পৌঁছিত বলিয়া তাহারা মনে করিত এবং ঐ দিন ক্ষুদ্রতম দিন ও চরম শীতের দিনকে

তাহারা সূর্যের জন্ম দিন মনে করিত। ঐ দিন তাহারা ভোজের আয়োজন করিত। রোম সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে বহু বছর খ্রীষ্টানদের উপর নির্যাতন চলে। এই সময়ে তাহারা প্রকাশ্যে মহাত্মা যীশুর জন্ম দিন পালন করিতে পারিত না। তাই ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ প্রথম জুলিয়াস ২৫ শে ডিসেম্বরকে মহাত্মা যীশুর জন্ম দিন বলিয়া ঘোষণা দেন। ইহাই এখন অধিকাংশ দেশে পালিত হয়। কিন্তু যিরুশালেম, আর্মেনিয়া, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের বহুদেশ আজও ৬ই জানুয়ারী মহাত্মা যীশুর জন্ম দিন পালন করিয়া থাকে।

উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাহির হইয়া আসে প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা যীশুর জন্ম গ্রীষ্মকালে। লুক লিখিত বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, মহাত্মা যীশু যেদিন জন্ম গ্রহণ করেন, সেই দিন বেথেলহমে মেষ পালকেরা মাঠে অবস্থান করিতেছিল। স্বর্গীয় দূতগণ মেষপালকদেরকে ঐ মাঠে মহাত্মা যীশুর জন্মের সুসংবাদ দিয়াছিল। যুদিয়া রাজ্যের অন্তর্গত বেথেলহমে ডিসেম্বর মাসের প্রচণ্ড শীতে রাতের বেলায় রাখালদের পক্ষে মেষপাল পাহারা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ঐ সময়ে ঐ এলাকার তাপমাত্রা নীচে নামিয়ে যায় ও বরফ পড়ে। তাহা ছাড়া ঐ অঞ্চলে গরমের মৌসুমে রাতের বেলায় মেষ চরানো হইয়া থাকে। কারণ দিনের বেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র উত্তপ্ত মরু ভূমিতে মেষ চরানো কখনও সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হইতেও জানা যায় ঈসা (আঃ) এর জন্ম ডিসেম্বর মাসে হয় নাই। কোরআন শরীফ মতে হযরত মরিয়মের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নেন, প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে, হায়! এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হইত এবং আমি যদি বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। তখন খেজুর গাছের নিম্নভূমি হইতে তাঁহাকে ফেরেস্তা ডাকিয়া বলিলেন– হে মরিয়ম মর্মাহত হইও না। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু তোমার অবস্থান স্থানের তলদেশ দিয়া একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করিয়াছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরিয়া নাড়া দাও, তাহাতে টাটকা পাকা খেজুর তোমার নিকট পতিত হইবে। অতএব তুমি উহা খাও, ঝর্ণার পানি পান কর এবং শিশু পুত্রের মুখ দেখিয়া মন জুড়াও। (সূরা মরিয়ম ১৯ : ২৩-২৬ আয়াত)

ইহা ইহতেও জানা যায় ঈসা (আঃ) এর জন্ম এমন সময় হইয়াছিল, যখন যিরূশালেমে খেজুর গাছে তাজা, পাকা খেজুর ছিল। আর সে খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালেই।

এলিয় ভাববাদী

আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি এলিয়ের সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস পর্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল ও সমুদয় দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইস্রাইলের অনেক বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয় তাহাদের কাহারও নিকটে প্রেরিত হন নাই, কেবল সীদোন দেশের সরিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (লূক : ৪ : ২৫, ২৬)

মন্তব্য : ইহা কিরূপ কথা, একজন ভাববাদী নবী শুধু একজন বিধবার জন্য খোদা নবীরূপে পাঠাইয়াছেন। একজন নবী একটি নির্দিষ্ট কাওমের গোষ্ঠির জন্য প্রেরিত হন। ইহাই আল্লাহর বিধান। পবিত্র কুরআন মতে "প্রত্যেক কাওমের জন্য একজন পথপ্রদর্শক প্রেরিত হইয়াছেন। সূরা রাদ-৭ সূরা ফাতির-২৪" আর হযরত মোহাম্মাদ (সা) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। "হাদীসে আছে, সমস্ত মানুষ জাতির জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।"

বিচার না করার আদেশ

তোমাদের পিতা দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও। আর তোমরা বিচার করিওনা, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবেনা। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। (লূক : ৬ : ৩৬, ৩৭)

মন্তব্য : এইরূপ হইলে সমাজে অনাচারে ভরিয়া যাইবে। সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে টিকিয়া থাকিবে? এই বাক্যতো নৈরাজ্যের মূল মন্ত্র। বর্তমান জগতে কি এইরূপ রাষ্ট্র আছে? এমনকি খ্রীষ্টান জগতেও কোথাও নাই। মানুষের মধ্যে কামনা, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি, লোভ-লালসা থাকিবেই। ঝগড়া ফাসাদ হইবেই। এইগুলি কেহ শূন্য করিতে পারিবে না।

জ্বরকে ধমক দেওয়া

পরে তিনি সমাজগৃহ হইতে শিমোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন শিমনের শাশুড়ি জ্বরে পীড়িত ছিলেন, তাই তাহারা তাহার নিমিত্তে তাঁহাকে মিনতি করিলেন। তখন তিনি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক দিলেন, তাহাতে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। (লূক : ৪ : ৩৮, ৩৯)

মন্তব্য : জ্বর কোন ব্যক্তি বা বস্তু নয়, প্রাণী বা জীনভূত নয় জ্বরকে কিভাবে ধমক দেওয়া যায়। বরং তিনি জ্বর ছাড়িয়া যাইবার জন্য দোয়া বা প্রার্থনা করিতে পারেন। হয়ত, সেইরূপই করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একটি মৃত বালিকাকে জীবন দান

তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সমাজধ্যক্ষের বাটী হইতে একজন আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কষ্ট দিবেন না। তাহা শুনিয়া যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর, তাহাতে সে সুস্থ হইবে। পরে তিনি সেই বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং বালিকাটির পিতা ও মাতা ছাড়া আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না। তখন সকলে তাহার জন্য কাঁদিতে ছিল ও বিলাপ করিতেছিল তিনি কহিলেন, কাঁদিওনা সে মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল, কেননা তাহারা জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি হাত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, বালিকে, উঠ। তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল ও সে তৎক্ষণাৎ উঠিল, আর তিনি তাহাকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে তাহার পিতা মাতা চমৎকৃত হইল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এ ঘটনার কথা কাহাকেও বলিও না। (লূক : ৮ : ৪৯-৫৬)

মন্তব্য : বালিকাটি প্রকৃতপক্ষে মরে নাই, গভীর অচেতন হইয়া রহিয়াছিল। তাই মহাত্মা যীশু বলিলেন সে মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে"। তাই মহাত্মা যীশু তাহাকে উঠিতে বলিলে, সে "অলৌকিকভাবে" জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা

যীশু বলিলেন এই ঘটনার কথা কাহাকেও যেন বলা না হয়, অথচ লুক, বাইবেল লেখক, ইহা বাইবেলে লিখিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া সমগ্র মানব জাতিকে জানাইয়া দিলেন। ইহা মহাত্মা যীশুর আজ্ঞার কিরূপ পালন।

মহাত্মা যীশুর রূপান্তর

এই সকল কথা বলিবার পরে অনুমান আট দিন গত হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পর্বতে উঠিলেন। আর তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাকচিক্যময় হইল। আর দেখ, দুইজন পুরুষ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা মোশি ও এলিয়, সপ্রতাপে দেখা দিয়া তাঁহার সেই যাত্রার বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন, যাহা তিনি যিরূশালেমে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিলেন। (লুক : ৯ : ২৮-৩১)

তিনি এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে একখানি মেঘ আসিয়া তাহাদিগকে ছায়া করিল, তাহাতে তাঁহারা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে ইহারা ভীত হইলেন। আর সেই মেঘ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত, ইহার কথা শুন। (লুক : ৯ : ৩৪, ৩৫,)

ছয়দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও তাহার ভ্রাতা যোহনকে সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্বতে লইয়া গেলেন। পরে তিনি তাহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন। তাহার মুখ সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং তাঁহার বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হইল। (মথি : ১৭ : ১, ২, ৫)

... তখন পিতর যীশুকে কহিলেন, রব্বি এখানে আমাদের থাকা ভাল, আমরা তিনটি কুটীর নির্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটি এলিয়ের জন্য।

... ইনি আমার প্রিয় পুত্র ইহার কথা শুন। পর্বত হইতে নামিবার সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা দেখিলে কাহাকেও বলিও না, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে মনুষ্য পুত্রের উত্থান না হয়। (মার্ক : ৯ : ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯)

যোহন : রূপান্তরের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

মন্তব্য : এইরূপ বক্তব্যের সামঞ্জস্য কোথায়। কেহ বলিতেছেন ছয় দিন পর আবার কেহ বলিতেছেন আট দিন পর। ধর্মগ্রন্থে এইরূপে ভুল থাকা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আকাশ হইতে বাণী হইল ইনি আমার পুত্র। অথচ বাইবেল নতুন নিয়মের বহু স্থানে মহাত্মা যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন– "আর তিনি যে সমস্ত কার্য করিতেছিলেন, তাহাতে সকল লোক আশ্চর্য জ্ঞান করিলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা এই সকল বাক্য কর্ণে স্থান দান কর, কেননা সম্প্রতি মনুষ্য পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন" (লূক : ৯ : ৪৪)

কোথাও মনুষ্যপুত্র আবার কোথাও ঈশ্বরের পুত্র কোনটি ঠিক এবং গ্রহণযোগ্য।

প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল অলৌকিক ঘটনা জনসম্মুখে ঘটে নাই, মহাত্মা যীশু তাহা জনগণের কাছে প্রকাশ না করিতে আদেশ দিয়াছেন। জনগণ হইতে লুকাইবার প্রবণতা। মহাত্মা যীশু এইরূপ আদেশ দিতে পারেন না।

মনে হয় এইরূপ ঘটনাবলী লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি সৃষ্টি করিয়া বাইবেল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অথবা অন্য কেহ এইরূপ ঘটনা তৈরী করিয়া কারচুপিপূর্বক বাইবেলে ঢুকাইয়াছেন। মোশি ও এলিয় স্বর্গ রাজ্য হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন। ইহা কি সম্ভব। মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কেহ ফিরিয়া আসে না।

মহাত্মা যীশুর আদেশ পালন সর্বাবস্থায় উর্ধ্বে

আর একজনকে তিনি বলিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। কিন্তু সে কহিল, প্রভু অগ্রে আমার পিতার খবর দিয়া আসিতে অনুমতি করুন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিউক, কিন্তু তুমি গিয়া ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা কর।

আর একজন কহিল, প্রভু আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে বাটীর লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি করুন। কিন্তু যীশু তাহাকে

কহিলেন; যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গল হাতে দিয়া পিছনে ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়। (লুক : ৯ : ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু লোকটিকে কবর দিবার অনুমতি দিলেন না। লোকটির মনে কি এইরূপ করুণ সময়ে কোন ব্যথায় আঘাত হয় নাই। মহাত্মা যীশু তাহার মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেন না। পিতার প্রতি সন্তানের অন্তিম দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে দিলেন না। পিতার প্রতি সন্তানের শেষ কর্তব্যটুকু পালন করিতে দিলেন না। ঐ সময়ে মনের অনুভূতি ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝিতে পারে। মৃতরা মৃতের কবর কিভাবে দিতে পারে।

মহাত্মা যীশু দ্বিতীয় লোকটিকেও বাটীর লোকদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন না। ইহা মানবতা বিরোধী কাজ। ইহা কি লোকদের উপর জবরদস্তি নয়? "একগালে চড় মারিলে, আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়ার" শিক্ষা কোথায়?

বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা হইতে অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব প্রদান

তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে একজন ফরীশী তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল, আর তিনি ভিতরে গিয়া ভোজনে বসিলেন। ফরীশী দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিল যে, ভোজনের অগ্রে তিনি স্নান করেন নাই। কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফরীশীরা তো পান পাত্র ও ভোজন পাত্র বাহিরে পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের ভেতরে দৌরাত্ম্য ও দুষ্টতা ভরা। (লুক : ১১ : ৩৭-৩৯)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কারের গুরুত্ব দেন নাই। তিনি অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতারই প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আহার ইত্যাদিতে বাহিরের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বেশী। অন্যথায় রোগ দ্বারা মানুষেরা রোগাক্রান্ত হইতে পারে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা অতি আবশ্যক ছিল। শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অতি আবশ্যক। এইখানে ভোজন আধ্যাত্মিক ব্যাপার নহে। তাই স্নান করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। আদর্শ ব্যক্তি এইরূপ করিলে, অনুসারীরা কিরূপ করিবে?

মহাত্মা যীশুর পৃথিবীতে শান্তির দূত হিসাবে নয়, বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন

তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি তাহা নয়, বরং বিভেদ। কারণ এখন অবধি এক বাটীতে পাঁচ জন ভিন্ন হইবে, তিনজন দুইজনের বিপক্ষে, পিতা পুত্রের বিপক্ষে এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে মাতা কন্যার বিপক্ষে এবং কন্যা মাতার বিপক্ষে, শাশুড়ি বধূর বিপক্ষে এবং বধূ শাশুড়ির বিপক্ষে ভিন্ন হইবে। (লুক : ১২ : ৫১, ৫২ ৫৩)

মনে করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি। (মথি : ১০ : ৩৪)

মন্তব্য : উপরোক্ত বক্তব্য হইতে প্রকাশ পাইতেছে– মহাত্মা যীশু জগতে শান্তির জন্য আসেন নাই। মানুষের মধ্যে বিভেদ, ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি সৃষ্টি ইত্যাদি করিতে আসিয়াছেন। একজন মহাপুরুষের বাণী এইরূপ কি করিয়া হয়। মিশনারীগণ তাহা হইলে কিসের শান্তির বাণী শুনাইতেছেন ও প্রচার করিতেছেন।

অন্যত্র মহাত্মা যীশু বলিতেছেন– "বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার সহিত বিচারকালে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দাও, আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে তাহার সহিত দুই ক্রোশ যাও।" (মথি : ৫ : ৩৯-৪১)

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পরস্পর বিরোধী। তবে কি তিনি বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করিয়াছেন, শান্তির জন্য নয়। পক্ষান্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম ধর্মের আগমন। আল্লাহ তাআলা মোহাম্মাদ (সা.) কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন "আমি আপনাকে শুধু মহাবিশ্বের শান্তিস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।" (পবিত্র কুরআন সূরা আল আম্বিয়া ২১ : ১০৭)

মহাত্মা যীশুর মহাবিপদকালে মহাভক্ত শিষ্যদের মহাত্মা যীশুকে ছাড়িয়া পলায়ন

একদা বিস্তর লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা,

মাতা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণকে এমন কি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। (লুক : ১৪ : ২৫, ২৬)

মন্তব্য : অথচ যখন যীশুকে বধ করিবার জন্য ধরা হইল, তখন সকল শিষ্যগণ তাঁহার নিকট হইতে পালাইয়া গেল। এমন কি ঈস্করিয়তীয় যিহুদা শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভে কপট চুম্বন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া ধরাইয়া দিল। পঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রাও নহে। বাইবেল লিখক মথি বর্ণনা করেন– "যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাঁহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, রব্বি, নমস্কার আর তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করিল।" (মথি : ২৬ : ৪৮, ৪৯)

মথি আরো বর্ণনা করেন : "সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, লোকে যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে? আমি প্রতিদিন ধর্মধামে বসিয়া উপদেশ দিয়াছি, তখন তো আমাকে ধরিলে না। কিন্তু এ সমস্ত ঘটিল, যেন ভাববাদীগণের লিখিত বচনগুলি পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন।" (মথি : ২৬ : ৫৫, ৫৬)

এমন কি একজন শিষ্য চাদর ফেলিয়া উলঙ্গ পলায়ন করিয়াছিল, "আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, তাহারা তাঁহাকে ধরিল, কিন্তু সে সেই চাদর খানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল" (মথি : ১৪ : ৫১, ৫২)

শিষ্য পিতর, তাঁহাকে কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তিনবার অস্বীকার করিল। মথির বর্ণনামতে : "ইতিমধ্যে পিতর বাহিরে প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন, আর একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ফটকের নিকটে গেলে আর একদাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই

নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। আর অল্পক্ষণ পরে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা নিকটে আসিয়া পিতরকে কহিল, সত্যই তুমিও তাহাদের একজন, কেননা তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। তখনই কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল" (মথি : ২৬ : ৬৯-৭৫)

লূকের বাইবেল অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ আছে। (লূক : ২২ : ৩, ৪, ৫, ৩৪, ৪৭, ৪৮, ৫৪-৬১)

পক্ষান্তরে যোহন বাইবেলে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। শুধু যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে উপস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

ইসলাম ধর্মে ভক্তির নমুনা দেখুন। হযরত বেলাল (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে তাহার মালিক ও মক্কার কাফেরগণ আরবের উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শুইয়া তাহার বুকে পাথর দিয়া রাখে। তাহার পিঠ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তৃষ্ণায় তাহার মুখ শুকাইয়া যায়। সেইরূপ অবস্থায় তিনি মুখে আহাদ, আহাদ বলিতে থাকেন, আল্লাহ্, আল্লাহ্ এক বলিতে থাকেন। তবুও ইসলাম ত্যাগ করিলেন না।

মক্কা হইতে মদিনায় হিজরতের রাতে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) আলী (রা.) কে মোহাম্মদ (সা.) এর বিছানায় হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর চাদর দিয়া ঢাকিয়া শুইয়া থাকিতে বলিলেন। তিনি নিজে হযরত আবু বকর (রা.) কে নিয়া পলায়ন করিয়া সাওর পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কাফেরগণ মোহাম্মদ বিছানায় শুইয়া আছেন ভাবিয়া সারা রাত বাড়িটি পাহারা দিতে থাকে। ভোরে তাহারা গৃহমধ্যে ঢুকিয়া মোহাম্মদকে ভাবিয়া তাহারা প্রথমে ইঁদুর বিড়াল খেলিতে চাহেন। তাই তাহারা চাদরটি টানিয়া খুলিয়া ফেলেন। খুলিয়াই দেখেন হযরত আলী (রা.) শুইয়া আছেন। তাহারা বোকা বনিয়া গেল। তাহারা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিল মোহাম্মদ কোথায়? আলী (রা.) উত্তর দিলেন "তোমরা কী আমাকে পাহারাদার নিযুক্ত করিয়াছিলে? এইরূপ সংকটময় মুহূর্তে হযরত আলী (রা.) জীবনের ঝুঁকি নিয়া শুইয়াছিলেন। ভক্তির চরম প্রদর্শন। অপর দিকে

কাফেরগণ মোহাম্মদ (সা.) কে খুঁজিতে খুঁজিতে সাওর পর্বতের সেই গুহার মুখে উপস্থিত হইলেন। আবু বকর (রা.) হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলিলেন ভয় করিওনা আমরা তিনজন "ইন্নাল্লাহা মায়া'না" আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। বাইবেলে, ভবিষ্যত আগমনকারী নবীকে "ইম্মানুয়েল" বলা হইয়াছে। যাহার অর্থও আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। ইম্মানুয়েল দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সা.) কেই বুঝানো হইয়াছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর কি অটল ভক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। আল্লাহর উপর বিশ্বাস দেখা গিয়াছে অপরদিকে মহাত্মা যীশু যখন ক্রুশে ঝুলান ছিলেন, তিনি তখন "এলি, এলি, লামা শাবাক্তানী" ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তুমি আমায় কেন পরিত্যাগ করিলে বলিয়া নৈরাশ্য ও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর এক সাহাবী খোবায়েব (রা.) কে কাফেরগণ ঝুলাইয়া তীর মারিয়া তাহার শরীর জর্জরিত করিবার পর কাফেরগণ তাঁহাকে বলিল হে, খোবায়ব, তুমি বল তোমার স্থলে মোহাম্মদকে ঝুলাইয়া দিলে তুমি খুশী– এইটুকু স্বীকার কর আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দিব। খোবায়ব (রা.) উত্তর করিলেন হে, কাফের দল শুনিয়া রাখ আমার জীবনের পরিবর্তেও যদি মোহাম্মদ (সা.) এর পায়ে একটি কাঁটা ফোটে আমি তাহাও বরদাস্ত করিব না। অতঃপর তাহারা হযরত খোবায়বকে শহীদ করিল– কি অপূর্ব ভক্তির নমুনা ও শিক্ষা।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় যখন পরাজয়ে পরিণত হইল। তখন কাফেরদের আঘাত হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই সংকটময় মুহূর্তে সাহাবীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া পাহাড়ের উপর নিয়া আসিলেন। তাহার চতুর্দিকে সাহাবাগণ মানব বন্ধন করিলেন। কাফেরদের তীরের আঘাতে সাহাবীগণের শরীর জর্জরিত হইল। তথাপি তাঁহারা হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উপর কোন তীর আঘাত করিতে দিলেন না। সাহাবগণ অপূর্ব ভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

এইরূপ বহু ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। আজও কোটি কোটি মুমিন মুসলমান হুজুরে পাকের জন্য ও তাঁহার আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

মহাত্মা যীশুর পাঁচটি আদেশ

একজন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ গুরু, কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? যীশু কহিলেন, আমাকে কেন সৎ বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞা সকল জান ১. ব্যভিচার করিও না ২. নর হত্যা করিও না, ৩. চুরি করিও না ৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না ৫. তোমার পিতা মাতাকে সমাদর করিও।" সে কহিল, বাল্যকাল অবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। এই কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে এখনও এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। কিন্তু একথা শুনিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইল, কারণ সে অতিশয় ধনবান ছিল। তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যীশু কহিলেন, যাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর। বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সুচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের প্রবেশ করা সহজ। (লুক : ১৮ : ১৮-২৫)

মন্তব্য : এইখানে যে আজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা মুশির দশ আজ্ঞা। তাহার মধ্যে উক্ত পাঁচটি আদেশ দশ আজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যাত্রাপুস্তক ২০ : ১-১৭, পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এই সকল উপদেশ চিরন্তন। সকল ধর্মই এই পাঁচটি আদেশ মানিয়া থাকে। মহাত্মা যীশু সমাজগৃহে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ বাহিরে দেখা করিতে আসিলে, তিনি তাহাদিগকে দেখা দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন কে তাহার মাতা ও ভ্রাতা। এই কথাগুলি মহাত্মা মুশির দশ আজ্ঞার সহিত সাংঘর্ষিক।

উষ্ট্র যেমন সুচের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, ধনবান ব্যক্তিরাও তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ধন সঞ্চয় করা মহাত্মা যীশুর মতে নিষিদ্ধ। বাস্তবে কি ইহা সম্ভব? খ্রীষ্টান জগৎ কি ইহা পালন করিতেছে? আজ ধনের পাহাড় খ্রীষ্টান জগতেই বেশী বিদ্যমান। ধন সঞ্চয় করা যাইবে না, তাহা হইলে সকল কাজ ও কারিগরি চিন্তা সব বন্ধ হইয়া যাইবে। ধনের প্রতিযোগিতা না থাকিলে কে কাজ করিবে?

ইসলাম ধর্ম মতে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা করা ফরয। তাহাদের দুঃখ দরদ, অভাব অনটন দূর করা অবশ্য কর্তব্য।

ধন সম্পর্কে মহাত্মা যীশু আরো বলেন– "কোন ভৃত্য দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা একজনকে ঘৃণা করিবে, অন্যকে প্রেম করিবে, নয়ত একজনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।" (লূক : ১৬ : ১৩)

ইসলাম ধন সঞ্চয় নিষিদ্ধ করে না। তবে গরীব দুঃখীদের জন্য শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত প্রদান করা ফরয। তাহার পরও অভাব থাকিলে উক্ত পরিমাণ অর্থদান করা ফরয।

কুরআন শরীফ ঘোষণা করে নামায পড় ও যাকাত আদায় কর। কেহ যাকাত না দিলে রাষ্ট্র তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। পবিত্র কুরআন আরো বলে ধনীদের সম্পদে অভাবীদের হক রহিয়াছে। কেহ তাহা আদায় না করিলে তাহা ছিনাইয়া লও। কাজেই ইসলামী সমাজে গরীব, অভাবী থাকিতে পারিবে না।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক সমর্পণকারী ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ

কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে তাহার হস্ত আমার সহিত মেজের উপরে রহিয়াছে। (লূক : ২২ : ২১)

প্রভু সেকি আমি? তিনি উত্তর করিলেন যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইল, সে আমাকে সমর্পণ করিবে। (মথি : ২৬ : ২৩)

সে কি আমি? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই বারোজনের মধ্যে একজন যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইতেছে সেই। (মার্ক : ১৪ : ২০)

তখন শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল উনি যাহার বিষয়ে বলিতেছেন সে কে? তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে যীশুর বক্ষস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু সে কে? যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটী খণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটী খণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্করিয়োতীয় শিমনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন। আর সেই রুটী খণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ

করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা করিতেছ, শীঘ্র কর। (যোহন : ১৩ : ২৪-২৭)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু সমর্পণকারীর নাম প্রকাশ করিতে কেন এত ইঙ্গিত ব্যবহার করিলেন। প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিতে কিসের এত ভয়? তিনি কি তাহাকে ভয় পাইতেছিলেন? কিম্বা লজ্জাবোধ করিতেছিলেন।

তিনি একবার বলিতেছেন "তাহার হস্ত আমার সহিত মেজের উপরে রহিয়াছে।" আবার বলিতেছেন "যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইল।" আবারও বলিতেছেন "যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইতেছে।" আবার বলিতেছেন যাহার জন্য আমি রুটী খণ্ড ডুবাই ও যাহাকে দিব।" বার বার কথার মধ্যে পবিবর্তন। ধর্ম গ্রন্থে এইরূপ গরমিল গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার মধ্যে কোন বাক্যটি সঠিক বলিয়া ধরিয়া নিব।

মহাত্মা যীশু ক্রুশ বিদ্ধ না হওয়ার সপক্ষে যুক্তি

বিশ্রাম বারে তাঁহারা বিধিমতে বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথমদিন অতি প্রত্যুষে তাঁহারা কবরের নিকটে আসিলেন, যে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা লইয়া আসিলেন, আর দেখিলেন কবর হইতে প্রস্তরখানা সরানো গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাহারা ভাবিতেছেন এমন সময়ে দেখ উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহারা ভীত হইয়া ভূমির দিকে মুখ নত করিলেন। সেই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, কিন্তু উঠিয়াছেন। গালীলে থাকিতে থাকিতেই তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর, তিনি তো বলিয়াছিলেন, মনুষ্য পুত্রকে পাপী মানুষের হস্তে সমর্পিত হইতে হইবে, ক্রুশারোপিত হইতে এবং তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। তখন তাঁহার সেই কথাগুলি তাঁহাদের স্মরণ হইল, আর তাহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারজনকে ও অন্য সকলকে এই সমস্ত সংবাদ দিলেন। ইহারা মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহন ও যাকোবের মাতা মরিয়ম আর ইহাদের সঙ্গে অন্য স্ত্রী লোকেরাও প্রেরিতগণকে এই সকল কথা

বলিলেন। কিন্তু এইসকল কথা তাহাদের কাছে গল্পতুল্য বোধ হইল, তাঁহারা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেলেন এবং হেঁট হইয়া দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলেন, কেবল কাপড় পাড়িয়া রহিয়াছে, আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

আর দেখ, সেই দিন তাঁহাদের দুইজন যিরূশালেম হইতে চারিক্রোশ দূরবর্তী ইম্মায় নামক গ্রামে যাইতেছিলেন এবং তাহারা ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন। তাহারা কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু আপনি নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু রুদ্ধ হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা চলিতে চলিতে পরস্পর যে সকল কথা বলাবলি করিতেছ, সে সকল কি? তাঁহারা বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ক্লিয়পা নামে ইহাদের একজন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কি একা যিরূশালেমে প্রবাস করিতেছেন, আর এই কয়েক দিনের মধ্যে তথায় যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহা জানেন না? তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কি কি প্রকার ঘটনা? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন নাসরতীয় যীশু বিষয়ক ঘটনা, যিনি ঈশ্বরের সকল লোকের সাক্ষাতে কার্যে ও বাক্যে পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন; আর কি রূপে প্রধান যাজকেরা ও আমাদের অধ্যাপকেরা প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ও ক্রুশে দিলেন। কিন্তু আমরা আশা করিতেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রাইলকে মুক্ত করিবেন। আর এসব ছাড়া, আজ তিন দিন চলিতেছে, এ সকল ঘটিয়াছে। আমাদের কয়েকটি স্ত্রীলোক আমাদিগকে চমৎকৃত করিলেন, তাঁহারা প্রত্যূষে তাঁহার কবরের কাছে গিয়াছিলেন, আর তাহারা দেহ দেখিতে না পাইয়া আসিয়া কহিলেন স্বর্গ দূতের ও দর্শন পাইয়াছি, তাঁহারা বলেন তিনি জীবিত আছেন। আর আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ কবরের কাছে গিয়া সেই স্ত্রী লোকেরা যেমন বলিয়াছিলেন, তেমন দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে

কহিলেন, হে অবোধেরা ভাববাদীগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সকলে বিশ্বাসকরণে শিথিল-চিত্তেরা, খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না যে, এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন? পরে তিনি মুশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

পরে তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন, সেই গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন, আর তিনি অগ্রে যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধ্য সাধনা করিয়া কহিলেন, আমাদের সঙ্গে অবস্থিতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে যখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিলেন, তখন রুটী লইয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে দিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল, তাহারা তাঁহাকে চিনিলেন, আর তিনি তাঁহাদের হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তখন তাঁহারা পরস্পর কহিলেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ খুলিয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে চিত্ত কি উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল না? আর তাহারা সেই দণ্ডেই উঠিয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই এগারজনকে ও তাঁহাদের সঙ্গীদিগকে সমবেত দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা বলিলেন, প্রভু নিশ্চয়ই উঠিয়াছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়াছেন। পরে সেই দুইজন পথের ঘটনার বিষয় এবং রুটী ভাঙ্গিবার সময়ে তাঁহারা কি প্রকারে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি আপনি তাঁহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন ও তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ইহাতে তাঁহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন, আত্মা দেখিতেছি। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে?

আমার হাত ও পা দেখ, এ আমি স্বয়ং আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ, কারণ

আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ এরূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখন তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তখন তাঁহারা তাঁহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য মোশির ব্যবস্থায় ও ভাবাবাদীগণের গ্রন্থে এবং গীত সংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তখন তিনি তাঁহাদের বুদ্ধি দ্বার খুলিয়া দিলেন, যেন তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতে পারেন, আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপ মোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সব জাতির কাছে প্রচারিত হইবে– যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে। তোমরাই এ সকলের সাক্ষী। এই নগরে অবস্থিতি কর। পরে তিনি তাঁহাদিগকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত লইয়া গেলেন এবং হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে এইরূপ হইল, তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং উর্ধ্বে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন। আর তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন এবং নিরন্তর ধর্ম ধামে থাকিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন। (লুক : ২৪ : ১-৫৩)

মন্তব্য : উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী প্রতীয়মান বা প্রমাণিত হয় যে মহাত্মা যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই।

১। মগ্দলীনী মরিয়ম মহাত্মা যীশুর গাঁয়ে সুগন্ধি মাখিবার জন্য আনিয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তির কবরে ঢুকিয়া কে মৃতের গাঁয়ে সুগন্ধি মাখে?

২. মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের মুখের ভারী পাথরখানা সরানো অবস্থায় পাইয়াছেন। আত্মার বাহির হইবার জন্য তো পাথর সরানোর প্রয়োজন নাই। তাই মহাত্মা যীশু জড় দেহী ছিলেন এবং জীবিত ছিলেন?

৩. স্বর্গীয় দূতও মগ্দলীনী মরিয়মকে বলিতেছেন মৃতগণের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ?

৪. মহাত্মা যীশু ইহূদীদের ভয়ে ছদ্ম বেশে ছিলেন তাই ক্লিয়াপা একজন চারিক্রোশ পথ চলিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

৫. শুধু খাইতে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ও তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। অমনি তিনি ধরাইয়া দেওয়ার ভয়ে পালাইয়া গেলেন এবং অন্তর্হিত হইলেন।

৬. এমনকি মহাত্মা যীশু নিজেই বলিতেছেন "আমার হাত ও পা দেখ, এ আমি স্বয়ং আমাকে স্পর্শ কর আর দেখ, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন।" মহাত্মা যীশু প্রমাণ করিলেন তিনি জীবিত। তিনি মৃত আত্মা নহেন।

৭. তিনি তাঁহাদিগকে আরো বলিলেন "তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।"

তিনি প্রমাণ করিলেন আত্মা কখনও ভোজন করে না, জড় দেহই ভোজন করিয়া থাকে।

৭. জড় দেহের ক্ষুধা পায়, আত্মার ক্ষুধা পায় না। এই কয়দিন কিছু খাইতে না পাইয়া তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাই তিনি কিছু খাদ্য চাহিয়াছিলেন।

পবিত্র কুরআন জলদ গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছে– বনি ইস্রাইলের লোকেরা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে শঠতা করিল, তাই আল্লাহ কৌশলের পন্থা গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালাই হইতেছেন সর্বোত্তম কৌশলী। (সূরা আল ইমরান আয়াত : ৩ : ৫৪)

৮. জুদাসের রূপান্তর

জুদাস মহাবেগে সেই কামরায় গিয়ে ঢুকলো যেখান থেকে ঈসাকে উত্তোলন করা হয়ে গেছে। শিষ্যগণ তখনও নিদ্রিত। আর তখনই মহা কুদরতময় আল্লাহ কুদরতের কাজটি সম্পন্ন করলেন। এমনভাবেই জুদাস রূপান্তরিত হলো যে কণ্ঠ ও চেহারায় সে বনে গেল অবিকল ঈসা (আর তা এতই

নিখুঁত) যে আমরাও ঈসা বলেই তাকে বিশ্বাস করলাম। আর সে আমাদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে মুর্শিদ কোথায় তা জানতে চাইলো। এতে আমরা চমৎকৃত হয়ে বললাম, "প্রভু! আপনিই তো আমাদের মুর্শিদ, তবে কি আপনি আমাদের ভুলে গিয়েছেন? আর সে একটু হেসে বললো, "কী আহাম্মক তোমরা, আমি যে জুদাস ইস্কারিও তা চিনতে পারছো না?" আর সে যখন একথা বলতে ছিলো সৈন্যদল এসে কামরায় প্রবেশ করলো এবং জুদাসের কাঁধে হাত রাখলো, কারণ সে তখন অবিকল ঈসার প্রতিরূপ।

আমরা জুদাসের কথা শুনতে শুনতেই সৈন্যদলের ভীড় জমে গেল আর আমরা যেভাবে পারি তখন পালিয়ে গেলাম।"

আর যোহনের গায়ে ছিলো একটি রেশমি কাপড়, জেগে উঠে তিনিও পালালেন, যখন একজন সৈনিক তাঁকে পাকড়াও করে রেশমি কাপড় টেনে ধরল তিনি কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই পালালেন। কারণ আল্লাহ ঈসার দোয়া কবুল করেছিলেন তাই বাঁচিয়ে দিলেন এগারজনকে মন্দ পরিণতি থেকে। (বার্ণাবাসের বাইবেল, অনুচ্ছেদ : ২১৬, পৃ : ২৫৫, আফজাল চৌধূরী কর্তৃক অনূদিত)

মরিয়ম পুত্র : মসি রসূল ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তাহার আগেও অনেক রসূল গত হইয়াছে। তাহার মা ছিল সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তাহারা (মা ও ছেলে) উভয়ই মানুষের মতই খাবার খাইতেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত : ৫ : ৭৫)

ইহারা বলে আমরা অবশ্যই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) আল্লাহর রসূলকে হত্যা করিয়াছি। প্রকৃত ঘটনা হইতেছে তাহারা কখনই হত্যা করে নাই, তাহারা তাহাকে শূলবিদ্ধ করে নাই, মূলত ঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা মত বিরোধ করিয়াছিল, তাহারাও সন্দেহে পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহাদের অনুমানের অনুসরণ ছাড়া, সঠিক জ্ঞানই ছিল না এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট তুলিয়া নিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা আয়াত : ৪ : ১৫৭-১৫৮)

মহাত্মা যীশুর স্বর্গ গমন

পরে তিনি তাঁহাদিগকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত লইয়া গেলেন এবং হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে এইরূপ ইহল, তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং ঊর্ধ্বে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন।

আর তাঁহারা তাহাকে প্রণাম করিয়া মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন এবং নিরন্তর ধর্মধামে থাকিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন। (লুক : ২৪ : ৫০-৫৩)

তৎপর এগারজন ভোজনে বসিলে তিনি তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন এবং তাঁহাদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; কেননা তিনি উঠিলে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় তাহারা বিশ্বাস করেন নাই। (মার্ক : ১৬ : ১৪)

তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্ধ্বে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১৯, ২০)

আপন দুঃখ ভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ তাহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন। (প্রেরিতদের কার্য বিবরণী : ১ : ৩)

এই কথা বলিবার পর তিনি তাহাদের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টি পথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন, আর তাঁহারা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন, আর তাঁহারা কহিলেন হে গালীলীয় লোকেরা তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে নীত হইলেন, উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।

তখন তাহারা জৈতুন নামক পর্বত হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। সেই পর্বত যিরূশালেমের নিকটবর্তী বিশ্রাম বারের পথ। নগরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহারা যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই উপরের কুঠরীতে গেলেন। (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী : ১ : ৯-১৩)

মন্তব্য : মথি ও যোহনের বাইবেলে স্বর্গারোহণের কথা উল্লেখ নাই। এমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও হৃদয়ে ভাবান্তর সৃষ্টিকারী বিষয় যাহা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের মনকে আলোড়িত করিবে- তাহা উল্লেখ নাই। তিনি আবার আগমন করিবেন- এমন একটি দিক নির্দেশনার কথা- উল্লেখ নাই। উহা দুঃখিত হইবার বিষয়। বিস্মিত হইবার বিষয়।

এইখানে লূক বলিতেছেন মহাত্মা যীশু জৈতুন নামক পর্বত হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন। আর পূর্বে বলিয়াছেন তিনি বৈথনিয়া হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন। একই ব্যক্তির দ্বারা দুই রকম বর্ণনা।

এই সকল বর্ণনা হইতে দেখা যায় তিনি জীবিত মানুষরূপেই স্বর্গে নীত হইয়াছেন।

লূকের প্রথম বর্ণনা অনুসারে মহাত্মা যীশুর স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছিল- পুনরুত্থানের দিবসেই এইরূপ মনে হয়। কিন্তু প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লূকের বর্ণনা মতে, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্যে চল্লিশ দিনের ব্যবধান ছিল।

দুইটি বর্ণনার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য অনেক অমিল পাওয়া যায়।

যোহনের লিখিত বাইবেল : (১০০-১১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত)

ঈশ্বরের বাক্য ও অবতারবাদ

আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। (যোহন : ১ : ১)

মন্তব্য : যোহনের বাইবেল মতে সৃষ্টির শুরুতে অর্থাৎ আদিতে মহাত্মা যীশু বাক্য ছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য অর্থাৎ মহাত্মা যীশু ঈশ্বর ছিলেন। ইহা দ্বারা মহাত্মা যীশুকে খোদা বলিয়া দাবী করা হইতেছে। কিন্তু বাইবেলের কোথাও মহাত্মা যীশু নিজেকে খোদা বলিয়া দাবী করেন নাই। তিনি বাইবেলের বহুস্থানে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্র বলিয়া

দাবী করিয়াছেন। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে কিভাবে মনুষ্যপুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের ঔরষজাত হইতে হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে কাজটি দ্বারা সন্তান জন্ম হয়– তাহা হইতে হইবে। নাউযু বিল্লাহ (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেছি)।'

পবিত্র কুরআন বলে– (হে নবী) এই কিতাবে মরিয়মের কথা তুমি তাহাদের স্মরণ করিয়ে দাও, (বিশেষ করে সে সময়ের কথা) যখন মরিয়ম (আ.) তাহার পরিবারের লোকদের কাছ থেকে আলাদা হইয়া পূর্ব দিকে একটি ঘরে গিয়া আশ্রয় নিলেন। তিনি তাহাদের নিকট হইতে পর্দা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট রুহ (জিব্রাইল) কে পাঠাইলেন। সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তাহার সামনে আত্ম প্রকাশ করিলেন।

মরিয়ম (আ.) তাহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে আমি তোমার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। সে বলিল– আমি তোমার প্রভুর নিকট হইতে পাঠান দূত, যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিতে পারি। মরিয়ম (আ.) বলিলেন আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না। লোকটি বলিল (জিব্রাইল) এইভাবেই হইবে, ইহা তোমার প্রভুর জন্য খুবই সহজ কাজ। তিনি তাহাকে নিদর্শন ও রহমতস্বরূপ বানাইতে চাহেন। এই কাজ আল্লাহর নিকট স্থিরকৃত হইয়াছে। (সূরা মরিয়ম : ১৯ : ১৬-২১)

হে কিতাবের অনুসারীগণ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সত্য ব্যতীত কিছু বলিওনা। নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা আল্লাহর রাসূল ও তাহার এক বাণী (বাক্য) যাহা তিনি মরিয়মের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর নিকট হইতে এক রূহ (আত্মা)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। "আল্লাহ তিনজন, তাহা কখনও বলিওনা। যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত থাক, তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা তিনি একক উপাস্য। আল্লাহ তায়ালা ইহা হইতে পবিত্র যে, তাহার কোন সন্তান থাকিবে। আকাশ ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সব মালিকানাই আল্লাহ তায়ালার। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৪ : ১৭১)

অবতারবাদ

আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে ও সত্যেপূর্ণ। (যোহন : ১ : ১৪)

মন্তব্য : বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন ইহা অবতারবাদ- Anthropomorpism. মহাত্মা যীশুর মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান। হিন্দু ধর্মমতে অনেক অবতার আছে- যেমন রাম চন্দ্র সপ্তম অবতার এবং কৃষ্ণ অষ্টম অবতার। আর খৃষ্টান ধর্মমতে, অবতার একজনই, তিনি মহাত্মা যীশু। ইসলাম ধর্মে অবতারবাদের কোন স্থান নাই। মানুষের ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে কান্না আছে। জ্বরা আছে, মৃত্যু আছে, তন্দ্রা আছে, নিদ্রা আছে, ক্ষুধা আছে ইত্যাদি তেমনি ঈশ্বরেরও তাহা আছে বলিয়া অবতারবাদীগণ বিশ্বাস করে। ইসলাম ধর্ম মতে যাহার মধ্যে এই গুণগুলি আছে তিনি আল্লাহ হইতে পারেন না। যাহার মধ্যে এই সমস্ত ঘাটতি থাকবে, তিনি আল্লাহ হইতে পারেন না। আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী, চিরজীব। মানুষ মরণশীল আল্লাহ অমর, মানুষ ক্ষণস্থায়ী ও আল্লাহ চিরস্থায়ী মা নুষ অভাবী ও আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। এই গুণগুলি একই একই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অঙ্ক শাস্ত্রে মতেও একটি বস্তু একই সময়ে বৃত্ত ও ত্রিভুজ, একই সময়ে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ হইতে পারে না।

কাজেই অবতারবাদ অযৌক্তিক ও পরিত্যাজ্য।

হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ইঙ্গিত

যখন যিহূদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার (যোহনের) কাছে এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কি? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না, তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি খ্রীষ্ট নই, তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কে এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন না। (যোহন : ১ : ১৯-২১)

মন্তব্য : প্রশ্ন উত্তরে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট ও এলিয় ব্যতীত তৃতীয় আর একজন ভাববাদী নবী আসিবেন। ইহা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিই ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। যোহন নবী তাহা পরিষ্কারভাবেই জানিতেন। মহান আল্লাহর নিকট হইতে ওহী দ্বারাই তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্যেও ইহার উল্লেখ আছে– তিনি তাহা জানিতেন।

বাইবেলে লেখক যোহন তাহার বাইবেলে একস্থানে নয়, এক সময়ে নয়, বহু বহু স্থানে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে বলিয়া লোকদিগকে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়াছেন। তাহা ইহার সঙ্গে উল্লেখ করা হইল।

তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট নহেন, এলিয় নহেন, সেই ভাববাদী নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি; তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া আছেন যাহাকে তোমরা জান না, যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, আমি তাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নই। (যোহন : ১ : ২৫, ২৬)

তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় (Comforter) শান্তি দাতা তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। (যোহন : ১৪ : ১৫, ১৬)

তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। (যোহন : ১৪ : ২৫, ২৬)

যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন– যখন সেই সহায় আসিবেন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। (যোহন : ১৫ : ২৬, ২৭)

তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। (যোহন : ১৬ : ৭)

তোমাদিগকে বলিবার আমার আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। যোহন : ১৬ : ১২।

পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। (যোহন : ১৬ : ১৩)

পুনশ্চ মন্তব্য : যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবারও যোহন নিজেকে যোগ্য মনে করেন নাই– তিনিই মোহাম্মদ (সা.)। তিনি তাঁহাকেই ঈঙ্গিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ ইহা দ্বারা মহাত্মা যীশুকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা যীশুই যদি সেই ব্যক্তি হইতেন, তবে যোহন ভাববাদী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিতেন এবং মহাত্মা যীশুর সেবা করিতেন– কিন্তু এইরূপ হয় নাই। আমি খ্রীষ্ট নই বলিয়া তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিত সেই ব্যক্তি, হলি গোষ্ট বা জিব্রাইলকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু 'হলি গোষ্ট' মহাত্মা যীশুর জীবিতকালেই বহুবার আসিয়াছেন। কাজেই ভবিষ্যতে হলিগোষ্ট আসিবেন তাহা হইতে পারে না।

যোহন ভাববাদী উপরে দুইটি ঘটনা বা বর্ণনা দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। আর মহাত্মা যীশু পাঁচটি বার হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। মহাত্মা যীশু Last Supper বা ঈদুল ফেসাকের পূর্বে ও গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে এই ভাষণগুলি দিয়াছেন। যোহনের বাইবেল ব্যতীত অন্য কোন বাইবেলে এই ভাষণগুলির উল্লেখ নাই।

যোহন তাহার বাইবেল 'মহাত্মা যীশুর মূল ভাষা' এরামিক বা হিব্রু ভাষা হইতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। হিব্রু ভাষার 'চরম প্রশংসিত ব্যক্তি' বা 'শান্তি দাতার' অনুবাদ গ্রীক ভাষার Pracletas দ্বারা করিয়াছেন। মহাত্মা যীশু Pracletas এর চারবার উল্লেখ করিয়াছেন।

এইখানে যে Praclete শান্তি দাতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার গুণাবলী উল্লেখ করা হইল।

১. তিনি চিরদিন সঙ্গীদের সহিত থাকিবেন ২. তিনি সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। ৩. তিনি মহাত্মা যীশুর বাণীসমূহ স্মরণ করাইবেন ৪. মহাত্মা যীশুর বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিবেন। ৫. মহাত্মা যীশুর পর তিনি প্রেরিত হইবেন। ৬. তিনি সত্যের আত্মা ৭. সৎপথ প্রদর্শক ৮. তিনি নিজ হইতে কিছু বলিবেন না, যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন ৯. আগাম ঘটনা জানাইবেন ১০. তিনি মহাত্মা যীশুকে মহিমান্বিত করিবেন। ১১. যাহা মহাত্মা যীশুর তাহাই লইয়া তাহাদিগকে জানাইবেন।

এইখানে যে সকলগুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শুধু হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপরই সমপূর্ণরূপে আরোপিত করা যায়।

Praclete অর্থ শান্তিদাতা Comforter, চরম প্রশংসিত ও চরম প্রশংসাকারী। "এই শান্তিদাতা, Praclete কে? হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে না? যীশু খ্রীষ্টের পরে একমাত্র মোহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নাই। তাহা ছাড়া Praclete শব্দের অর্থও হইতেছে শান্তি দাতা, অথবা চরম 'প্রশংসিত'। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে নানা প্রসংগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ভবিষ্যত বাণী হইতে কী বুঝা যায়? যাঁহার প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব হইতেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, আল্লাহ যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন, তিনি কি সাধারণ মানুষ? কখনই নয়।

অতএব হযরত মোহাম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিচার না করি। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখিতে পাইব? তাঁহার অনেক কার্য হয়ত আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকিবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি।" (বিশ্বনবী পৃঃ ৩১। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর)

পবিত্র কুরআন শরীফেও উল্লেখ করা হইয়াছে– আল্লাহ বলেন "আমি তাঁহাকে বিশ্বের "রাহমাতুল লিল আলামিন" হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। বিশ্বের শান্তিরূপে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা আম্বিয়া : ২১ : ১০৭)

পবিত্র কুরআন শরীফও ঘোষণা করিতেছে ভবিষ্যতে "আহমদ" নামে একজন নবী আগমন করিবেন– "যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) বলিলেন হে, ইস্রাইলের সন্তানগণ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ পাঠান একজন রসূল, আমার আগে যে তাওরাত কিতাব, আমি তাহার সত্যতা স্বীকারকারী, আমি তোমাদের জন্য একজন সুসংবাদদাতা, সেই সুসংবাদ হইতেছে আমার পরে একজন রসূল আসিবেন তাঁহার নাম হইবে "আহমদ"। অত:পর যখন সে তাঁহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিল, তখন তাহারা বললো ইহা এক" সুস্পষ্ট যাদু।"

তাহার চাইতে বড় যালেম কে আছে যে আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে। অথচ তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেওয়া হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা কখনও সীমা লঙ্ঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা আস সফ, আয়াত : ৬, ৭)

আহমদ অর্থও হইতেছে "চরম প্রশংসাকারী" 'প্রাকিলিতের' অর্থও তাহাই।

"নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন– যখন তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাহার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করে এবং নিশ্চয় ইহার পূর্বে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল" (সূরা আল ইমরান : ৪ : ১৬৪)

কিয়ামতের পূর্বে মহাত্মা যীশুর পুনরাগমন

তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। (যোহন : ১৪ : ২৮)

সে মরিয়ম পুত্র ঈসা হইবে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা সে কেয়ামতের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করিও না। তোমরা আমার আনুগত্য কর, ইহাই তোমাদের সহজ সরল পথ। (সূরা আয যুখরুফ : আয়াত : ৪৩ : ৫৭-৬১)

মন্তব্য : খ্রীষ্টান ধর্মমতে মহাত্মা যীশু পৃথিবীতে আবার আগমন করিবেন। তাই তিনি বলিতেছেন "আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি" ইসলাম ধর্ম মতেও ঈসা (আ.) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আবার আগমন করিবেন। তাই পবিত্র কুরআন বলিতেছে ঈসা (আ.) হইবে কিয়ামতের একটি নিদর্শন। তিনি পৃথিবীতে আগমন করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তিনি তখন ইসলাম ধর্মই প্রচার করিবেন। তিনি যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র নহেন– তাহা দৃঢ়ভাবে প্রচার করিবেন। তিনি যে, আল্লাহর বান্দা এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত এবং অনুসারী তাহা প্রচার করিবেন। নির্দিষ্ট সময় পর তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন।

সংকটময় মুহূর্তে ঈশ্বর ও শিষ্যরা মহাত্মা যীশুকে পরিত্যাগ করেন

দেখ, এমন সময় আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন স্থানে যাইবে এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে, তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন। (যোহন)

মন্তব্য : শিষ্যরা বলিয়াছিল আমরা আমাদের প্রাণ অপেক্ষাও মহাত্মা যীশুকে ভালবাসি। কিন্তু মহাত্মা যীশু বলিতেছেন তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং মহাত্মা যীশুকে পরিত্যাগ করিবে। তথাপি তিনি একাকী নহেন কারণ পিতা তাহার সঙ্গে আছেন। মহাত্মা যীশু যখন ইহূদীদের হাতে ধৃত হন, তখন শিষ্যরা সকলেই পালাইয়া যায়।

আবার মহাত্মা যীশুকে যখন ক্রুশে দেওয়া ইহল, তখন মহাত্মা যীশুই বলিতেছেন “এলি, এলি, লামা সাবাকতানী” অর্থাৎ প্রভু তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছ।

মহাত্মা যীশু নিজেই ইহুদীদের হাতে ধরা দেওয়া

এই সমস্ত বলিয়া যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়া কিদ্রোন স্রোত পার হইলেন, সেখানে এক উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন।

আর যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু অনেকবার আপন শিষ্যগণের সহিত সেই স্থানে একত্র হইতেন। অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে সেখানে আসিল। তখন যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল নাসরতীয় যীশুর, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “আমিই তিনি” আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন “আমিই তিনি” তাহারা পিছাইয়া গেল ও ভূমিতে পড়িল। পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। যীশু উত্তর কহিলেন, আমি তো তোমাদিগকে বলিলাম যে, “আমিই তিনি,” অতএব তোমরা যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে দাও যেন তিনি এই যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয়, তুমি আমাকে যে সকল লোক দিয়াছ, আমি তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই। (যোহন : ১৮ : ১-৯)

মন্তব্য : যিহূদা মহাত্মা যীশুকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য, পদাতিকগণকে মশাল, দীপ ও অস্ত্র সস্ত্র লইয়া মহাত্মা যীশুকে ধরিতে আসিল। তখন মহাত্মা যীশু নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া দুইবার বলিলেন আমিই যীশু স্বয়ং নিজেই ধরা দিলেন। অথচ মথি, মার্ক, লুক তিনজনই বলিতেছেন– যিহূদা যাহাকে সঙ্কেতস্বরূপ কপট চুম্বন করিবেন তিনিই মহাত্মা যীশু এবং তিনি চুম্বন করিয়াছেন। (মথি : ২৬ : ৪৮, মার্ক : ১৪ : ৪৪, লুক : ২২ : ৪৭)

যোহনের বাইবেলে দেখা যায় শিষ্যরা কেহই পলায়ন করে নাই। এমন কি যিহূদার উপরও মহাত্মা যীশুকে চুম্বনের অভিযোগ নাই। বরং মহাত্মা যীশু বলিলেন ইহাদিগকে অর্থাৎ শিষ্যদিগকে যাইতে দাও। অপর তিনটি বাইবেল কি বলিল আর যোহন কি বলিতেছেন। কোনটি সত্য?

সময় ছিল রাত্রিকাল তাই তাহারা মশাল, দীপ লইয়া আসিয়াছিলেন। মৌসুম ছিল শীতকাল : কারণ পিতর পদাতিকদের সহিত বসিয়া বিচার প্রাঙ্গনে আগুন পোহাইতেছিলেন। (মার্ক : ১৪ : ৫৪) আর দাসেরা ও পদাতিকেরা কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কারণ শীতকাল ছিল তাহারা আগুন পোহাইতে ছিল, পিতরও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিল। (যোহন : ১৮ : ১৮)

স্থান : মহাত্মা যীশুর ধৃত হইবার স্থান মথি ও মার্কের গেৎশিমানী বাগান। (মথি : ২৬ : ৩৬। মার্ক : ১৪ : ৩২)

লুক মতে গেৎ শিমানী বাগানের জৈতুন পর্বত। (লুক : ২২ : ৩৯)

যোহন মতে কিদ্রোন স্রোত পার হইয়া এক উদ্যানে তিনি ধৃত হন। এই কিদ্রোন স্রোত ও উদ্যান কোথায় তাহার উল্লেখ নাই। মহাত্মা যীশু ভাবিয়াছিলেন শত্রুগণ তাহাকে ধরিতে আসিলে নদীর স্রোত একটি বাধা হইবে এবং একটি অজানা স্থানে আশ্রয় নিয়াছেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন সেই স্থান কেহ জানিতে পারিবে না। যোহনের বাইবেলে দেখা যায় মহাত্মা যীশুকে কেহই চিহ্নিত করিয়া দিতেছে না। একজন ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিতেছেন আমি যীশু। ইহাতে কি প্রমাণ যে তিনিই যীশু? এমনও তো হইতে পারে মহাত্মা যীশুর কোন শিষ্য স্বেচ্ছায় গুরুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেই বলিয়াছেন "আমিই যীশু"। কারণ তিনি বলিতেছেন 'ইহাদিগকে যাইতে দাও' মহাত্মা যীশুও তাহাদের সহিতই বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

পবিত্র কুরআন শরীফও ঘোষণা করে– "তাহারা কখনই তাকে হত্যা করে নাই, তাহারা তাঁহাকে শূলবিদ্ধও করে নাই। তাঁহাদের কাছে এমনি একটা কিছু মনে হইয়াছিল। যাহারা মত বিরোধ করিয়াছিল, তাহারাও সন্দেহে

পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহাদের অনুমানের অনুসরণ ছাড়া সঠিক কোন জ্ঞানই ছিল না এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাহার নিকট তুলিয়া নিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : আয়াত : ৪ : ১৫৭-১৫৮)

ক্রুশ হইতে মহাত্মা যীশুর দেহ নামানো

সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে– কেননা ঐ বিশ্বাম বার মহাদিন ছিল। এই নিমিত্ত যিহূদীগণ পীলাতের নিকটে নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। অতএব সেনারা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির এবং তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তিনি মারা গিয়াছেন; তখন তাহারা পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু একজন সেনা বরশা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে যে, সে সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। (যোহন : ১৯ : ৩১-৩৫)

মন্তব্য : বিশ্রাম বার শনিবার নিস্তার পর্বের দিন। আয়োজনের দিন শুক্রবার দিন ইহূদীদের নিকট অতি পবিত্র দিন। এইদিন তাহারা মিসরের ফিরাউনের নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছে তাই তাহারা ঐ দিন মুক্তির উৎসব নিস্তার পর্ব পালন করিয়া থাকে। এই পবিত্র দিনে যাহাতে মহাত্মা যীশু ও দুইজন ক্রুশ বিদ্ধ দস্যু দুষ্কর্মী ক্রুশে না থাকে, সেই জন্য তখনকার শাসনকর্তা পীলাতের নিকট অনুরোধ জানাইল। ক্রুশে মৃত্যু খুব আস্তে আস্তে হয়, যাহাতে অপরাধী খুব কষ্ট পাইয়া মৃত্যু বরণ করে এবং মৃত্যুতে অনেক সময় লাগে।

তাই ইহূদীগণ মহাত্মা যীশু ও দুই দুষ্কর্মী যাহাতে পালাইয়া যাইতে না পারে, তাই তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য পীলাতের নিকট অনুরোধ জানাইল। পীলাত তাহা মনজুর করিলেন।

অতএব সেনারা আসিয়া দুষ্কর্মী দুই ব্যক্তির পা ভাঙ্গিয়া দিল কিন্তু মহাত্মা

যীশুর নিকট আসিয়া দেখিতে পাইলেন– মহাত্মা যীশু মারা গিয়াছেন, তাই তাঁহার পা আর ভাঙ্গা হইল না। কিন্তু একজন পরীক্ষা স্থলে তাঁহার কুক্ষিদেশ বরশা দিয়া বিদ্ধ করিল, তাহাতে দেখা গেল তাঁহার বক্ষদেশ হইতে রক্ত ও জল বাহির হইল। মহাত্মা যীশুর নাড়ী ও হৃদস্পন্দন কিছুই পরীক্ষা করা হইল না, অথচ ডাক্তার ছাড়াই সৈন্যদের পরীক্ষাকেই তাহার মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। তাই মহাত্মা যীশু কি সত্যিই মারা গিয়াছিলেন, নাকি জীবিত ছিলেন– তাহার কোন সুনিশ্চিত পরীক্ষা হয় নাই। অধিকন্তু মৃত ব্যক্তির বক্ষ হইতে রক্ত ও জল বাহির হইতে পারে না, ইহা শুধু জীবিত ব্যক্তির হইতে পারে। দুই পা ভাঙ্গার পর মহাত্মা যীশুর পা ভাঙ্গিবার জন্য, মহাত্মা যীশুর নিকট আগমন করেন– ইহাও সন্দেহের বা প্রশ্নের উদ্রেক করিতেছে।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক শিষ্যদের পা ধোয়ানো

নিস্তার পর্বের পূর্বে যীশু, এই জগৎ হইতে পিতার কাছে আপনার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত জানিয়া জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত প্রেম করিলেন। আর রাত্রি ভোজের সময়ে– দিয়াবল তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার হৃদয়ে স্থাপন করিলে পর– তিনি জানিলেন, যে, পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন; জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন। পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন এবং গামছা দ্বারা কটি বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শিমোন পিতরের নিকটে আসিলেন। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু কহিলেন যাহা করিতেছি এক্ষণে তুমি তাহা জান না পরে জানিবে। পিতর কহিলেন আপনি কখনও পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তোমাকে ধৌত না করি, তবে আমার সহিত তোমার কোন অংশ নাই। শিমোন পিতর বলিলেন, প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত ও মাথা ও ধুইয়া দিবেন। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, সে স্নান

করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে তাহার প্রয়োজন নাই, সে তো সর্বাঙ্গে শুচি; আর তোমরা শুচি, কিন্তু সকলে না। কেননা যে ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে তিনি জানিতেন; এই জন্য বলিলেন, তোমরা সকলে শুচি নহ। যখন তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া পুনর্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদের পরস্পর পা ধোয়ান উচিৎ? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর। (যোহন : ১৩ : ১-১৫)

মন্তব্য : এই ঘটনাটি যোহনের বাইবেল ব্যতীত অন্য কোন বাইবেলে উল্লেখ নাই। মহাত্মা যীশু এই ঘটনাটি দ্বারা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সকল মানব জাতির জন্যই ইহা অনুকরণীয়। মহাত্মা যীশু বলিতেছেন যে স্নান করিয়াছে, সে সর্বাঙ্গে শুচি। তাহা হইলে পা, শরীরেরই অংশ তাহাই ধুইবার কি প্রয়োজন। কিন্তু মহাত্মা যীশু ইহা করিয়াছেন শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য যেন তাঁহার অনুসারীগণ এইরূপ পালন করেন।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাঁহার অনুসারীগণ ইহা পালন করা তো দূরের কথা বরং এটম বোম ফেলিয়া, ক্লাসটার বোমা ফেলিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে পাঁচ লক্ষাধিক নিরীহ জনগণ বোমার আঘাতে নিহত হইয়াছেন। হিরোশিমা, নাগাসাকী, জাপানে এটম বোমায় লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

'ইউকেরিষ্ট লাষ্টসাপার' বা শেষ ভোজপর্বের কথা যোহনের বাইবেলে উল্লেখ নাই।

মহাত্মা যীশুর ছদ্মবেশ ধারণ

আর (মগ্দলীনী মরিয়ম) দেখিলেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, একজন তাঁহার শিয়রে, অন্যজন পায়ের দিকে বসিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, লোকে আমার প্রভুকে

লইয়া গিয়াছে, কোথায় রাখিয়াছে, জানি না। ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন যীশু দাঁড়াইয়া আছেন। কিছু চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নারী রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাঁহাকে বাগানের মালী মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন আমায় বলুন। কোথায় রাখিয়াছেন আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব। যীশু তাহাকে বলিলেন, মরিয়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাহাকে কহিলেন, "রব্বুনি"। ইহার অর্থ হে গুরু। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিওনা, কেননা, এখনও আমি উর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই, কিন্তু তুমি আমার সহগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর তাহাদের নিকটে আমি উর্ধ্বে যাই। তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। (যোহন : ২০ : ১২-১৮)

মন্তব্য : মগ্দলীনী মরিয়ম একজন মহিলা হইয়াও চরম ভক্তি ও ভালবাসায় মহাত্মা যীশুর কবরে মহাত্মা যীশুকে দেখিতে আসিলেন। অথচ শিষ্যরা যাহারা সর্বদা মহাত্মা যীশুর সঙ্গে থাকিতেন, তাহারা কেহই কবরের ধারে কাছেও আসিলেন না। তাহারা তাঁহাদের প্রাণের ভয়ে আসিলেন না। তাহারা ইহূদীদিগকে ভয় করিতেন। তাঁহারা নিজের প্রাণকে মহাত্মা যীশু হইতেও অধিক ভালবাসিতেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলিয়াও মগ্দলীনী মরিয়ম মহাত্মা যীশুকে চিনিতে পারিলেন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা যীশু জীবিত ছিলেন– তাই তিনি ইহূদীদের ভয়ে মালির বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

আরো হেয়ালীপূর্ণ বিষয় হইল– মহাত্মা যীশু মরিয়মকে বলিলেন আমাকে স্পর্শ করিও না, কারণ আমি এখনও উর্ধ্বে নীত হই নাই। অথচ লুকের বাইবেলে আছে, মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে বলিলেন তোমরা আমার হাত, পা স্পর্শ করিয়া দেখ আমি রক্ত মাংসের মানুষ। আমাকে ভাজা মাছ দাও আমি খাইব এবং তিনি ভাজা মাছ খাইলেন। কারণ কয়েকদিন ধরিয়া তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন।

"আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখনও তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তখন তাহারা তাঁহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।" (লুক : ২৮ : ৩৯-৪৩)

ইহাতে বুঝা যায় যাহাকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল তিনি মহাত্মা যীশু নহেন। অন্য কোন ব্যক্তিকে "দশ চক্রে ভগবান ভূত" এর মত চক্রে ক্রুশে চড়ান হইয়াছে।

"জুদাসের রূপান্তর" পৃষ্ঠা : ৮৮ দ্রষ্টব্য

"পবিত্র কুরআন শরীফ বলে" [তাহারা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁহার মাতা] উভয়ই মানুষের মতই খাবার খাইতেন।" (সূরা মায়েদা : আয়াত : ৫ : ৭৫)

মহাত্মা যীশুর কবর হইতে পুনরুত্থান ও মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দান

সপ্তাহের প্রথমদিন প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন, কবর হইতে পাথরখানা সরানো হইয়াছে। (যোহন : ২০ : ১)

ইহা বলিয়া তিনি (মগ্দলীনী মরিয়ম) পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু। (যোহন : ২০ : ১৪)

তিনি তাঁহাকে বাগানের মালী মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে (মহাত্মা যীশুকে) লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন। আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব। যীশু তাহাকে বলিলেন, মরিয়ম।... (যোহন : ২০ : ১৫, ১৬)

... কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি উর্ধ্বে যাই। তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া

এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। (যোহন : ২০ : ১৭, ১৮)

বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ মহাভূকম্প হইল, কেননা প্রভুর একদূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন। (মথি : ২৮ : ১, ২)

বিশ্রাম দিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবর মাতা মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি ক্রয় করিলেন যেন গিয়া তাহাকে মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁহারা অতি প্রত্যুষে সূর্য উদিত হইলে, কবরের নিকটে আসিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১, ২)

বিশ্রাম বারে তাঁহারা বিধি মতে বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে তাঁহারা কবরের নিকটে আসিলেন, যে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আসিলেন। (লুক : ২৪ : ১)

মন্তব্য : মথির বাইবেলে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরায় এইখানে মগ্দলীনী মরিয়মের মহাত্মা যীশুর কবরে আগমনের কথা বর্ণনা করা হইল।

সময় : মথির বাইবেল মতে মগ্দলীনী মরিয়ম মহাত্মা যীশুর কবর দেখিবার জন্য সপ্তাহের প্রথম দিন, ঊষারম্ভে আগমন করিয়াছিলেন। মার্কের মতে সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে আগমন করিয়াছেন। যোহনের বাইবেল মতে সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে আগমন করিয়াছিলেন। কথায় কত অমিল সময় সম্বন্ধে কেহ বলিতেছেন, ঊষারম্ভে, কেহ বলিতেছেন সূর্য উদিত হইলে, কেহ বলিতেছেন সপ্তাহের প্রথম প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে। আগমনকারীদের বিবরণ : কেহ বলিতেছেন মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম– দুইজন। কেহ বলিতেছেন– মগ্দলীনী মরিয়ম যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং শালোমী– তিনজন।

লুক বলিতেছেন– গালীল হইতে যে সকল স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন– তাহারা অর্থাৎ অনেকে। যোহন বলিতেছেন– শুধু মগ্দলীনী মরিয়ম– মাত্র একজন। কি উদ্দ্যেশে কবরের নিকটে আসিয়াছিলেন : যোহন ও মথি বলিতেছেন শুধু

কবর দেখিতে আসিয়াছিলেন। মার্ক ও লুক বলিতেছেন– সুগন্ধি মাখাইতে কবরের নিকট আসিয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে, তাহার দেহ কবরে অবস্থান করিতেছে। তাঁহাকে কিভাবে সুগন্ধি মাখাইবার জন্য তাহারা কবরের কাছে আসিলেন।

মহাত্মা যীশু দ্বিতীয় দর্শনপূর্বক শিষ্যদিগকে পাপ মোচন করা ও পাপ মোচন না করার ক্ষমতা প্রদান

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদীদের ভয়ে রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাড়াইলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের "শান্তি হউক", ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া শিষ্যেরা আনন্দিত হইলেন। তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে কহিলেন "তোমাদের শান্তি হউক", পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে "ফু" দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর", তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল, যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল। (যোহন : ২০ : ১৯-২৩)

মন্তব্য : এখানে দেখা যায় দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় তিনি শিষ্যদের মধ্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যেহেতু তিনি 'আত্মা' তাই তাঁহার জন্য দ্বার খোলার দরকার নাই। অপর পক্ষে দেখা যায় কবর হইতে উঠিবার সময় কবরের মুখের পাথরখানা না সরাইলে তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। এইখানে আবার তিনি শিষ্যদেরকে আপনার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন– যাহাতে কোন জখমের দাগ নাই। দুইটি অবস্থার পরস্পর অমিল প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা যীশু জীবিত ছিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয় নাই।

এই ঘটনা দ্বারাই খ্রীষ্টান ধর্মে যাজকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। পাপ মোচন করা ও মোচন না করা যাজকদেরই ক্ষমতা। লোকেরা পাপ করিলেও, যাজকেরা ক্ষমা করিয়া দিলেই, তাহা ক্ষমা হইয়া যাইবে। তাই খ্রীষ্টান ধর্মে যাজকেরা

"স্বর্গের সার্টিফিকেট" দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাই যাজকদেরকে পয়সা দিয়া 'স্বর্গের সার্টিফিকেট" কেনা যাইবে। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি অন্যায় অবিচার করিয়াও "স্বর্গের সার্টিফিকেট' কেনা যাইবে। যাহারা 'সার্টিফিকেটের' টাকা বহন করিতে পারিবেন, তাহারা স্বর্গ পাইবেন। আর যাহারা টাকা বহন করিতে পারিবেন না, তাহাদের স্বর্গের গ্যারান্টি নাই। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এসব অনুমোদন করে না। যে পাপ করিবে, তাহার ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। যে নেক কাজ করিবে তাহার ফলও তিনিই ভোগ করিবেন। তবে আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান তিনি যাহাকে ক্ষমা বা মার্জনা করিবেন তিনি অবশ্যই ক্ষমা পাইবেন। যাহাকে ক্ষমা করিবেন না, তিনি ক্ষমা পাইবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়বান ও ক্ষমাকারী।

থোমা শিষ্য কর্তৃক মহাত্মা যীশুর হাত ও কুক্ষিদেশ পরীক্ষাকরণ

যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা সেই বারোজনের একজন, যাহাকে দিদুম বলে, তিনি তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য শিষ্যরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই পেরেকের স্থানে আমার আঙ্গুলি না দিই এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহমধ্যে ছিলেন এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রূদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, "তোমাদের শান্তি হউক"। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এদিকে তোমার আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত দুখানি বাড়াইয়া দেও এবং অবিশ্বাসী হইওনা, বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার'। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাঁহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল। (যোহন : ২০ : ২৪-২৯)

আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং, আমাকে স্পর্শ কর, আর

দেখ, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এইরূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখন তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছিলেন, তাই তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তখন তাঁহারা তাহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন। (লুক : ২৪ : ৩৯-৪৩)

যীশু তাঁহাকে (মরিয়মকে) বলিলেন মরিয়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন "রব্বুনি"। ইহার অর্থ হে গুরু। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই। (যোহন : ২০ : ১৭)

মন্তব্য : আত্মার অস্থি ও মাংস থাকে না। আত্মা হইতেছে আধ্যাত্মিক বিষয়। আত্মার হাত ও পায়ে পেরেকের দাগ থাকিতে পারে না। মহাত্মা যীশু থোমাকে হাত বাড়াইয়া হাত পা ও কুক্ষিদেশ দেখিতে বলিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বলিলেন। লুক বাইবেল ও বলিতেছে মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে বলিতেছেন যে, আত্মার অস্থি ও মাংস নাই। কিন্তু তিনি অস্থি মাংসযুক্ত মানুষ। তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্য শিষ্যদিগকে বলিলেন। তাহাতেও শিষ্যদের অবিশ্বাস দূর হইতে ছিল না। তাই তিনি একখানি ভাজা মাছ খাইয়া প্রমাণ করিলেন তিনি অস্থি মাংস যুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষ। আত্মার তো খাদ্যের প্রয়োজন নাই।

ইহাতে প্রমাণিত হয় 'প্রকৃত যীশু' ক্রুশ বিদ্ধ হন নাই। হয়ত মহাত্মা যীশুর পরিবর্তে অন্য কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছে। রূপান্তরিত জুদাসকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। পৃষ্ঠা : ৮৮ দ্রষ্টব্য

পবিত্র কুরআন শরীফও বলে– "তাহারা কখনই হত্যা করে নাই, তাহারা তাঁহাকে শূলবিদ্ধও করে নাই। তাহাদের কাছে এমনি একটা কিছু মনে হইয়াছিল। তাহারা সন্দেহে পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহাদের অনুমানের অনুসরণ ছাড়া, সঠিক কোন জ্ঞানই ছিল না এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে তাহার

নিকট তুলিয়া নিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা : আয়াত : ৪ : ১৫৭-১৫৮)

আবার দেখা যায় মহাত্মা যীশু মরিয়মকে বলিতেছেন আমাকে স্পর্শ করিওনা, কেননা আমি এখনও উর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই। অথচ থোমাকে বলিতেছেন অঙ্গুলি বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া দেখিতে। তাহার হাত পা ও কুক্ষিদেশ দেখিতে অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেখিতে বলিতেছেন- কত পরস্পর বিরোধী বর্ণনা!

যোহনের বাইবেলের লেখক, লেখক নিজেই

সেই শিষ্যই এই সকল বিষয় সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল কথা লিখিয়াছেন, আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। (যোহন : ২১ : ২৪)

মন্তব্য : ইহা লেখার একটি ষ্টাইল। লেখক নিজেকে গোপন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির মত নিজেকে প্রকাশ করেন। এইরূপ লেখার মধ্যে একটি মাধুর্য আছে। লেখক নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিলে, তাহাতে আত্ম অহংকার প্রকাশ পায়। নিজেকে একজন ক্ষুদ্র লোক হিসাবে প্রকাশ করেন। তাই এইরূপ লিখিয়া থাকেন।

১১. প্রেরিতদের কার্যবিবরণ অধ্যায়

লুক কর্তৃক মহামহিম থিয়ফিলকে মহাত্মা যীশুর স্বর্গারোহণের পরের ঘটনার বর্ণনা প্রদান

ইস্করিয়োতীয় যিহূদার মৃত্যু

সেই সময়ে একদিন- যখন অনুমান একশত কুড়িজন একস্থানে সমবেত ছিলেন- তখন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহাদের পথ প্রদর্শক হইয়াছিল যে যিহূদা, তাহার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ দ্বারা অগ্রে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত এবং এই পরিচর্যার অধিকার প্রাপ্ত ছিল। সে অধর্মের বেতন দ্বারা একখানা ক্ষেত্র লাভ করিল এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার

উদর ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল, আর যেরূশালেমনিবাসী সকল লোকে তাহা জানিতে পারিয়াছিল, এই জন্য তাহাদের ভাষায় ঐ ক্ষেত্র 'হকল দামা' অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র নামে আখ্যাত। (প্রেরিত : ১ : ১৫-১৯)

তখন যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া সেই ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া দিল, আর কহিল, নির্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি। তাহারা বলিল, আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝিবে। তখন সে ঐ মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। পরে প্রধান যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া কহিল, ইহা ভাণ্ডারে রাখা বিধেয় নয়। কারণ ইহা রক্তের মূল্য। পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের কবর দিবার জন্য ঐ টাকায় কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। এইজন্য অদ্য পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রকে 'রক্তের ক্ষেত্র' বলে। (মথি : ২৭ : ৩-৮)

মন্তব্য : মার্ক, লুক ও যোহনের বাইবেলে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু লুকেরই প্রবন্ধে আবার ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লুক ও মথির বর্ণনায় কোন মিল নাই। লুক বলিতেছেন ঐ টাকা দ্বারা ইষ্করিয়োতীয় যিহূদা একখানা ক্ষেত্র লাভ করিল। আর মথির বাইবেলে বলা হইতেছে যিহূদা ঐ টাকা প্রধান যাজকদের নিকট ফিরাইয়া দিল। কিন্তু তাহারা ঐ টাকা গ্রহণ না করায় যিহূদা ঐ টাকা মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল। প্রেরিত অধ্যায় অনুসারে– যিহূদা অধোমুখে পতিত হইলে, তাহার পেট ফাটিয়া নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া মৃত্যু বরণ করিল। যিহূদা যে স্থানে পতিত হন সেই স্থানকে 'হকল দামা' বা 'রক্ত ক্ষেত্র' নামে পরিচিতি হইল। 'হকল দামা' হিব্রু ভাষা। মথির বাইবেল মতে যিহূদা গলায় দড়ি দিয়া আত্ম হত্যা করিল। মথির বাইবেল মতে প্রধান যাজকগণ ঐ টাকা মন্দির হইতে লইয়া বিদেশীদের জন্য কবর স্থান ক্রয় করিল। ঐ স্থানকে 'রক্ত ক্ষেত্র' বলা হইয়া থাকে।

মাটিতে পতিত হইবা মাত্র পেট ফাটিয়া নাড়িভুঁড়ি বাহির হওয়া একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা।

মথির বর্ণনা মতে ইস্করিয়োতীয় যিহূদা গলায় দড়ি দিয়া আত্মা হত্যা করিল। আর লুকের বর্ণনা মতে ইস্করিয়োতীয় যিহূদা অধোমুখে পতিত হইয়া, পেট ফাটিয়া, নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া মারা গেল। দুই রকম বর্ণনা। কোনটি সত্য?

পঞ্চাশতমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ

পরে পঞ্চাশতমীর দিন উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে, এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক লোক সমাগত হইল এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেকজন আপন আপন ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা কহিতে শুনিতেছিল। তখন সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেকজন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি? (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ : ২ : ১-৮)

পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদিয়া, পান্থ ও আসিয়া, ফরুগিয়া ও পামফুলিয়া, মিসর এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীনীর নিকটবর্তী অঞ্চল নিবাসী, লোক, ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি। এইরূপে তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল ও হতবুদ্ধি

হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহার ভাব কি? অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষা রসে মত্ত হইয়াছে। কিন্তু পিতর এগারোজনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন– হে যিহূদী লোকেরা, হে যেরূশালেম নিবাসী সকলে, তোমরা জ্ঞাত হও এবং আমার কথায় কর্ণপাত কর। কেননা তোমরা যে অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত, তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তিন ঘটিকা মাত্র।... (প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ : ১-১৫)

মন্তব্য : আকাশ হইতে 'অগ্নিবৎ জিহ্বা' পতিত হইল ইহা একটি আজগুবি কাহিনী। জিহ্বা এগারো জনের উপর আবিষ্ট হইল এবং এগারো জনই বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতে ছিল। কিন্তু সেইখানে চৌদ্দটি অঞ্চলের লোক উপস্থিত ছিল। এগারোজন লোক একই সময়ে চৌদ্দটি ভাষায় কিভাবে কথা বলিল। পিতর দীর্ঘক্ষণ দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলিলেন তখন বেলা তিন ঘটিকা– তিন ঘটিকা সময় কেহ মদ পান করে না। তাই তাহারা নেশাগ্রস্ত ছিলেন না।

"পিতর আরো বলিলেন নাসরতীয় মহাত্মা যীশু পরাক্রম কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তাহাদের নিকট প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহার দ্বারা ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে এই সকল কার্য করিয়াছেন।" প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ : ২২ ইহাতে বুঝা যায় মহাত্মা যীশু মানুষ ছিলেন। তাই তাহারা তাঁহাকে আবার ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর বলিয়া কিভাবে গণ্য করেন। পিতর যেরূশালেম নিবাসী লোকদিগকে কোন ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যদি কোন একটি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তবে অন্য ভাষাভাষীদের বুঝিবার উপায় কি?

মহাত্মা যীশু দাউদের ঔরসজাত বলিয়া দাবী ও মহাত্মা যীশুর উত্থানের সকলেই সাক্ষী বলিয়া দাবী

ভাল, তিনি ভাববাদী ছিলেন এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাহার ঔরসজাত' একজনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন, অতএব পূর্ব হইতে দেখিয়া তিনি খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাহাকে পাতালে পরিত্যাগ করা হয় নাই,

তাহার মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই। এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী। (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ : ২ : ৩০-৩২)

মন্তব্য : উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি পিতরের দীর্ঘ বক্তৃতার একটি অংশ। পিতর বলিতেছেন মহাত্মা যীশু দাউদের ঔরসজাত। কিন্তু বংশ তালিকায় দেখা যায় 'ইউসুফ' দাউদের অধঃস্তন পুরুষ। কিন্তু মহাত্মা যীশু তাঁহার (ইউসুফের) সন্তান নহেন। মহাত্মা যীশু মরিয়মের সন্তান। দাউদ বলিতেছেন তাহার ঔরসজাত একজনকে ঈশ্বর, দাউদের সিংহাসনে বসাইবেন। কিন্তু মহাত্মা যীশু সেই ব্যক্তি নহেন। কারণ মহাত্মা যীশু সিংহাসনে বসেন নাই, রাজত্বও করেন নাই। মহাত্মা যীশুকে ঈশ্বর কবর হইতে উঠাইয়াছেন– পিতর বলিতেছেন তাহারা সকলেই ইহার সাক্ষী। কিন্তু মহাত্মা যীশুকে কবর দেওয়া ও কবর হইতে উত্থান কোনটার সময়ই তাহারা উপস্থিত ছিলেন না, তাহারা শুধু শুনিয়াছেন। তাই তাহারা সকলে কিভাবে ইহার সাক্ষী হইলেন।

পরজাতীয়গণের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞার লঙ্ঘন

পরে প্রেরিতরা এবং যিহূদিয়াস্থ ভ্রাতৃগণ শুনিতে পাইলেন যে, পরজাতীয় লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যগ্রহণ করিয়াছেন। আর যখন পিতর যিরূশালেমে আসিলেন, তখন ছিন্নত্বক লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিলেন, তুমি অছিন্নত্বক লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছ ও তাহাদের সহিত আহার করিয়াছ। (প্রেরিত : ১১ : ১-৩)

অতএব, তাহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলে পর, যেমন আমাদিগকে, তেমনি তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর সমান বর দান করিলেন, তখন আমি কে, যে ঈশ্বরকে নিবারণ করিতে পারি? এই কথা শুনিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন এবং ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, কহিলেন, তবে তো ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীবনার্থক মন পরিবর্তন দান করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তখিয়া পর্যন্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কেবল যিহূদীদেরই নিকটে বাক্য প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কুপ্রীয় ও কুরীনীয় লোক ছিল; ইহারা আন্তখিয়াতে আসিয়া গ্রীকদের নিকটেও কথা কহিল, প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিল। আর প্রভুর হস্ত তাহাদের সহবর্তী ছিল এবং বহু সংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। পরে তাহাদের বিষয় যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর কর্ণগোচর হইল; তাহাতে ইহারা আন্তখিয়া পর্যন্ত বার্নবাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দ করিলেন এবং সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, যেন তাহারা হৃদয়ের একাগ্রতায় প্রভুতে স্থির থাকে; কারণ তিনি সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসেও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর বিস্তর লোক প্রভুতে সংযুক্ত হইল। পরে তিনি শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া আন্তখিয়াতে আনিলেন। আর তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসরকাল মণ্ডলীতে একত্র হইতেন এবং অনেক লোককে উপদেশ দিতেন, আর প্রথমে আন্তখিয়াতেই শিষ্যরা 'খ্রীষ্টীয়ান' নামে আখ্যাত হইল। (প্রেরিত : ১১ : ১৭-২৬)

তাঁহারই বংশ হইতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রাইলের নিমিত্ত এক ত্রাণকর্তাকে, যীশুকে উপস্থিত করিলেন, তাহার আগমনের অগ্রে যোহন সমস্ত ইস্রাইল-জাতির কাছে মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আর যোহন আপন নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়িতে দৌড়িতে এই কথা কহিতেন, তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলিয়া মনে কর? আমি তিনি নহি; কিন্তু দেখ আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি। (প্রেরিত : ১৩ : ২৩-২৫)

মন্তব্য : এই বিষয়টি মথির বাইবেলে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন আমি ইস্রাইল কুলের হারানে মেষদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং পরজাতীয়গণকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা মহাত্মা যীশুর আদেশের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। পিতর মহাত্মা যীশুর শিষ্য হইয়া কিভাবে মহাত্মা যীশুর আদেশ লঙ্ঘন করিলেন।

বার্নবা ও যিরূশালেম হইতে আন্তখিয়াতে আসিয়া দেখিলেন বহু অ-ইহূদী খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছেন। তাহাতে বার্নবাও আনন্দিত

হইয়াছিলেন। বার্নবা তার্ষ নগরীতে গিয়া পলের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং পলকে আন্তখিয়াতে নিয়া আসিলেন।

এইখানেই ধর্মান্তরিত লোক সকল "খ্রীষ্টীয়ান" নামে খ্যাত হইলেন। অথচ বাইবেলের নূতন নিয়মের কোথাও খ্রীষ্টীয়ান শব্দের উল্লেখ নাই। পলই এই খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

সাধু পলই, যোহন ভাববাদীর দ্বারা, মহাত্মা যীশুর আগমনের পূর্বেই, ইস্রাইল জাতির মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিলেন। সাধু পল কর্তৃক ইহা একটি কারচুপি। কারণ বাইবেলের নূতন নিয়মের কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। সাধু পল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়াছেন, বহু কষ্টও ভোগ করিয়াছেন। সর্বশেষ তিনি রোমেও গিয়াছিলেন। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই সারা ইউরোপ মহাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। সাধু পল না থাকিলে, ইউরোপে আজ খ্রীষ্টান ধর্ম থাকিত না। হয়ত : সেখানে ইহূদী ধর্মই বিরাজ করিত ও দেব দেবীর ধর্মই থাকিত। পল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ১৪টি চিঠিও লিখিয়াছেন।

এখানে উল্লেখ হিব্রু "মসী" আরবী 'মসিহ' শব্দের অর্থ "খ্রীষ্ট বা অভিষিক্ত" উহা হইতেই খ্রীষ্টীয়ান শব্দের উৎপত্তি।

মান চিত্রে দেখা যায় আন্তিয়খিয়া সিরিয়ার মধ্যে একটি স্থান, আবার দেখা যায় ফরুগিয়ার অন্তর্গত একটি স্থান। এইখানে সম্ভবত : ফরুগিয়ার অন্তর্গত স্থানকেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ এইখানে অনেক গ্রীক বাস করিতেন।

তার্ষ নগরী ফিলিকিয়া দেশের অন্তর্গত।

ঈশ্বর জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু ও মানব জাতির সৃষ্টিকারী

ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্ত নির্মিত মন্দিরে বাস করেন না;

কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাহাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন;

যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোন মতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া তাহার উদ্দেশ পায়; অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন। (প্রেরিত : ১৭ : ২৪-২৭)

মন্তব্য : সাধু পলের উপরোক্ত বক্তব্যগুলিতে তিনি বিশ্বসৃষ্টি, মনুষ্য সৃষ্টি, ভূতলে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত মানুষের অবস্থান এবং তিনি সকলেরই নিকটে আছেন ইত্যাদি অকপটে স্বীকার করিতেছেন। ইহা বহুলাংশে ইসলাম ধর্মের সহিত মিল রহিয়াছে। পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে– "তিনি আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছুকে ছয়টি সময়ে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সূরা : হূদ : ১১ : ৭)

পবিত্র কুরআন শরীফ ঘোষণা করে তোমাদের মালিককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি সত্তা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে জুড়ি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের (এই আদি জুড়ি) হইতে বহু সংখ্যক নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়াইয়া দিয়াছেন, তোমরা ভয় কর আল্লাহ তায়ালাকে, যাহার নামে তোমরা একে অপরের কাছে দাবী কর এবং গর্ভ ধারিণী (মা) কে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন।" (সূরা আন নিসা : ৪ :১)

পবিত্র কুরআন শরীফ ঘোষণা করিতেছে– আল্লাহ তায়ালা মানুষদের তাহাদের নাফরমানীর জন্যে যদি পাকড়াও করিতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীর বুকে কোন জীবকেই তিনি ছাড়িয়া দিতেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এক বিশেষ সময় সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন, অতঃপর যখন সেই সময় তাহাদের সামনে আসিয়া হাজির হয়, তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব করিতে পারে না, তাহাকে তাহারা একটুখানি আগাইয়াও আনিতে পারে না। (সূরা আন নাহল : ১৬ : ৬১)

যিরূশালেমে পলের বক্তৃতা, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও প্রচার

ভ্রাতারা ও পিতারা, আমি এক্ষণে আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের কাছে কথা কহিতেছেন শুনিয়া তাহারা আরো শান্ত হইল। পরে তিনি কহিলেন, আমি

যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নগরে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি, পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি, আর আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম। আমি প্রাণ নাশ পর্যন্ত এই পথের প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম। এই বিষয়ে মহা যাজক ও সমস্ত প্রাচীনবর্গ আমার সাক্ষী; তাঁহাদের নিকট হইতে আমি ভ্রাতৃগণের সমীপে পত্র লইয়া দামেশকে যাত্রা করিয়াছিলাম; যাহারা তথায় ছিল, তাহাদিগকেও বাঁধিয়া যিরুশালেমে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, যেন তাহাদের দণ্ড হয়। আর যাইতে যাইতে দমেশকের নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে হঠাৎ আকাশ হইতে মহা আলো আমার চারদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম ও শুনিলাম, একবাণী আমাকে বলিতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? আমি উত্তর করিলাম, প্রভু আপনি কে? তিনি আমাকে কহিলেন, 'আমি নাসরতীয় যীশু' যাহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। আর যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না। পরে আমি বলিলাম, প্রভু, আমি কি করিব? প্রভু আমাকে কহিলেন, উঠ দমেশকে যাও, তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।

পরে আমি সেই আলোর তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে আমার সঙ্গীরা হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চলিল, আর আমি দমেশকে উপস্থিত হইলাম। পরে 'অননীয়' নামে এক ব্যক্তি, যিনি ব্যবস্থানুসারে ভক্ত এবং তত্রনিবাসী সমুদয় যিহূদীর কাছে সুখ্যাতিপন্ন ছিলেন, তিনি আমার নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, দৃষ্টিপ্রাপ্ত হও; তাহাতে আমি সেই দণ্ডেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম।

পরে তিনি কহিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন তুমি তাহার ইচ্ছা জ্ঞাত হও এবং সেই ধর্মময়কে দেখিতে ও তাঁহার মুখের বাণী শুনিতে পাও, কারণ তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ ও

শুনিয়াছ, সেই বিষয়ে সকল মনুষ্যের নিকটে তাঁহার সাক্ষী হইবে। আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল। তাহার পরে আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া একদিন ধর্মধামে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে কহিলেন, ত্বরা কর, শীঘ্র যিরূশালেম হইতে বাহির হও, কেননা এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না। আমি কহিলাম, প্রভু, তাহারা তো জানে যে, যাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিত, আমি প্রতি সমাজগৃহে তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিতাম; আর যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি আপনি নিকটে দাঁড়াইয়া সম্মতি দিতেছিলাম ও যাহারা তাঁহাকে বধ করিতেছিল, তাহাদের বস্ত্ররক্ষা করিতেছিলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে পর জাতিগণের কাছে প্রেরণ করিব। (প্রেরিত : ২২ : ১-২১)

মন্তব্য : পল যিরূশালেমে বক্তৃতার সময় নিজেকে জনরোষের ভয়ে ইহূদী বলিয়া পরিচয় দিলেন, অথচ তখন তিনি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার নিজ মাতৃভাষার পরিবর্তে হিব্রুভাষায় বক্তৃতা দিলেন– ইহাও ও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য। জনরোষ নিবারণের জন্য। দামেশকের নিকট নাসরতীয় যীশুর সাক্ষাৎ পাইলেন। মহাত্মা যীশু উত্থানের পর স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি পুনরায় শৌলকে দেখা দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন? এমন ইঙ্গিত তো মহাত্মা যীশু পৃথিবীতে অবস্থান কালে দেন নাই।

আবার দামেশকের পথে পল প্রভুর আলো দেখিতে পাইলেন তাহাতে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারাইলেন। কিন্তু তাহার সঙ্গীরাও আলো দেখিতে পাইলেন কিন্তু তাহারা দৃষ্টি শক্তি হারাইল না এইরূপ কিভাবে হয়? সঙ্গীরা দৃষ্টি হারাইলে পলকে দামেশকে নিয়া যাইত? ইহাতে বুঝা যায় ঘটনাটি সাজানো।

আবার প্রভুর বাণী পল শুনিলেন, কিন্তু সঙ্গীরা শুনিতে পাইলেন না ইহার কারণ কি? পলের প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে– ইহাও একটি সাজানো ঘটনা।

যিরূশালেমে ধর্মধামে মহাত্মা যীশু শৌলকে আবার দেখা দিয়া কহিলেন– ইহাও একটি সাজানো ঘটনা।

যিরূশালেমে ধর্মধামে মহাত্মা যীশু শৌলকে আবার দেখা দিয়া কহিলেন এই স্থান ত্যাগ কর, কারণ তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিবে না। তুমি পরজাতিগণের কাছে গিয়া ধর্ম প্রচার কর। মহাত্মা যীশু তাঁহাকে পরজাতিগণের কাছে প্রেরণ করিলেন। ইহার দ্বারাই তিনি প্রেরিতগণের একজন বলিয়া দাবী করিতেছেন। মনে হয় পল নিজেকে প্রেরিতগণের একজন দাবী করার জন্যই এইরূপ বলিতেছেন। কারণ জীবিত অবস্থায় মহাত্মা যীশু যাহাদেরকে প্রেরিত বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু পল পরজাতীয় ছিলেন। তিনি তার্ষ নগরীতে বাস করিতেন। যিরূশালেমের লোকেরা তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাই তিনি মহাত্মা যীশুর মুখ দিয়া দূরে পরজাতিগণের নিকট প্রেরণের আদেশের কথা বলাইলেন।

যাহাই হইক, পল খ্রীষ্টানধর্মের একজন একনিষ্ঠ মহাধর্ম প্রচারক ছিলেন। জুডিও-খ্রীষ্টানিটি ধর্ম, পলের খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই মহাত্মা যীশুর যে সব সঙ্গী সাথী ও প্রেরিতগণ যিরূশালেমে জেমসের সঙ্গে ছিলেন– তাহারা পলকে মহাত্মা যীশুর মতবাদের একজন বিশ্বাস ঘাতক বলিয়া আখ্যায়িত করেন। পল ছিলেন রোমীয়, তাই তিনি সেই অঞ্চলেই ধর্ম প্রচার করেন। পল না থাকিলে বর্তমান খ্রীষ্টান ধর্মও থাকিত না। তিনি মূলতঃ ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন প্রায় ৬৭ টি জায়গায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করেন। যাহার ফলে আজ প্রায় সারা ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম বিদ্যমান। ইউরোপ হইতে এই ধর্ম আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

পল না থাকিলে, আজ সম্ভবত : ইহূদী ধর্মই ইউরোপে বিরাজ করিত এবং উহা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতে প্রসারিত হইত।

ঈশ্বরের মূর্খতা ও দুর্বলতা

কেননা ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত এবং ঈশ্বরে যে দুর্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল। (করীন্থীয় : ১ : ২৫)

কেননা যিহূদীরা চিহ্ন চায় এবং গ্রীকরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি...। (১ করীন্থীয় : ১ : ২২ : ২৩)

মন্তব্য : ঈশ্বরে মূর্খতা ও দুর্বলতা কোন মাত্রাতেই আরোপ হইতে পারে না। যে মুহূর্তে ঈশ্বরের উপর জ্ঞানের ঘাটতি, কমতি ও শক্তিতে সামান্যতম কমতি আরোপ করা হইবে তৎ মুহূর্তেই তিনি আর ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। ঈশ্বর সকল ঐশ্বরিকগুণের চরম ও পরমপূর্ণ অধিকারী। শুধু মানুষের মধ্যে গুণের ঘাটতি থাকিতে পারে।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নিরানব্বইটি পূর্ণগুণের উল্লেখ আছে। "তাহাদের বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছুই তিনি জানেন, তাহার জানা বিষয়সমূহের কোন কিছুই তাহার সৃষ্টির কাহারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হইতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাহাকেও দান করিয়া থাকেন (তবে তাহা ভিন্ন কথা) তাঁহার বিশাল ক্ষমতা আসমান ও যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এই উভয়টির রক্ষা করার কাজ কখনো তাহাকে পরিশ্রান্ত করে না। তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান"। (সূরা আল বাকারা : ২ : ২৫৫)

"নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর একক ক্ষমতাবান"। (সূরা আল ইমরান : ৩ : ২৬)

মানুষ ঈশ্বরের মন্দির

তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই। (১ করীন্থীয় : ৩ : ১৬, ১৭)

মন্তব্য : ইহা সাধু পল কর্তৃক করীন্থীয়দের প্রতি পত্রদ্বারা উপদেশ। ঈশ্বর মানুষের অন্তরে বাস করেন। ইসলামে ইহা সুফীবাদ। সুফীবাদ প্রকৃত পক্ষে ইসলাম সমর্থন করেনা, যদি তাহা শরীয়ত বিরোধী হয়। মানুষের অন্তর সসীম, ঈশ্বর অসীম। সসীম অসীমকে কিভাবে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারে? এই মত সিদ্ধ নহে। অসীম সসীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে, অসীম আর অসীম থাকে না, সসীম হইয়া যায়। ঈশ্বরের আত্মা কি জিনিস।

ঈশ্বর ঈশ্বরের মতই। তাহার সহিত কাহারো তুলনা ও উপমা চলেনা। পবিত্র কুরআন শরীফ বলে– তাহার মত কোন কিছুই নাই। "তাহার সমকক্ষ কেহই না।" (সূরা আল ইখলাস : ১১২ : ৪)

বিবাহ সম্বন্ধে মতবাদ

কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, যাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং আপনি আপন ইচ্ছা সম্বন্ধে কর্তা, সে যদি আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। অতএব যে আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে এবং যে না দেয় সে আরও ভাল করে। (১ করীন্থীয় : ৭ : ৩৭, ৩৮)

মন্তব্য : এইখানে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে আপন কন্যার বিবাহ না দেয় আরো ভাল করিতেছে অর্থাৎ বিবাহ দেওয়ার চাইতে না দেওয়া বেশী ভাল। এইখানে দেখা যায় কন্যার মতামতের কোন গুরুত্ব নাই। পিতা বা কর্তার মতামতই প্রধান নিয়ামক।

কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফ বলে "আর যদি তোমাদের আশংকা থাকে যে, তোমরা অনাথ মহিলাদের মাঝে ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন ও তিনজন ও চারজনকে বিবাহ করিয়া নেও, কিন্তু যদি তোমাদের এই ভয় হয় যে, তোমরা ন্যায় করতে পারবে না, তাহা হইলে একজনই (যথেষ্ট)। কিম্বা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত। সীমালঙ্ঘন হইতে বাঁচিয়া থাকিবার ইহাই হইতেছে সহজতর (পন্থা)।" (সূরা নিসা : ৪ : ৩)

পবিত্র হাদীস শরীফেও আছে "বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত হইতে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নহে।" হাদীসে আরো আছে বিবাহের উপযুক্ত হওয়া মাত্র বিবাহ দাও। আর যাহার বিবাহ করার আর্থিক ক্ষমতা নাই, তাহাকে রোযা পালন করিতে বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় মতবাদের সঙ্গে কতকগুলি বিপরীত মন্তব্য একই সঙ্গে?

ভাল, প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে কিছু নয় এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। কেননা কি স্বর্গে কি

পৃথিবীতে যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, এমন কতকগুলি যদিও আছে– বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে তথাপি আমাদের ডানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে ও আমরা যাঁহারই জন্য এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা আছি। (১ করীন্থীয় : ৮ : ৪-৬)

মন্তব্য : ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত একই সঙ্গে বলা হইতেছে। একবার বলা হইতেছে ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। আবার বলা হইতেছে স্বর্গে ও পৃথিবীতে কতকগুলি দেবতা আছে এবং অনেক প্রভু আছে। আবার বলা হইতেছে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

একমাত্র ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। তাহা হইলে Trinity বা ত্রিত্ববাদ চূরমার হইয়া যায়। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনে এক আর থাকে না।

পবিত্র কুরআন শরীফ বলে– "তোমরা ত্রিত্ববাদ কখনও বলিও না। যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত থাক, তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা তিনি একক উপাস্য। আল্লাহ তায়ালা ইহা হইতে অতি পবিত্র যে, তাহার কোন সন্তান থাকিবে। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব মালিকানাই আল্লাহ তায়ালার। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা : ৪ : ১৭১, ১৭২)

সুসমাচার দ্বারা উপজীবিকা গ্রহণ

সেইরূপে প্রভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সু সমাচার হইতে হইবে। (১ করীন্থীয় : ৯ : ১৪)

মন্তব্য : সুসমাচার ঈশ্বরে নিকট হইতে মানব কূলের জন্য প্রত্যাদেশ। ইহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, সুসমাচারের অমর্যাদা করা হয়। ঈশ্বরের বাণী বিক্রি করা বা উহা হইতে প্রতিদান গ্রহণ করা অন্যায়। তাই ধর্ম যাজকরা অনেক সময় সুসমাচার বিকৃত করিয়া জনগণ হতে অর্থগ্রহণ করিতেন।

তাই পবিত্র কুরআন শরীফ বলিতেছে "যে সব লোকের জন্যে ধ্বংস, যাহারা নিজেরা নিজেদের হাত দিয়া কতিপয় লিখিয়া নেয় (তারপর) বলে, এই গুলি হইতেছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ বিধান। তাহাদের

উদ্দেশ্য হইতেছে যেন তাহা দিয়া (দুনিয়ার) সামান্য কিছু স্বার্থ তাহারা কিনিয়া নিতে পারে। অথচ তাহাদের হাতের এই কামাই তাদের ধ্বংসের কারণ হইবে, যাহা কিছু (পার্থিব স্বার্থ) তাহারা হাসিল করিয়াছে, তাহাও তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে। (সূরা বাকারা : ২ : ৭৯)

সাধু পলের বিভিন্ন মতাবলম্বী ধার্মিকের রূপ ধারণ

যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদীদের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম, আপনি ব্যবস্থার অধীন না হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীনদের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থাবিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হইলাম। (১ করীন্থীয় : ৯ : ২০, ২১)

মন্তব্য : পল বলিতেছেন তিনি ইহূদীদের কাছে ইহূদীদের মত, ব্যবস্থাধীনদের নিকট ব্যবস্থাধীনের মত, ব্যবস্থাহীনদের নিকট ব্যবস্থাহীনদের মত রূপ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীই ছিলেন।

ইহা একটি বহুরূপী রূপ ধারণ করা। যখন যাহার কাছে, তখন তাহার রূপ– ইহা মোনাফেকীর শামিল। ধর্মের ব্যাপারে এইরূপ ধোকা দেওয়া উচিৎ নয়।

পবিত্র কুরআন শরীফ বলে– "ইহারা আল্লাহ তায়ালা ও তার নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করিতেছে। মূলত তাহারা অন্য কাহাকেও নয়– নিজেদেরই ধোঁকা দিয়া যাইতেছে, যদিও তাহাদের কোন প্রকারের চেতন্য নাই।" (সূরা আল বাকারা : ২ : ৯)

মদ ও রুটী মহাত্মা যীশুর রক্ত ও মাংস

আমরা ধন্যবাদের যে পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটী ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? (১ করীন্থীয় : ১০ : ১৬)

মন্তব্য : সাধু পল বলেন পান পাত্রের পানীয় মদ, মহাত্মা যীশুরই রক্ত।

তাহা লইয়া তাহারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আবার যে রুটী তাহারা ভাঙ্গেন তাহা মহাত্মা যীশুর শরীরের মাংস। সেই রুটীই তাহারা ভক্ষণ করেন। কাহারো রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করা পৈশাচিক কাজ। মদকে রক্ত বলা এবং রুটীকে মাংস বলা- ইহা একটি বৈসাদৃশ্যমূলক উদাহরণ। ইহার দ্বারা মানুষের মধ্যে এক মানুষ অন্য মানুষের রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করার অভ্যাস হইয়া যাইবে। মহাত্মা যীশুর রক্ত ও মাংসই যখন ভক্ষণ করা যায় তাহা হইলে মানুষের রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করা তো অতি সহজ ও বৈধ হইবে। খ্রীষ্টানগণ বলিতে পারেন রক্ত ও মাংস রূপক অর্থে বলা হইয়াছে- কিন্তু এইরূপ রূপক অর্থ ঠিক নহে। কারণ এইরূপক বর্ণনা দ্বারা এক মানুষ অন্য মানুষের রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করিতে উৎসাহিত হইবে। পৃথিবীর কিছু জাতি আছে যাহারা আজও মানুষের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের জন্য যুক্তি হইয়া দাড়াইবে।

স্ত্রীলোকদের অধিকার খর্বকরণ

যেমন পবিত্রগণের সমস্ত মণ্ডলীতে ইহয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক, কেননা কথা কহিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না, বরং যেমন ব্যবস্থাও বলে, তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক। আর যদি তাহারা কিছু শিখতে চায়, তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকেরা কথা বলা লজ্জার বিষয়। (১ করীন্থীয়; ১৪ : ৩৪, ৩৫)

মন্তব্য : বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ইহা অচল। স্ত্রীলোকেরা সভা সমিতিতে কথা বলিতে পারিবেন না- এই মতবাদ বর্তমান যুগে পরিত্যাজ্য। স্ত্রীলোকেরা আজ সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমানে সমান কাজ করিতেছে। শিক্ষা দীক্ষা, রাষ্ট্র- পরিচালনা, প্রশাসন বিচার বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আজ তাহারা পুরুষদের সমান কাজ করিতেছে। কিছু ক্ষেত্রে তাহারা পুরুষদের চাইতেও বেশী অবদান রাখিতেছে যেমন গার্হস্থ বিষয় দেখা শুনা, গর্ভধারণ, শিশু পালন, রুগীদেরকে সেবা দান ইত্যাদি।

আবার কিছু ক্ষেত্রে তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ হইতে পারে না যেমন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মও নারীদেরকে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করে না। ইসলাম বলে "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত।" পবিত্র কুরআন বলে "তাহারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ, তোমরাও তাহাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"

"পুরুষরা স্ত্রীলোকদের রক্ষাকারী বা তত্ত্বাবধায়ক।" (সূরা নিসা : ৪ : ৩৪)

পুরুষ ও নারীর মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্যও রহিয়াছে। নারী সন্তান ধারণ করিতে পারে, পুরুষ তাহা পারে না। পুরুষ বীর্যের অধিকারী, নারী তাহা নহে। নারীর গঠন আকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন। নারীর হাড় নরম। যৌবনকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটে যাহা দৃশ্যমান। নারীর শরীরের গঠন ও হাড়ের গঠন পুরুষ হইতে ভিন্ন ইত্যাদি।

পলের দাবী তিনি বক্তৃতায় ছোট, জ্ঞানে বড়

কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে সামান্য নই, ইহা আমরা সর্ব বিষয়ে সকল লোকের মধ্যে তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি। (২ করীন্থীয় : ১১ : ৬)

মন্তব্য : ইহা পলের কিছুটা অহংকার বলা চলে। নিজের প্রশংসা নিজেই করিতেছেন পলের প্রশংসা অন্য লোকেরা করিবেন ইহা যথার্থ ছিল।

নিজের প্রশংসা নিজেই করিবে ইহা বেমানান। তবে পল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে যে অবদান রাখিয়াছেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে তিনি প্রায় ৬৭টি জায়গায় জীবনের ঝুঁকি নিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এবং ১৪টি চিঠি লিখিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। যাহার ফলে আজ সারা পৃথিবীতে খ্রীষ্টান ধর্ম বিরাজমান।

অন্য সুসমাচার প্রচারকারীকে অভিশাপ প্রদান

আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁহা হইতে অন্যবিধ সুসমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ। তাহা আর কোন সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায়। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার

প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে– আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক– তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। আমরা পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকট প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। (গালাতীয় : ১ : ৬-৯)

মন্তব্য : বুঝা যায় কিছু লোক পলের প্রচারিত সুসমাচার ব্যতীত অন্য সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল এবং কিছু লোক তাহা গ্রহণও করিয়াছিল। পল বলেন যাহারা এইরূপ করিয়াছে, তাহারা শাপগ্রস্ত হউক এখানে প্রশ্ন হইতেছে পল কোন সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন এবং লোকেরা অন্যবিধ কোন সুসমাচার দিকে ফিরিতেছিল– তাহার উল্লেখ নাই। বার্নবাও একটি সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন– যাহাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, তিনি ভবিষ্যতে আগমন করিবেন। হয়ত : অন্যবিধ সুসমাচার বলিতে পল তাহাই বুঝাইয়াছেন।

পলের সুসমাচারের অস্তিত্ব আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্যবিধ সুসমাচার বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে– তাহারও কোন বর্ণনা নাই।

বাইবেলের সংখ্যা নিয়া নিম্নোক্ত দুইটি মতামত পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রথম : বাইবেলের সংখ্যা ১০৪, তন্মধ্যে ১০০ টি গীর্জা সংস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। শুধু চারখানা বাইবেল– মথি, মার্ক, লুক, যোহন প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, মরিস বুকাইলি পৃ : ১২৪।)

দ্বিতীয় : পূর্বে বাইবেল নতুন নিয়ম এর পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং পত্র সংখ্যা ছিল ১১৩। বর্তমানে তাহা ৬ খানি পুস্তক (১. মথি, ২. মার্ক, ৩. লুক ও ৪. যোহন ৫. প্রেরিতদের কার্য-শীর্ষক একখানা পুস্তক, ৬. শেষে যোহনের প্রকাশিত বাক্য) এবং ২১ খানি পত্র প্রচলিত আছে। (মোস্তফা চরিত্র– মাওলানা আকরাম খান পৃঃ ১১১)

Encyclopedia Britanica তে ৩৪ টি Rejected বাইবেলের উল্লেখ

আছে। ১. Gospel of Truth ২. Gospel of Perfection ৩. The Didache. ৪. যীশুর শিশুকালের সুসমাচার ৫. যীশু সংবাদ ৬. Gospel of Peter. ৭. The Gospel of Thomas ৮. Thomas Infancy Gospel. ৯. Ebjonites ১০. Heb rews ১১. Egyptians ১২. Nazdrenes. ১৩. মাসিনীয় ১৪. এনক্রাতিটিয় ১৫. ইথিয়নীয় ১৬. Valen tinian টি ১৭. Thaddaeus ১৮. স্কাইন থিনীয় ১৯. টিটেনীয় ২০. বাসিলীয় ২১. এপেলীয় ২২. মেরিনথীয় ২৩. হোসিসীয় ২৪. সেরীনথীয় ২৫. লুসী-য়ানীয় ২৬. মারসীয় ২৭. Bartholomew ২৮. An drew ২৯. Nico demus ৩০. Judas ৩১. Eve ৩২. কে মেরী ৩৩. ফিলিপ ৩৪. Barnabas বার্নাবা ইত্যাদি।

(যীশুখ্রীষ্টের অজানা জীবন– আবদুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, পৃঃ ৩২)

মোট নতুন নিয়মের বাইবেলের সংখ্যা ২৮+৬ = ৩৪ খানা পুস্তক, আর পত্র সংখ্যা ৯২+২১ = ১১৩ খানা পত্র।

পল কর্তৃক আব্রাহামের দুই স্ত্রী ও দুই সন্তানের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকরণ

কারণ লেখা আছে যে, আব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞা গুণে জন্মিয়াছিল। এ সকল কথার রূপক অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রী দুই নিয়ম, একটি সীনয় পর্বত হইতে উৎপন্ন ও দাসত্বের জন্য প্রসব কারিণী, সে হাগার। আর হাগার আরব দেশস্থ সীনয় পর্বত এবং এখনকার যিরূশালেমের সমতুল্য, কেননা সে নিজ সন্তানগণের সহিত দাসত্বে রহিয়াছে। কিন্তু ঊর্ধ্বস্থ যিরূশালেম স্বাধীনা, আর সে আমাদের জননী। (গালাতীয় : ৪ : ২২-২৬)

আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিস্রীয়া দাসী ছিল। তাহাতে সারী আব্রামকে কহিলেন, দেখ সদা প্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন, বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর, কি জানি ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন আব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন। (আদি পুস্তক : ১৬ : ১, ২)

পরে আব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইল এবং আপনার গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। (আদি পুস্তক : ১৬ : ৪)

সদা প্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম "ইস্মায়েল" (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবে, কেননা সদা প্রভু তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন। (আদি পুস্তক : ১৬ : ১১)

পরে হাগার আব্রামের নিমিত্তি পুত্র প্রসব করিল, আর আব্রাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম "ইস্মায়েল" রাখিলেন।

আব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইস্মায়েলকে প্রসব করিল। (আদি পুস্তক : ১৬ : ১৫, ১৬)

দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহু জাতির আদি পিতা হইবে। তোমার নাম আব্রাম (মহা পিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম আব্রাহাম (বহু লোকের পিতা) হইবে, কেননা আমি তোমাকে বহু জাতির আদি পিতা করিলাম। (আদি পুস্তক : ১৭ : ৪, ৫)

আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না, তাহার নাম সারা (রাণী) হইল। আর আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের (আদি মাতা) হইবে, তাহা হইতে লোক বৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে। তখন আব্রাহাম উবুড় হইয়া পড়িয়া হাসিলেন, মনে মনে কহিলেন, শত বর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে? আর ৯০ বৎসর বয়স্কা সারা কি প্রসব করিবে? পরে আব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইস্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে এবং তুমি তাহার, নাম "ইসহাক" (হাসা) রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। (আদি পুস্তক : ১৭ : ১৫-১৯)

মন্তব্য : এইখানে সাধু পল বিবি হাজেরা (হাগার) ও বিবি সায়েরা ও তাহাদের দুই সন্তান ইস্মাইল ও ইসহাকের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিতেছেন।

বিবি হাজেরা একজন দাসী ও বিবি সায়েরা একজন এক স্বাধীনা স্ত্রীলোক। হযরত ইসমাইল (আ.) দাসীর পুত্র– বিবি হাজেরার পুত্র অপর দিকে হযরত ইসহাক (আ.) বিবি সায়েরার পুত্র– একজন স্বাধীনা স্ত্রীলোকের পুত্র। পল বলিতেছেন বিবি সায়েরা তাহাদের জননী। তিনি বিবি হাজেরাকে তুচ্ছ করিতেছেন। অথচ হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) দুই জনই আল্লাহর আশীর্বাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইলকে নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি আল্লাহকে বলিলেন ইসমাঈলই তাঁহার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক, আর কোন সন্তান প্রয়োজন নাই। প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই। বর্তমান যুগে গণতন্ত্রেরও ইহাই মূল কথা। ইব্রাহিম (আ.)-এর বয়স যখন ৮৬ বৎসর তখন, তখন ইসমাইল (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন তখন বিবি সায়রা বয়স ৭৬ বৎসর এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর বয়স যখন ১০০ বৎসর, তখন ইসহাক (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন। তাই ইসহাক (আ.) ইসমাইল (আ.) ১৪ বৎসরের ছোট। এইরূপ বয়সে ইব্রাহিম (আ.)-এর সন্তান লাভ, ইহা আল্লাহ্ তায়ালার মহাক্ষমতার একটি নিদর্শন।

আত্মা দ্বারা চালিত ব্যক্তি তওরাতের ব্যবস্থার অধীন নয়

কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও। (গালীতীয় : ৫ : ১৮)

মন্তব্য : আত্মা দ্বারা কি নিয়মে পরিচালিত হইবে, তাহার কোন দিক নির্দেশনা নাই। যদি দিক নির্দেশনা থাকে, তবে তাহাও এক প্রকার ব্যবস্থা। (শাস্ত্রীয় বিধান) হইবে। ধর্মীয় ব্যবস্থার অধীন না থাকিয়া, শুধু আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইলে, তাহা হইবে বৈরাগ্য, সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ ও বিমুখ।

জগতে কোন কিছুই ব্যবস্থাবিহীনভাবে চলিতে পারে না। ব্যবস্থাবিহীনভাবে চলিলে, তখন এক মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। এক একজন এককেভাবে চলিতে থাকিবে বিশ্ব জগতও মহাস্রষ্টার শৃঙ্খলার অধীন থাকিয়া চলিতেছে। শৃঙ্খলা না থাকিলে মহাবিশ্বও চুরমার হইয়া যাইবে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সবই সংঘর্ষ লাগিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে, আমার বিশ্বাস আছে, আর তাহার কর্ম

না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ করিতে পারে? (যাকোব : ২ : ১৪)

এইখানে কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা উপরোক্ত গালাতীয় মতের বিরোধী মতবাদ। বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত। (যাকোব : ২ : ২৬)

মদ মত্ত না হওয়া, প্রভুর উদ্দেশ্যে গান করা ধন্যবাদ করা ও বশীভূত হওয়ার নির্দেশ

আর দ্রাক্ষা মত্ত হইওনা, তাহাতে নষ্টামী আছে, কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তন পরস্পর আলাপ কর, আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর, সর্বদা সর্ব বিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর খ্রীষ্টের ভয়ে একজন অন্যজনের বশীভূত হও। (ইফসীয় : ৫ : ১৮-২১)

মন্তব্য : দ্রাক্ষা রস বা মদ পান করাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। খ্রীষ্টান জগৎ কি ইহা পালন করিতে পারিতেছে? খ্রীষ্টান জগৎ মদের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। মদ তাহাদের ধর্মের অঙ্গ। কারণ মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন মদ তাঁহার রক্ত ও রুটী তাঁহার মাংস। মদ বহু রোগের জনক ও জীবননাশক। একদিকে নিরুৎসাহিত করা হইতেছে, অন্যদিকে মদকে মহাত্মা যীশুর রক্ত বলা হইতেছে। পরস্পর বিরোধী কথা।

অশ্লীল গান বাদ্য মানুষকে খোদা হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। অতিরিক্ত গান বাদ্যও মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কর্মবিমুখ করিয়া রাখে ও সংসার বিরাগী করিয়া রাখে।

তবে হাঁ, সামান্য গানে মানুষের ক্লান্তি, অবসাদ দূর হয়। যে গান মানুষকে আল্লাহর পথে ও ধর্মের দিকে নিয়া আসে, তাহা গাওয়া যাইতে পারে।

পবিত্র কুরআন শরীফে আছে– (হে নবী) ইহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিয়া দাও এই দুইটি জিনিসের মধ্যে অনেক বড় ধরনের পাপ রহিয়াছে। এর কিছু কিছু উপকারিতাও রহিয়াছে। কিন্তু এই উভয়ের গুনাহ তাহার উপকারিতা হইতে অনেক বেশী। (সূরা আল বাকারা : ২ : ২১৯)

হে ঈমানদারগণ– মদ জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় শর হইতেছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। শয়তান চায় এই মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে একটা শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দিতে এবং এইভাবে সে তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নামায হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে, তোমরা কি এই কাজ হইতে ফিরিয়া আসিবে না? (সূরা মায়েদা : ৫ : ৯০, ৯১)

মদ পান দ্বারা মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়। অনেক মদ্যপ কাপড়েই প্রসাব করিয়া দেয় মাতাল অবস্থায়। পিতা মেয়েকে, ভ্রাতা ভগ্নিকে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে প্রভেদ করিতে পারে না। অনেক সময় এইরূপ যৌনকর্ম হইয়া যায়। অ্যালকোহল এইডসের অন্যতম কারণ। মদ দ্বারা বহুরোগ সৃষ্টি হয় যেমন– লিভার সিরোসিস, গলায় টিউমার, পাকস্থলীতে টিউমার, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস ইত্যাদি। এলকোহল দ্বারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায়, ফুসফুসে নানা ধরনের রোধ সৃষ্টি হইতে পারে। হৃদরোগ হইতে পারে, হার্ট এটাক হইতে পারে ইত্যাদি।

নারী কর্তৃত্বহীনা, সন্তান প্রসব দ্বারা পরিত্রাণ লাভ

নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্মাণ করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিতা হইলেন। তথাপি যদি আত্ম সংযমের সহিত বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় তাহারা স্থির থাকে, তবে নারী, সন্তান প্রসব দিয়া পরিত্রাণ পাইবে। (১ তীমথীয় : ২ : ১১-১৫)

মন্তব্য : পল বলিতেছেন নারী কখনও পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। কারণ হাওয়া আদমের পরে সৃষ্টি হইয়াছে। হাওয়া শয়তান দ্বারা প্রবঞ্চিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু আদম প্রবঞ্চিতা হন নাই। হাওয়াই আদমকে প্ররোচনা দিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। আদমের পাপ নাই, পাপ হাওয়ার। হাওয়ার কারণেই আদমের পৃথিবীতে অবতরণ এবং

মানব সৃষ্টির ধারা প্রবাহমান তাই নারী সন্তান-প্রসব-বেদনা দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। আদমের পাপ সামান্য তাই সে জমি চাষ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, পরিশ্রম করিয়া ফসল উৎপাদনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে।

"পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়াল-কাঁটা-জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের ঔষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে, তুমি তো তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।" (আদি পুস্তক : ৩ : ১৬-১৯)

পলের উপরোক্ত বক্তব্য, আদি পুস্তকের উক্ত অংশেরই প্রতিধ্বনি। আদি পুস্তকের উক্ত অংশের উপর ভিত্তি করিয়াই পল ইহা বলিয়াছেন। হাওয়া পাপ করিয়াছে তাই সে পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। সে নিজের পাপ দ্বারা কর্ত্তৃত্ব হারায়াছে।

পবিত্র কুরআন শরীফে এই ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(হে নবী স্মরণ করুন) যখন তোমার মালিক (আল্লাহ তায়ালা) ফেরেস্তাদিগকে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাইতে চাই, তাহারা বলিল, তুমি কি এমন কাহাকেও বানাইতে চাও যে পৃথিবীতে বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং তাহারা রক্ত পাত করিবে, আমরাই তো তোমার গুণগান করিতেছি, তোমার প্রশংসা করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর আদমকে সব জিনিসের

নাম শিখাইয়া দিলেন, পরে তাহা তিনি ফেরেস্তাদের কাছে পেশ করিলেন অতঃপর বলিলেন তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা আমাকে এই নামগুলি বলিয়া দাও। ফেরেসতারা বলিল তুমি পবিত্র, আমাদের তো কিছুই জানা নাই, যাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ– তাহা ব্যতীত। তুমিই একমাত্র জ্ঞানী একমাত্র কুশলী।

আল্লাহ তায়ালা আদমকে বলিলেন, তুমি ফেরেসতাদের কাছে সেই নামগুলি বলিয়া দাও। আদম ফেরেসতাদিগকে নামগুলি বলিয়া দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন রহস্য জানি। তোমরা যাহাকিছু প্রকাশ করো– আর যাহা কিছু গোপন করো আমি তাহা ভালভাবেই জানি।

আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেসতাদিগকে বলিলেন, তোমরা (সম্মানের প্রতীক হিসাবে) আদমের জন্য সিজদা করো, তাহারা আদমের সামনে সিজদাবনত হইল– শুধু ইবলিস ছাড়া, সে সিজদা করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিলো অতঃপর সে নাফরমানদের দলে শামিল হইয়া গেল। আমি (আদমকে) বলিলাম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই বেহেসতে বসবাস করিতে থাকো। ইহা হইতে যাহা তোমাদের মন চায় তাহাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার করিতে পারো, তবে এই গাছটির পাশেও যাইওনা, অন্যথায় তোমরা দুইজনই সীমালঙ্ঘন কারীদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে।

অতঃপর শয়তান তাহাদের মধ্যে উভয়কেই প্ররোচিত করিয়া ফেলিল ও পদস্খলন ঘটাইল। তাহারা উভয়েই যেখানে ছিল, সেখান হইতে সে (শয়তান) তাহাদিগকে বাহির করিয়া ছাড়িল। আমি তাহাদের বলিলাম, তোমরা একজন আর এক জনের শত্রু হিসাবে এখান হইতে নামিয়া পড়, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকার স্থান হইবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনের উপকরণ থাকিবে।

অতঃপর আদম তাহার মালিকের (আল্লাহ তায়ালার) নিকট হইতে কিছু বাণী পাইল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন, অবশ্যই তিনি বড় মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।

আমি বলিলাম তোমরা সবাই এইখান হইতে নামিয়া যাও। অবশ্যই সেইখানে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসিবে। অতঃপর যে আমার সেই বিধান মানিয়া চলিবে তাহার কোন ভয় নাই, তাহারা দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইবেনা। আর যাহারা অস্বীকার করিবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে তাহারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হইবে, তাহারা সেইখানে চিরদিন থাকিবে। (সূরা আল বাকারা : ২ : ৩০-৩৯)

সে (শয়তান) তাহাদের (আদম ও হাওয়ার) কাছে কসম করিয়া বলিল, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। (সূরা আল আরাফ : ৭ : ২১)

অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল হে আদম আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলিবো (যাহার ফল খাইলে তুমি এইখানে চিরজীবন থাকিতে পারিবে) এবং বলিবো এমন রাজত্বের কথা যাহার কখনও পতন হইবে না। অতঃপর তাহারা উভয়েই ইহা হইতে (নিষিদ্ধ গাছের ফল) খাইল, সাথে সাথেই তাহাদের শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহারা বেহেস্তের বিভিন্ন গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকিতে শুরু করিল। এইভাবেই আদম তাহার মালিকের নাফরমানী করিল এবং সে (সাময়িকভাবে) পথভ্রষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু (তাহার ক্ষমা প্রার্থনার পর) তাহার মালিক তাহাকে বাছাই করিয়া নিলেন তাহার তওবা কবুল করিলেন এবং তাহাকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন। (সূরা ত্বাহা : ২০ : ১২০-১২২)

পবিত্র বাইবেল মতে শয়তানের প্ররোচনায়, হাওয়া ফল ভক্ষণ করিয়াছিল আদম নহে। পরে হাওয়ার প্ররোচনায় আদম ফল ভক্ষণ করিয়াছিল। তাই এই পাপের জন্য হাওয়াই দায়ী, আদম নহে। তাই নারী জাতি কর্তৃত্ব হারাইয়াছে।

পবিত্র কুরআন শরীফ মতে শয়তান, আদম ও হাওয়া উভয়কেই প্ররোচনা দিয়াছিল। শয়তান কসম করিয়া বলিল আমি তোমাদের উভয়ের জন্যই

হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। অতঃপর আদম ও হাওয়া উভয়ই একই সঙ্গে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করিয়াছিল। তাই তাহারা উভয়ই একই সঙ্গে অপরাধী, এককভাবে একই অপরাধী নহে। তাই নারীর কর্তৃত্ব হারাইবার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ তায়ালাও তাহাদিগকে একই সঙ্গে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

অনেক চিন্তাবিদের মতে নিষিদ্ধ ফলভক্ষণ অর্থ আদম ও হাওয়ার যৌন-মিলনকে বুঝায়। তাই বাইবেলে বলা হইতেছে "তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে"।

পবিত্র কুরআন শরীফও বলে– "অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল হে আদম আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলিবো এবং বলিবো এমন রাজত্বের কথা যাহার কখনও পতন হইবেনা। অতঃপর তাহারা উভয়ই (নিষিদ্ধ গাছের ফল) খাইল, সাথে সাথে তাহাদের শরীরের লজ্জা স্থানসমূহ তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহারা বেহেস্তের বিভিন্ন গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকিতে শুরু করিল।" অনন্ত জীবনদায়িনী গাছ বলিতে যৌন মিলনকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে– কারণ (যৌনমিলন দ্বারাই মানব সৃষ্টির ধারা জারী রহিয়াছে। সাথে সাথে তাহাদের শরীরের লজ্জা স্থানসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িল অর্থাৎ তাহারা উলঙ্গ হইয়া বিশেষ কাজটি সমাধা করিয়াছিল। তাই "ফল ভক্ষণ" অর্থ যৌনমিলন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার নিকটেও ইহাই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা মনে হয়। অশ্লীল ভাষার পরিবর্তে 'ফল ভক্ষণ' রূপকভাবে বলা হইয়াছে। ইহাই হইতে পবিত্র কোরআনের ভাষার চরমলালিত্য ও অশ্লীল ভাষার চরম বিসর্জন।

উপরোক্ত আয়াতে প্রশ্ন জাগে যে, ফেরেস্তাগণকে আল্লাহ্ তায়ালা "শিক্ষা" দিলে তাহারাও তো নাম বলিতে পারিতেন। উত্তরে বলা যায় ইহা ঠিক নহে, কারণ ফেরেস্তাগণের স্মরণ শক্তি ধারণ ক্ষমতা নাই। পক্ষান্তরে মানুষের যথেষ্ট স্মরণ শক্তি ধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং মানুষই জিনিসের নামসমূহ মনে রাখিতে পারে, বলিতে ও শিখাইতে পারে।

অধিকন্তু ফেরেস্তাগণ পুরুষ নহে, স্ত্রী নহে। তাই ফেরেস্তাগণের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নাই। তাই তাহাদের ক্রমবংশ ধারা প্রবর্তিত নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীও আছে। তাই তাহাদের মধ্যে ক্রমবংশ ধারা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই মানুষ এই ক্রমবংশ ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার মহাকৌশল ও মহাকীর্তির যুগ যুগান্তরে প্রকাশ ঘটাইবে।

তাই আল্লাহ বলিলেন– আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

আবার ইবলিস্ আদমকে সিজদা না করিয়া, আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়াছে এবং সে নাফরমানদের মধ্যে শামিল হইয়া গিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে সে অনাদিকাল শাস্তি ভোগ করিবে। একদিন হয়ত বা সে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কারণ আল্লাহর উপর তাহার বিশ্বাস ছিল এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করে নাই। শুধু আল্লাহর একটি মহান আদেশকে সে অমান্য করিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সমন্বয়ে মানুষ ধার্মিক গণিত

আমাদের পিতা আব্রাহাম কর্মহেতু অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর উপরে আপন পুত্র ইসহাককে উৎসর্গকরণ হেতু, কি ধার্মিক গণিত হইলেন না? তুমি দেখিয়াছ, বিশ্বাস তাঁহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল এবং কর্ম হেতু বিশ্বাস সিদ্ধ হইল, তাহাতে এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হইল, আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন এবং তাহা তাহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল, "আর তিনি ঈশ্বরের বন্ধু" এই নাম পাইলেন। তোমরা দেখিতেছ, কর্ম হেতু মানুষ ধার্মিক গণিত হয় শুধু বিশ্বাস হেতু নয়। (যাকোব : ২ : ২১-২৪)

বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত। (যাকোব : ২ : ২৪)

মন্তব্য : ধার্মিক ধার্মিকতায় পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কর্ম করিতে হইবে। শুধু বিশ্বাস দ্বারা পূর্ণতা লাভ হইবেনা এবং শুধু কর্ম দ্বারাও পূর্ণতা লাভ হইবেনা। যেমন বলা হইতেছে আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত। বরং বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের সমন্বয়েই

পূর্ণতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে গালাতীয়ের প্রতি চিঠিতে বলা হইতেছে আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইলে ব্যবস্থা মানার প্রয়োজন নাই। (গালাতীয় : ৫ : ১৮) যাকোবের মতবাদ ও গালাতীয়ের মতবাদ পরস্পর সাংঘর্ষিক।

ইব্রাহিম (আ.) আপন পুত্র "ইসহাক" (আ.)-কে কোরবানী দিয়াছিল– ইহা কোন মতেই সঠিক নহে। প্রকৃত পক্ষে "ইসমাইল" (আ.)-কেই কোরবানী দেওয়া হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা, ইব্রাহিম (আ.)-এর আল্লাহর প্রতি ভক্তির পরীক্ষা লইয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.)-এর চরম অবস্থায়ই পরীক্ষা নিবেন– ইহাই স্বাভাবিক। ইব্রাহিম (আ.)-এর কোন সন্তান ছিল না। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি ৮৬ বৎসরের বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সন্তান জন্ম হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেলেন।

এমন নিরাশার মধ্যে ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাইল (আ.) জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাই না পাওয়া ধনসম্পদ পাওয়ার মত, ইসমাইল (আ.)-কে পাইলেন। ইসমাইল তাঁহার একমাত্র পুত্র। তাই ইব্রাহিম (আ.)-এর সকল আদর, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি ইসমাইল (আ.)-এর উপর বর্ষিত হইল। তাই ইসমাইল (আ.) ছিলেন ইব্রাহিম (আ.)-এর দিলের টুকরা ও নয়নের মনি।

এমনি অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.)-এর পরীক্ষা নিবেন– তাহাই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তায়ালা বলিলেন হে ইব্রাহিম তুমি তোমার প্রিয়বস্তুকে আমার নামে কোরবানী কর। সুতরাং ইব্রাহিম (আ.) নিজের প্রাণ প্রিয়বস্তু ইসমাইলকে কোরবানী দিলেন। ইহাই যুক্তি সংগত।

পক্ষান্তরে ইব্রাহিম (আ.)-এর ১০০ বৎসর বয়সে ইসহাক (আ.) জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইসহাক (আ.) ছিলেন ইব্রাহিম (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম পুত্রের পর দ্বিতীয় পুত্র লাভের পর স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদির মাত্রা অবশ্যই কম হইবে।

তাই দ্বিতীয় পুত্র লাভের পর আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.) এর পরীক্ষা অবশ্যই করিবেন না। হজ্জের মাসে কোটি কোটি মুসলমান সারা পৃথিবী জুড়ে এমন কি হজ্জে কোরবানী করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান জগৎ তো কোন কোরবানী করেন না।

ঈশ্বর ও মহাত্মা যীশুর সহিত সহভাগিতা

যাহা আদি হইতেছিল, যাহা আমরা শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখিতেছি– আর সেই জীবন প্রকাশিত হইলেন এবং আমরা দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি,– আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয়। আর আমাদের যে সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত। আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য এ সকল লিখিতেছি। (১ যোহন : ১ : ১-৪)

মন্তব্য : এই পত্রখানি কোথাকার কাহাদের প্রতি লিখিত– তাহার উল্লেখ নাই। তবে পরবর্তী অংশ পাঠে শুধু বুঝা যায় পত্রখানি 'বৎসদের' কাছে লিখিত তবুও কোথাকার বৎস তাহার উল্লেখ নাই। মনে হয় যোহন বৎস অর্থাৎ যুবকদের কাছে লিখিয়াছিলেন। এই লেখা দ্বারা বুঝা যায় যোহন স্বহস্তে "বাক্যকে" স্পর্শ করিয়াছেন ও সচক্ষে দেখিয়াছেন। "বাক্য" বলিতে মহাত্মা যীশুকে বুঝাইতেছেন।

"পবিত্র কুরআন শরীফও ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালার 'বাক্য' বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। পবিত্র কুরআন বলে "ঈসা মসি আল্লাহর রাসূল ও তাহার এক বাণী (বাক্য) যাহা তিনি মরিয়মের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর নিকট হইতে এক রূহ (আত্মা)। (সূরা নিসা : ৪ : ১৭১)

"নিশ্চয়ই তাহারা কুফরী করিয়াছে, যাহারা বলিয়াছে মসি বিন মরিয়ম আল্লাহ। হে মোহাম্মদ তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও আল্লাহ যদি মরিয়ম পুত্র মসি ও তাহার মা ও গোটা বিশ্ব চরাচর সব কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহেন, তবে এমন কে আছে যে, আল্লাহর কাছ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?" (সূরায়ে মায়েদা : ৫ : ১৭)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হইতে জানা যায় ইসা (আ.) আল্লাহর তরফ হইতে একজন রাসূল ও বাক্য।

সুতরাং "বাক্য" বলিতে ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে কোন বৈরিতা বা পার্থক্য নাই। বাইবেলের অংশ হইতে দেখা যায় যোহন ইসা (আ.)-কে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছেন। যোহন বলিতেছেন ঈশ্বর ও মহাত্মা যীশুর সহিত তাহার সহভাগিতা আছে– ইহা কিসের ভাগ?

মহাত্মা যীশুই সহায় ও পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত

হে আমার বৎসেরা, তোমাগিদকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক। (১ যোহন : ২ : ১, ২)

মন্তব্য : এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা মথি ২০ : ২৮, রোমীয় : ৪ : ২৫, ৫ : ১৯, তিমথীয় : ২ : ৬, ইব্রীয় : ১০ : ১০, পিতর : ১ : ১৮, ১৯ তে উল্লিখিত হইয়াছে এক সহায়– গ্রীক বাইবেলে উহাকে 'পারক্লীতস্' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পারক্লীতস অর্থ "শান্তি দাতা" ইহা হযরত মোহাম্মদ (সা.) হইতেছেন "রাহমাতুল লিল আলামিন"– বিশ্বের শান্তি। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে "আমি তোমাকে বিশ্বের শান্তিস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।" (সূরা আম্বিয়া : ২১ : ১০৭)

যোহন বাইবেলেও আছে– "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা;...।" (যোহন : ১৪ : ১৬)

এইখানে গ্রীক বাইবেলে সহায় এর স্থলে 'পারাক্লীতস' প্রতিস্থাপিত আছে– যাহার অর্থ "শান্তি দাতা" বা চরম প্রশংসিত" এই দুইটি গুণই হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উপর প্রযোজ্য। মহাত্মা যীশুর পর দুই হাজার বৎসর পার হইল কিন্তু ইতিমধ্যে মোহাম্মদ (সা.) ব্যতীত আর কোন নবী আসেন নাই এবং ভবিষ্যতেও আসিবে না।

ঈশ্বর প্রেম ও সুফীবাদ

আর ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগতে আছে, তাহা আমরা জানি ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন। (১ যোহন : ৪ : ১৬)

মন্তব্য : ঈশ্বরের প্রেম ও ভালবাসা আমাদের মধ্যে আছে– আমরা তাহা জানি ও বিশ্বাস করি– ইহা যোহনের উক্তি।

যোহন আরো বলেন যে ঈশ্বর প্রেমে থাকে সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে, ঈশ্বরও তাহার মধ্যে থাকেন। ইহা সুফীবাদের কথা ঈশ্বর যদি মানুষের মধ্যে থাকেন, তবে সেই মানুষটিও ঈশ্বর হইয়া যায়। তাহা হইলে কোটি কোটি ভক্ত কোটি কোটি ঈশ্বর। ইহা কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা হইলে খ্রীষ্টান ধর্ম সুফীবাদে রূপান্তরিত হইবে। সুফীবাদের কথা হইতেছে "হামা উস্ত" সবকিছুই তিনি। কিন্তু শরীয়া পন্থীদের কথা হইতেছে "হামা আজ উস্ত" সকলই তাহার দ্বারা সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ দ্বারা বা আল্লাহ হইতে। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টি একসত্তা হইবার উপায় নাই। "হামা উস্ত, হামা আজউস্ত" ফারসী ভাষার অতি সূক্ষ্ম কোটেশন।

যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য

যোহন কর্তৃক যীশুর দর্শন। এশিয়াস্থ সপ্তমণ্ডলীর প্রতি স্বর্গনিবাসী যীশুর আদেশ। স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন। ঈশ্বরের মেষ শাবকের স্বর্গীয় মহিমা। একখানি পুস্তকের সপ্ত মুদ্রা (সিল) খুলিবার দর্শন। ঈশ্বরের দাসগণের মুদ্রাঙ্কন (সিলমারা)। স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা।

তুরীবাদক সপ্তদূতের দর্শন। একজন দূত ও ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর দর্শন। সপ্তম দূতের তুরী ধ্বনি। সূর্য পরিহিতা স্ত্রী ও তাহার বিপক্ষ নাগ। দুই অদ্ভুত পশুর দর্শন। মেষ শাবকও তাঁহার সঙ্গীগণ। পৃথিবীর শস্য ও দ্রাক্ষা ছেদন। সপ্তম অন্তিম আঘাত। মহাবেশ্যার দর্শন। মহতী বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যাগণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী। মহতী বাবিলের বিনাশ। রাজাধিরাজ যীশুর বিজয় যাত্রা। রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু

বর্ষ সহস্র ও মহাবিচারের বর্ণনা। নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর বর্ণনা। শেষ কথা।

যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য : ১ : ১-২২ : ২১ পর্যন্ত।

মন্তব্য : শেষ কথাসহ ২৩টি বিষয় সাধু যোহনের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ২৩টি রহস্য শুধু সাধু যোহন পাইয়াছিল অন্য কোন বাইবেল লেখক ইহা পান নাই। তাই ইহা বাইবেলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে এই সকল কাহিনী ও বর্ণনা সম্পূর্ণ আজগুবি, কল্পনা প্রসূত, ইহার কোন যথার্থতা নাই। যোহনের ভাষ্য অনুযায়ী মহাত্মা যীশুর মৃত্যুর পর দূত দ্বারা মহাত্মা যীশু যোহন কে এই সকল জানাইয়াছেন। মহাত্মা যীশু মনে হয় জীবিতকালে এই সকল বাক্য যোহনকে জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অন্য শিষ্যদেরকেও জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ছিলেন সাধু যোহনই বলিতেছেন আমি আত্মাবিষ্ট হইলাম এবং লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইলাম। (যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য। মঙ্গলবাদ স্বর্গ-নিবাসী যীশুর দর্শন : ১ : ১০, ১১)

সুতরাং এই সকল তাহার কল্পনারই সৃষ্টি।

সিল মারিয়া খোদাভক্ত লোকদিগকে চিহ্নিতকরণ

তারপর আমি দেখিলাম পৃথিবীর চারি কোনে চারি দূত দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারা পৃথিবীর চারি বায়ু ধরিয়া রাখিয়াছেন, যেন পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে যেন বায়ু না বহে পরে দেখিলাম, আর এক দূত সূর্যের উদয়স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেছেন, তাহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা আছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া, যে চারিদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রের হানি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, আমরা যে পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষসমূহের হানি করিও না। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম ও ইস্রাইল সন্তানদের সমস্ত বংশের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক মুদ্রাঙ্কিত। (যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য : ৭ : ১-৪)

মন্তব্য : যোহনের আত্মাবিষ্ট অবস্থায়, তিনি দেখিলেন একটি পুস্তক সাতটি সিলদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। একটি একটি করিয়া খুলিতে লাগিল। প্রত্যেকটি সিল খোলার পরই অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য বাহির হইল। এইরূপে ষষ্ঠ সিল খোলার পরই পরস্পর উপরোক্ত ঘটনা ঘটিল।

পৃথিবী গোলাকার তাই চারি কোণা হয় কিভাবে? চার দূত চারটি বায়ু আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চারটি বায়ুই বা কি জিনিস? পৃথিবীর চারি কোণা

ও চারি বায়ু বিজ্ঞান বিরুদ্ধ ধারণা। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই ধারণা ধোপে টিকিতেছে না।

পঞ্চম দূত সূর্যদয়ের স্থান হইতে, ভাল ও মন্দ লোকদিগকে চিহ্নিত করিবার জন্য, ঈশ্বরের তরফ হইতে সিল নিয়া আসিল। ভাল লোকদিগকে কপালে সিল মারা হইল। ইস্রাইল বংশে ১,৪৪,০০০ (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) লোককে সিল মারা হইল। তাহারা সৎ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ইহা ছাড়াও অন্য জাতীয় বহুলোককে সিলমারা হইল। তাহাদের সংখ্য অগণিত। ইহারা কখনও ক্ষুধিত হইবেনা, তৃষ্ণার্ত হইবেনা, রৌদ্রে কষ্ট পাইবেনা। মেষ শাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন ও জীবন-জলের উনুইয়ের নিকট ইহাদিগকে নিয়া যাইবেন। আর ঈশ্বর তাহাদের চোখের জল মুছাইয়া দিবেন। মেষ শাবক বলিতে কাহাকে বুঝানো হইয়াছে?

দেখা যায় সিল মারার পর তাহাদের আর পাপ করিলেও পাপ নাই।

মহাত্মা যীশুর পুনঃআগমন

দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্তী, যাহার যেমন কার্য, তাহাকে তেমন ফল দিব। আমি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। (প্রকাশিত বাক্য : শেষ কথা : ২২ : ১২, ১৩)

মন্তব্য : মহাত্মা যীশু পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন তাঁহারই তিনি আগামবাণী করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন আমি আলফা এবং ওমেগা। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলফা এবং শেষ অক্ষর ওমেগা– ইহার অর্থ কোন একটি বিষয়ের বিস্তারিত অবস্থা। ইংরেজীতেও উহারই সমার্থক বাক্য– আমরা 'এ টু জেড' বলিয়া থাকি। 'এ' ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষর এবং 'জেড' শেষ অক্ষর।

তিনিই আদি তিনিই অন্ত এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। কারণ তিনি মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আবার মানবকুল দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। তাই তাহার শুরু ও শেষ আছে। তিনি এক সময় পৃথিবীর বুকে বিরাজমান ছিলেন, আর এক সময় নাই। তাঁহার আসার উদ্দেশ্য হইতেছে– পুরস্কার প্রদান। যাহার যেমন কর্ম তাহাকে তেমন ফল প্রদান।

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত– ইহা শুধু আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআন শরীফ বলে "হুয়াল আওয়াল, ওয়াল আখের। তিনি আল্লাহই শুধু আদি ও অন্ত, অন্য কেহ নহে।" তিনিই আলফা তিনিই ওমেগা।

যোহনের ভাববাণীর সহিত যোগ ও হ্রাসকারীর শাস্তি

যাহারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিতে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন; আর যদি কেহ এই ভাববাণী গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশে হরণ করিবেন। যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি শীঘ্র আসিতেছি।

আমেন, প্রভু যীশু, আইস।

প্রভু যীশুর অনুগ্রহ পবিত্রগণের সঙ্গে থাকুক। আমেন। (প্রকাশিত বাক্য : শেষ কথা : ২২ : ১৮–২১)

মন্তব্য : এই বাক্যসমূহ দ্বারা যোহন ভাববাদী তাহার পুস্তকের সমাপ্তি টানিতেছেন এবং তাহার পুস্তকের সুরক্ষা দিতে চাহিতেছেন।

যাহারা এই পুস্তকের সংগে কিছু যোগ বা হ্রাস করে তাহাদের শাস্তির কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকের সংগে অন্য বাইবেলসমূহের সহিত যদি কিছু যোগ বা হ্রাস হইয়া থাকে, তবে কি তাহারা শাস্তি ভোগ করিবেন?

যোহন দাবী করিতেছেন মহাত্মা যীশু ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি মহাত্মা যীশু সাক্ষ্য দিতেছেন না, বরং তিনি বলিতেছেন "আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

যোহন পুস্তকের সমাপ্তিতে "আমেন" বলিতেছেন।

খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ শুভ কাজের শেষে এই হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন– যাহার অর্থ 'হে খোদা কবুল করুন।'

কিন্তু মুসলমানগণ এই শব্দটিকে "আমিন" বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

চারটি বাইবেলে ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ছক

মহাত্মা যীশুর জীবনের অনেক ঘটনাবলী ও শিষ্যদের কাহিনী বাইবেলসমূহে বারবার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, আবার অনেক ঘটনা কোন বাইবেলে এককভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাই উহা একনজরে দেখিবার জন্য ও তুলনা করিবার জন্য 'ছক' আকারে নিম্নে দেখান হইল। যে বাইবেলে ঘটনাটি উল্লেখ আছে, তাহার নীচে "আছে" লেখা হইল আর যে বাইবেলে উল্লেখ নাই, তাহার নীচে (-) এই চিহ্ন ব্যবহার হইল।

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
১.	মহাত্মা যীশুর ভিত্তিহীন বংশ তালিকা	আছে	-	আছে	-	এই দুই তালিকার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।
২.	মহাত্মা যীশুর শিশু কালের বর্ণনা	আছে	-	আছে	-	দুই বর্ণনা মধ্যে অমিল বিদ্যমান। প্রথম বর্ণনা অনুসারে মিসরে, দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে নাসরতে মহাত্মা যীশুর শিশুকালে কাটে।
৩.	মহাত্মা যীশুর কর্তৃক যোহন ভাববাদীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ (বাপ্তিস্ম)	আছে	আছে	আছে	-	-
৪.	দিয়াবল কর্তৃক মহাত্মা যীশুর পরীক্ষা	আছে	আছে	আছে	-	মথিতে বিস্তারিত বিবরণ আছে।
৫.	মহাত্মা যীশুর প্রকাশ্য কার্যের আরম্ভ।	আছে	আছে		আছে	-

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লুক	যোহন	মন্তব্য
৬.	মহাত্মা যীশুর পর্বতে উপদেশ প্রদান	আছে	-	-	-	-
৭.	মহাত্মা যীশুর কর্তৃক বারো জন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিযুক্তকরণ।	আছে	আছে	আছে	-	-
৮.	কারাগার হইতে যোহনের প্রশ্ন ও মহাত্মা যীশুর উত্তর	আছে	-	আছে	-	-
৯.	মহাত্মা যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কার্য।	আছে	আছে	আছে	আছে	-
১০.	বিশ্রাম বারে মহাত্মা যীশুর উপদেশ	আছে	আছে	আছে	-	-
১১.	স্বর্গরাজ্য বিষয় সাতটি দৃষ্টান্ত।	আছে	আছে	আংশিক আছে	-	লুকে বীজ বাপ কথা আছে।
১২.	যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা।	আছে	আছে	-	-	-
১৩.	মহাত্মা যীশু কর্তৃক পাঁচ হাজার লোককে আহার দান ও জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া	আছে	আছে	আছে	-	-
১৪.	অশুচিতা বিষয়ক উপদেশ।	আছে	আছে	-	-	-
১৫.	মহাত্মা যীশু কর্তৃক চার হাজার লোককে ভোজন করান	আছে	আছে	-	-	-

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
১৬.	মহাত্মা যীশুর উজ্জ্বল রূপ ধারণ। রূপান্তর	আছে	আছে	-	-	-
১৭.	অন্ধকে চক্ষুদান ও মহাত্মা যীশুর যীরূশালেমে গমন	আছে	আছে	আছে	আছে	গর্দভে চড়িয়া প্রবেশ। ধর্মধামে বেচা-কেনা বন্ধ করিয়াদিলেন। পোদ্দারদের মেজ উলটাইয়া দিলেন। পথে ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিলেন।
১৮.	যীরূশালেমের বিনাশ ও মহাত্মা যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক ভবিষ্যৎ বাক্য।	আছে	আছে	আছে	-	-
১৯.	মহাত্মা যীশুর শেষ দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু।	আছে	আছে	আছে	আছে	-
২০.	অভিষেক।	আছে	আছে			-
২১.	নিস্তার পর্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন	আছে	আছে	আছে	-	-
২২.	মহাত্মা যীশুর যীরূশালেমে শিক্ষা দান।	আছে	-	-	-	-
২৩.	গেৎ শিমানী বাগানে মহাত্মা যীশুর মর্মান্তিক দুঃখ।	আছে	আছে	আছে	-	যোহন মতে, মহাত্মা যীশু কি-দ্রোন স্রোতে পার হইলেন, সেখানে এক বাগানে তিনি ছিলেন।
২৪.	মহাত্মা যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পণ।	আছে	আছে	আছে	-	যোহন মতে মহাত্মা যীশু আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পিতর মহা যাজকের দাসের

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লুক	যোহন	মন্তব্য
						ডানকর্ণ খড়গ দ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলেন। লুকের মধ্যেও অনুরূপ উল্লেখ আছে।
২৫.	মহা যাজকের সম্মুখে মহাত্মা যীশুর বিচার।	আছে	আছে	আছে	আছে	
২৬.	ইস্করিয়োতীয় যিহূদার বিশ্বাস ঘাতকতা।	আছে	আছে	আছে	আছে	মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভে যিহূদা মহাত্মা যীশুকে ধরাইয়া দেন।
২৭.	ইস্করিয়োতীয় যিহূদার আত্ম হত্যা।	আছে	-	-	-	-
২৮.	পিতর কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে তিনবার অস্বীকারকরণ	আছে	আছে	আছে	আছে	-
২৯.	দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে মহাত্মা যীশুর বিচার।	আছে	আছে	আছে	আছে	-
৩০.	মহাত্মা যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু।	আছে	আছে	আছে	আছে	যোহন মতে, মহাত্মা যীশু নিজে ক্রুশ বহন করেন।
৩১.	মহাত্মা যীশুর সমাধি।	আছে	-	আছে	আছে	মার্কে সমাধি বলিয়া উল্লেখ নাই তবে শৈলে ক্ষুধিত কবরে রাখার কথা আছে।

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
৩২.	কবর হইতে মহাত্মা যীশুর উত্থান ও শিষ্যদের প্রতি শেষ আজ্ঞা।	আছে	আছে	আছে	আছে	মথি ও যোহনে উত্থানের পর স্বর্গারোহণের কথা নাই। কিন্তু মার্ক ও লূকে স্বর্গারোহণের কথা আছে।
৩৩.	মহাত্মা যীশুর দেশীয়রা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করেন	-	আছে	আছে	-	লূকের নাসরতে যীশুর উপদেশ অধ্যায়ে আছে
৩৪.	মহাত্মা যীশু আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাক্য বলেন	-	আছে	-	-	-
৩৫.	একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে চাদর ফেলিয়া পালাইয়া গেল।	-	আছে	-	-	মহাত্মা যীশু হস্তে সমর্পিত হওয়ার প্রাক্কালের ঘটনা।
৩৬.	মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-বিষয়ে আগাম সংবাদ।	-	-	আছে	-	জিব্রাইল কর্তৃক মরিয়মকে আগাম সংবাদ প্রদান। শিশুটির নাম যীশু রাখিতে বলিলেন। কিন্তু মথিতে আছে ইউসুফ স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার নাম যীশু রাখিতে হইবে।
৩৭.	মহাত্মা যীশুর জন্ম ও বাল্যকাল। অষ্টম দিনে ত্বক ছেদন ও যীশু নাম রাখা।	-	-	আছে	-	-

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
৩৮.	নসরতে যীশুর উপদেশ।	-	-	আছে	-	-
৩৯.	ঈশ্বরের বাক্য মহাত্মা যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার	-	-	-	আছে	-
৪০.	যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।	-	-	-	আছে	-
৪১.	মহাত্মা যীশু শিষ্যদের পা ধোয়ান।	-	-	-	আছে	-
৪২.	মহাত্মা যীশু মৃত লাসারকে জীবন দেন।	-	-	-	আছে	-
৪৩.	যীশুই পথ।	-	-	-	আছে	-
৪৪.	সত্যের আত্মা শিষ্যদের সহায়	-	-	-	আছে	সহায় "গ্রীক ভাষায় পারাক্লীটস।" 'শান্তি দাতা' ও 'প্রশংসিত' ইহা হযরত মোহাম্মদ(সা.) কেই বুঝান হইয়াছে।
৪৫.	মহাত্মা যীশুর পুনরুত্থান ও শিষ্যদিগকে বার বার দর্শন।				আছে	যোহন মতে, চার বার দর্শন। একবার মগ্দলীনী মরিয়মকে ও তিনবার শিষ্যদেরকে দর্শন দান।
৪৬.	ইস্করিয়োতীয় যিহূদার বিশ্বাস ঘাতকতা	আছে	আছে	আছে	আছে	-
৪৭.	মহাত্মা যীশুর পর্বতে দত্ত উপদেশ	আছে	-	আছে	-	বহুলোক মহাত্মা যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে, যাহাতে সকলে শুনিতে

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
						পায়, তাই তিনি পর্বতে ইঠয়া উপদেশ দিলেন। “মনে করিওনা যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ (তওরাত) লোপ করিতে আসিয়াছী আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কামভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিওনা। দক্ষিণ চক্ষু বিঘ্ন ঘটাইলে, উহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও। “তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিওনা বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্যগাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার সহিত বিচার স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার কোটটি চাহে, তবে গাউনটিও তাহাকে দিয়া দাও।

	ঘটনাবলী	মথি	মার্ক	লূক	যোহন	মন্তব্য
৪৮.	কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী মহাত্মা যীশুর নিকট চিহ্ন দেখিতে চাহিল।	আছে	-	-	-	তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনাভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিনদিবা রাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন
৪৯.	লাষ্ট সাপারের পরও মহাত্মা যীশুর গ্রেফতার হওয়ার আগে মহাত্মা যীশুর সুদীর্ঘ ভাষণ	-	-	-	আছে	যোহনের গ্রীক বাইবেলটির নাম, Novum Testaments Graece. ইহাতে গ্রীক Parakletos শব্দের উল্লেখ দেখা যায় অর্থাৎ একজন পথ নির্দেশক আসিবেন। To see To speak তিনি দেখিবেন ও বলিবেন অর্থাৎ তাহার বাকশক্তি ও শ্রবণ শক্তি থাকিবে। ইনিই মোহাম্মদ (সা.)।

পরিশিষ্ট

মথি, মার্ক, লুক ও যোহন বাইবেল লেখকগণ, মহাত্মা যীশুর জীবনী আকারে বাইবেল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর জন্ম হইতে মৃত্যু, পুনরুত্থান; দর্শন দান ও স্বর্গারোহণ পর্যন্ত জীবনী আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জীবনী লিখিতে গিয়া তাহারা অনেক কথা মহাত্মা যীশুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

মহাত্মা যীশুর বাণী অপেক্ষা বর্ণনাই বেশী। মহাত্মা যীশুর বাণী হয়তঃ ১০% হইবে। বাকী সব বর্ণনা মাত্র। এই বাইবেলগুলির মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য ও অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যদি তাহারা এই বাইবেলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন তবে এত অসামঞ্জস্য ও ভুল ভ্রান্তি কেন?

চারটি বাইবেলের মধ্যে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নাম কোথাও উল্লেখ নাই। শুধু লোকমুখে বাইবেলের লেখক হিসাবে ইহাদের নাম চলিয়া আসিতেছে। এমনকি তাহাদের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না। মহাত্মা যীশুর নিজে বাইবেল লিখিয়া বা লেখাইয়া যান নাই।

মহাত্মা যীশুর মৃত্যুর পর ৭০-১১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সমস্ত বাইবেল লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়।

এই সমস্ত লেখকগণ কাহার নিকট হইতে এই বর্ণনাসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন– এইরূপভাবে মহাত্মা যীশু পর্যন্ত পৌছার কোন ধারাবাহিকতার উল্লেখ নাই।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের হাদীসসমূহ সংগ্রহে এইরূপ ধারাবাহিকতা হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত বিদ্যমান। এমন কি ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র, সত্যবাদিতা স্বার্থহীনতা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি যাচাই বাছাই করা হইয়াছে, তৎপর উহা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মুসলমানগণ ঈসা (আ.)-এর মুখ নিঃসৃত ইনজিল শরীফ মান্য করেন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও প্রকৃত ইনজিল শরীফ মওজুদ নাই।

বর্তমান জগতে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত। প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয়,

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজী ভাষা প্রচলিত।

তদ্রূপ ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক ভাষার প্রচলন ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান, রাজকার্য, ধর্মীয় ইত্যাদি সর্বত্র গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল। তাই বাইবেল নতুন নিয়মও গ্রীক ভাষায় লিখিত ও অনূদিত হয়। কিন্তু মহাত্মা যীশু আরামায়িক ও হিব্রুভাষায় কথা বলিতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ক্রুশের উপরে বলিয়াছিলেন "এলি এলি লামা শাবাকতানী।" হে ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি আমায় কেন ত্যাগ করিলে। "রব্বুনী" হে গুরু বলিয়া মহাত্মা যীশুকে সম্বোধন। "কর্বান"– ঈশ্বরকে উৎসর্গকৃত যাহা দত্ত। "হকল দমা" রক্ত ক্ষেত্র। "মশীহ" খ্রীষ্ট। হাল্লিলুয়া" সদা প্রভুর প্রশংসা কর। "আমেন" কবুল করুন ইত্যাদি হিব্রু শব্দসমূহ বাইবেল নতুন নিয়মে বিদ্যমান।

যাহাই হউক, 'ইকুমেনিক্যাল ট্রানসেলেশনের' শতাধিক সুবিজ্ঞ লেখককের অভিমত, গোটা বিশ্বে আড়াইশত (২৫০) পরিত্যক্ত বাইবেল আছে। এইগুলিকে "এ্যাপোক্রাইফা" বা পরিত্যক্ত বলে। আর যে বাইবেলসমূহ গৃহীত হইয়াছে– তাহাদিগকে প্রামাণিক বা দালীলিক বলে।

এই প্রামাণিক বাইবেলের নতুন নিয়মের ২৭ খানা। ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা চিঠি। প্রটেস্টটান্ট ও কেথোলিক সকলের নিকটেই ২৭ খানা নতুন বাইবেল গ্রহণযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে স্বাধীন ও দার্শনিকভাবে ইতিহাস রচনা শুরু হইলে, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম কিং জেমস, ৪৭ জন পণ্ডিত দ্বারা যাচাই বাছাই করিয়া চারখানা বাইবেলের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাই কিং জেমস ভার্সন ইংলিশ বাইবেল নামে পরিচিত ও প্রচলিত হয়।

পুনরায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ জন পণ্ডিত কর্তৃক 'কিং জেমস্ ভার্সনকে' সংশোধন করিয়া বাইবেলের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহাই Revised Standard Version নামে বর্তমানে প্রচলিত আছে।

এইখানে উল্লেখ্য যে, পলের সঙ্গী বার্নবার একখানা বাইবেল আছে– যাহা খ্রীষ্টান যাজকগণ পরিত্যক্ত (এ্যাপোক্রাইফা) করিয়াছেন। এই বাইবেলে একত্ববাদ ও হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী

রহিয়াছে। এই বাইবেলে পঞ্চাশবারের বেশী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে।

ইহার কপি ভিয়েনার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

২০০০ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হইয়াছে (আহমদ দিদাত) এইরূপে খ্রীষ্টান জগৎ যুগে যুগে বাইবেলে বহু কিছু সংযোজন, পরিবর্তন পরিবর্ধন ইত্যাদি করিয়াছেন।

তাই পবিত্র কুরআন শরীফ বলে– "সেই সব লোকের জন্য ধ্বংস (অনিবার্য) যাহারা নিজেরা নিজেদের হাত দিয়া কতিপয় বিধি লিখিয়া নেয়, (তারপর) দুনিয়ার সামনে বলে এইগুলি হইতেছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ বিধান। তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, যেন তাহা দিয়া (দুনিয়ার) সামান্য কিছু স্বার্থ কিনিয়া নিতে পারে। অথচ তাহাদের হাতের এই কামাই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে, যাহা কিছু (পার্থিব স্বার্থ আজ) তাহারা হাসিল করিয়াছে তাহাও তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ২ : ৭৯)

ক. মহাত্মা যীশুর জীবনী

মথির বাইবেলের আলোকে লিখিত

মহাত্মা যীশুর জন্ম

মরিয়ম যোষেফের বাগদত্তা ছিলেন। তাহাদের মিলনের (সহবাস) আগে, যোষেফ জানিতে পারিলেন মরিয়ম পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন। তাই যাহাতে মরিয়ম নিন্দার পাত্র না হন এবং যোষেফও ধার্মিক ছিলেন বলিয়া তিনি মরিয়মকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এমতাবস্থায় যোষেফ স্বপ্নে দেখিলেন প্রভুর এক দূত তাহাকে আদেশ করিলেন, তিনি যেন মরিয়মকে ত্যাগ না করেন ও ভয় না করেন। দূত শিশুটির নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিতে বলিলেন। কারণ তিনি প্রজাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া যোষেফ দূতের আদেশ মত কাজ করিলেন। পুত্র প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরিয়মের সঙ্গে মিলন করিলেন না। অতঃপর পুত্রটি জন্ম গ্রহণ করিবার পর তাঁহার নাম "যীশু" রাখিলেন।

পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক মহাত্মা যীশুর অন্বেষণ ও হেরোদ রাজার উদ্বিগ্নতা

ঐ সময়ে যিহূদা রাজ্যের ইহূদী রাজা ছিলেন হেরোদ। যিহূদার বেতেলহেমে মহাত্মা যীশুর জন্মগ্রহণ করার পর পূর্বদেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত যিরূশালেমে আসিয়া বলিলেন– ইহূদীদের যে রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়, কারণ পূর্বদেশে আমরা তাঁহার তারা দেখিয়াছি এবং তাহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া হেরোদ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি সমস্ত প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিবেন।

তাহারা বলিলেন তিনি যিহূদিয়া রাজ্যের বেথেলহেমে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তখন হেরোদ পণ্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া জানিয়া নিলেন– ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়াছিল। পরে তিনি পণ্ডিতগণকে বেথেলহেমে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন আপনারা শিশুটির অন্বেষণ করুন। দেখা পাইলে আমাকে জানাইবেন যাহাতে আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারি।

তখন তাহারা পূর্বদিকে প্রস্থান করিলেন। তারাটিও তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল। পরে শিশুটি যেখানে ছিল, তারাটি তথায় আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল। পরে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে মাতা মরিয়মের সহিত দেখিতে পাইলেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং স্বর্ণ, কুন্দরু ও গন্ধরস শিশুটিকে উপহার দিলেন। স্বপ্নে তাহাদিগকে হেরোদের নিকট ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করা হইল, তাই তাহারা অন্য পথদিয়া নিজ দেশে চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা যীশু ও মরিয়মকে নিয়া যোষেফের মিসরে পলায়ন এবং হেরোদ কর্তৃক শিশু হত্যা

অন্যদিকে প্রভুর একদূত স্বপ্নে যোষেফকে বলিলেন– শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে নিয়া মিসরে পলায়ন কর। আর যতদিন আমি না বলিব ততদিন তথায় অবস্থান কর। কারণ হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য অনুসন্ধান করিবে। তখন যোষেফ ঘুম হইতে উঠিয়া শিশু ও তাঁহার মাতাকে নিয়া

রাত্রিকালে মিসরে চলিয়া গেলেন। হোরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে রহিলেন। পরে হেরোদ যখন জানিতে পাইলেন পণ্ডিতরা তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া হেরোদ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। পণ্ডিতদের কাছে যে সময়ের কথা জানিয়াছিলেন, সেই অনুসারে তিনি বেথেলহেম ও ইহার সীমানার মধ্যে দুই বৎসর ও তদনিম্ন বয়সের শিশুদিগকে বধ করাইলেন।

হেরোদের মৃত্যুর পর মহাত্মা যীশু ও মরিয়মকে নিয়া যোষেফের নাসরতে আগমন

হেরোদের মৃত্যু হইলে, প্রভুর এক দূত মিসরে যোষেফকে স্বপ্নে বলিলেন– তিনি যেন শিশুটিকে ও মরিয়মকে নিয়া ইস্রাইল দেশে চলিয়া আসেন। কারণ যাহারা শিশুটিকে হত্যা করিতে চাহিয়া ছিল, তাহারা মারা গিয়াছে। তখন যোষেফ শিশুটিকে ও মরিয়মকে নিয়া ইস্রাইল দেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু যিহূদীয়াতে তখনও হেরোদের পুত্র আর্খিলায় রাজত্ব করিতেছিল। তাই যোষেফ ভীত হইয়া তাহাদিগকে নিয়া গালীল প্রদেশের অন্তর্গত নাসরতে গিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। অতএব মহাত্মা যীশু নাসরতীয় বলিয়া পরিচিত হইলেন।

যোহন বাপ্তাইজকের নিকট মহাত্মা যীশুর দীক্ষা গ্রহণ ও শয়তান কর্তৃক মহাত্মা যীশুর পরীক্ষা

মহাত্মা যীশু যৌবনে পৌছিলেন এবং তৎকালে যোহন বাপ্তাইজক লোকদিগকে যর্ডান নদীর জলে বাপ্তাইজ করিতেছিলেন। যোহন লোকদিগকে বলিলেন– "আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি, কিন্তু আমার পরে একজন আসিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান। তাহার কুলা তাহার হাতে আছে, তিনি আপন খামার পরিষ্কার করিবেন এবং আপনার গম গোলায় সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু তুষ অনির্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।"

ঐ সময়ে মহাত্মা যীশু যোহন বাপ্তাইজক কর্তৃক বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্ডানে আসিলেন। পরে মহাত্মা যীশু যোহন বাপ্তাইজক

কর্তৃক বাপ্তাইজিত হইয়া যর্ডান নদীর জল হইতে উঠিলেন। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের ন্যায় আসিয়া তাঁহার উপর নামিতে দেখিলেন।

অতঃপর শয়তান (দিয়াবল) মহাত্মা যীশুকে তিনটি পরীক্ষা করিল। তিনটিতেই মহাত্মা যীশু জয়যুক্ত হইলেন ও শয়তান পরাস্থ হইল।

মহাত্মা যীশুর কফরনাহূমে গমন, সমুদ্রতীরে ৪ জন শিষ্য লাভ ও লোকদিগকে উপদেশ দান

ঐ সময়ে যোহন বাপ্তাইজক কারা বন্দী হইয়াছেন, শুনিয়া মহাত্মা যীশু গালীলে চলিয়া গেলেন এবং নসরত ত্যাগ করিয়া কফরনাহূম নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সমগ্র গালীলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

গালীল সমুদ্রতীরে দুইজন জেলেকে শিষ্য হিসাবে পাইলেন একজন শিমন পিতর, অন্যজন এন্দ্রু। সিবদিয়ের দুইপুত্র যাকোব ও যোহনকেও শিষ্য হিসাবে পাইলেন। মোট চার জন শিষ্য পাইলেন। তিনি লোকদিগকে রোগ হইতে আরোগ্য করিলেন। তাই দলে দলে লোক, গালীল, দিকপালি, যিরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্ডানের পর পার হইতে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

পর্বতে উঠিয়া মহাত্মা যীশু কর্তৃক লোকদিগকে স্মরণীয় উপদেশ দান

বহু লোকের আগমন ইহল। তাই যাহাতে সবাই তাহার কথা শুনিতে পায়– ও তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেই জন্য তিনি পর্বতে উঠিলেন। শিষ্যরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিল– যাহাতে কেহ কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে। তিনি পর্বতে উঠিয়া বলিলেন–

১. "মনে করিওনা যে, আমি ব্যবস্থা (তৌরাতের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা) কি ভাববাদী গ্রন্থ (তৌরাত) লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"

২. কেহ কামভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি বিঘ্ন জন্মায়, তবে

তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দাও। তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দাও।"

৩. "যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।"

৪. "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিওনা; স্বর্গের দিব্য করিওনা, কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ, আর যিরূশালেমের দিব্য করিওনা, কেননা তাহা মহান রাজার নগরী। আর তোমার মাথার দিব্য করিওনা, কেননা একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য তোমার নাই।"

৫. "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা (কোট) লইতে চায়, তাহাকে চোগা (গাউন)ও লইতে দেও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে যাঞ্চা করে, তাহাকে দেও এবং যে তোমার নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না।"

৬. "কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও,...। আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ কর, তবে অধিক কি কর্ম কর? পরজাতীয়রাও কি সেইরূপ করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।"

৭. "কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিওনা।"

৮. "কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে, দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।"

৯. “পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিওনা এবং তোমাদের মুক্তা শুকরদিগের সম্মুখে ফেলিওনা; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায় এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে।”

মহাত্মা যীশু আরো অনেক উপদেশ দিলেন। পরে তিনি পর্বত হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নৌকায় পার হইয়া নিজ নগরে (নসরত) আসিলেন।

মহাত্মা যীশুর নিজ নগরে কার্যকলাপ ও বার জন শিষ্যকে ক্ষমতা প্রদান ও আদেশ দান

মহাত্মা যীশু পর্বত হইতে নামিয়া নৌকায় করিয়া নিজ নগরে আগমন করিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিলেন। নগরে ও গ্রামে সুসমাচার প্রচার করিলেন। বারজন শিষ্যকে অশুচি আত্মার উপর ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

তিনি তাহাদিগকে আদেশ দিলেন– ১. “তোমরা পরজাতীয়গণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিওনা বরং ইস্রাইল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।”

২. “মনে করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।” মহাত্মা যীশুর বার জন শিষ্যের নাম নিম্নরূপ।

১. শিমোন পিতর ২. এন্দ্রু ৩. যাকোব ৪. যোহন (সিবদিয়ের পুত্রদ্বয়) ৫. ফিলিপ ৬. বার্থ লোমিও ৭. থোমা ৮. মথি (কর গ্রাহক) ৯. কনানী শিমোন ১০. যাকোব (আলফয়ের পুত্র) ১১. থদ্দেয় ১২. ঈস্কিরিয়োতীয় যিহূদা। পরে তিনি ঐ স্থান ইহতে প্রস্থান করিলেন।

কারাগার হইতে মহাত্মা যীশুর নিকট যোহনের প্রশ্ন ও মহাত্মা যীশুর উত্তর

ঐ সময়ে কারাগার হইতে যোহন বাপ্তাইজক, শিষ্যদের দ্বারা মহাত্মা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, যাহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? মহাত্মা যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও। আমি তাহাদিগকে বলিতেছি স্ত্রী লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে

যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহ উৎপন্ন হয় নাই।" তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনিই এই ব্যক্তি। যাহার শুনিতে কান থাকে সে শুনুক।"

অধ্যাপক ও ফরীশীগণের চিহ্ন দেখিবার ইচ্ছা ও মহাত্মা যীশু কর্তৃক মাতা, ভ্রাতাকে অসম্মানকরণ

ঐ সময়ে কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী মহাত্মা যীশুকে বলিলেন– আমরা আপনার নিকট চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা যীশু উত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন– "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন দেওয়া যাইবেনা। কারণ যোনা যেমন তিনদিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য পুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

তিনি লোকদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেছিলেন, ঐ সময়ে তাহার মাতা ও ভ্রাতারা তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহাত্মা যীশু বলিলেন আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতাই বা কাহারা? তিনি বলিলেন যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা। ঐ সময়ে নৌকায় উঠিয়া মহাত্মা যীশু লোকদিগকে আর সাতটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক উপদেশ দিলেন ও কথা বলিলেন।

যোহন বাপ্তাইজকের হত্যার পর, মহাত্মা যীশুর গিনেষরত, সোর, সিদন মগদন, যিহূদিয়া অঞ্চলে আগমন ও রূপান্তর

ইহার পর রাজা হেরোদ, যোহন বাপ্তাইজককে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ মহাত্মা যীশুর নিকট পৌছিলে, নৌকা যোগে তিনি গিনেষরত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তথায় তিনি লোকদিগকে বলিলেন– মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতে আসে, আর তাহাই মানুষকে অশুচি করে। সুতরাং অধৌত হস্তে ভোজন করিলে, মানুষ তাহাতে অশুচি হয় না। তথা হইতে তিনি আবার সোর, সিদন প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তথায় তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন– "ইস্রাইল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহার নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" তথায় মহাত্মা যীশু গালীল-সমুদ্র তীরে পর্বতে উঠিলেন

এবং বিস্তর লোকের মধ্যে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, নুলা ইত্যাদি লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। অতঃপর তিনি মগদনে উপস্থিত হইলেন। তথায় ফরীশী, সদ্দুকীদের কর্তৃক চিহ্ন অন্বেষণের উত্তরে তিনি আবার বলিলেন– এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করিয়া থাকে– "কিন্তু যোনার চিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্নই তাহাদিগকে দেওয়া যাইবেনা" তিনি তখন ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা যীশুর পর্বতে রূপান্তর ও যিরূশালেমে প্রবেশ

তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন তাহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে। তথায় প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, হত হইতে হইবে আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। প্রস্তুতি হিসাবে ছয় দিনপর তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করিয়া এক উচ্চ পর্বতে গেলেন। সেইখানে তিনি "রূপান্তরিত" হইয়া উজ্জ্বলরূপ গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি লোকদের নিকট আসিলেন ও অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন।

পরে কফরনাহুম হইয়া তিনি যর্ডানের পরপারস্থ যিহূদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। বহু লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তথায় তিনি অসুস্থ লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। তৎপর মহাত্মা যীশু বার জন শিষ্যসহ যিরূশালেম যাত্রা করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন– মনুষ্য পুত্র প্রধানযাজকদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন, বিদ্রূপ করিবার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার জন্য পর জাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন, পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। পরে তিনি যিরিহো নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া যিরূশালেমের নিকটবর্তী জৈতুনপর্বতে, বৈৎফগী গ্রামে আসিলেন। মহাত্মা যীশু দুইজন শিষ্যকে গ্রামে পাঠাইয়া একটি গর্দভী শাবকসহ আনাইলেন। তাহার উপর শিষ্যরা বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, পরে তিনি তাহার উপর বসিলেন। লোক সকল তাহার অগ্র পশ্চাৎ চলিতেছিল। তাহারা বলিতে লাগিল–

"হোশান্না দাউদ সন্তান,
ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন,
উর্ধ্বলোকে হোশান্না।"

ধর্মধামে বেচা কিনা বন্ধ ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে ও কৈসরের পাওনা কৈসরকে প্রদানের আদেশ

পরে তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিলেন। ধর্মধামে যত লোক বেচাকিনা করিতেছিল তিনি সেই সকল বাহির করিয়া দিলেন, পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কবুতর বিক্রি করিতেছিল, তাহাদের আসন উলটাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন প্রভুর গৃহ প্রার্থনাগৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে।

ইহা দেখিয়া প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকগণ রুষ্ট হইলেন। তাহাদের ভয়ে তিনি নগরের বাহিরে বৈথনিয়া গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন তিনি ধর্মধামে আসিলে পর প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কোন ক্ষমতা বলে ইহা করিতেছ? যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন– যোহন কোন ক্ষমতায় বাপ্তিস্ম করিয়াছেন? তাহারা বলিলেন আমরা জানি না।

মহাত্মা যীশুকে রাজদ্রোহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য ফরীশীরা শিষ্যগণের মাধ্যমে, মহাত্মা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– মহাত্মা যীশুর মতে কাহাকে কর দিতে হইবে? তিনি উত্তরে বলিলেন– কৈসরের যাহা, তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা, তাহা ঈশ্বরকে দেও।

পরে মহাত্মা যীশু ধর্মধাম হইতে বাহির হইয়া জৈতুন পর্বতের উপরে শিষ্যদেরকে নিয়া বসিলেন। তিনি যিরূশালেমের বিনাশ ও তাহার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন।

মহাত্মা যীশুকে ধরিবার জন্য মহাযাজকের বাড়ীতে সভা ও যিহূদাকে ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা ঘুষপ্রদান

ইহার দুই দিন পর "নিস্তার পর্ব" ছিল। মহাত্মা যীশুকে ছলে বধ করিবার জন্য প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ মহাযাজক 'কায়াফার' বাড়ীর প্রাঙ্গনে একত্রিত হইলেন। তাহারা পরামর্শ করিলেন। 'নিস্তার পর্বের' পর মহাত্মা যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে হইবে, যাহাতে নিস্তার পর্বের সময় কোন গণ্ডগোল না হয়। মহাত্মা যীশুর বারোজন শিষ্যের মধ্যে ইস্করিয়োতীয়

যিহূদা প্রধান যাজকের নিকট গিয়া বলিল– আমাকে কি দিবেন বলুন, আমি যীশুকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহারা তখন তাহাকে ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা দিলেন। তাই যিহূদা ইস্করিয়োতীয় মহাত্মা যীশুকে সমর্পণ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

'নিস্তার পর্বের' ভোজ প্রস্তুতকরণ

তাড়িশূন্য রুটির পর্ব পালন করিবার জন্য মহাত্মা যীশু শিষ্যগণসহ নগরের জনৈক ব্যক্তির গৃহে নিস্তার পর্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন। সন্ধ্যা হইলে মহাত্মা যিশু বারোজন শিষ্যদেরকে নিয়া ভোজন করিতে বসিলেন আর বলিলেন তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে। শিষ্যরা দুঃখিত হইয়া মহাত্মা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– প্রভু সে কে? উত্তরে তিনি বলিলেন যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্রে হাত ডুবাইল, সেই আমাকে সমর্পণ করিবে। ইস্করিয়োতীয় যিহূদা বলিল, রব্বি, সে কি আমি? তিনি তাহাকে বলিলেন– তুমিই বলিলে। পরে মহাত্মা যীশু রুটী লইয়া আশীর্বাদ পূর্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিয়া বলিলেন– লও ভোজন কর, ইহা আমার শরীর পরে তিনি পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাহাদিগকে দিয়া বলিলেন– ইহা পান কর, কারণ ইহা আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, পাপ মোচনের জন্য ইহা পাতিত হয়।

মহাত্মা যীশু শিষ্যগণসহ জৈতুন পর্বতে গমন ও শিষ্যগণ কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে অস্বীকার না করার অঙ্গীকার

পরে তাহারা গীতগান করিয়া জৈতুন পর্বতে গেলেন। তখন মহাত্মা যীশু তাহাদিগকে বলিলেন– আজ রাত্রিতে তোমরা সকলে আমার কারণে কষ্ট পাইবে। উত্থিত হইলে পর তোমাদের আগে আমি গালীলে যাইব। পিতর বলিল সকলে কষ্ট পাইলেও আমি কষ্ট পাইব না। মহাত্মা যীশু তাহাকে বলিলেন– এই রাত্রিতে কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে। পিতর তাহাকে বলিলেন– যদি আপনার সহিত মরিতে হয়, কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করিব না। এইরূপ সকল শিষ্যই বলিল।

গেৎ শিমানী নামক স্থানে মহাত্মা যীশুর প্রার্থনা

তখন মহাত্মা যীশু শিষ্যগণের সঙ্গে গেৎ শিমানী নামক স্থানে গেলেন। কেহ তাহার খোঁজ না পায় এবং তাহাকে ধরিতে না পারে, সেই জন্য শিষ্যদেরকে পাহারাদার নিযুক্ত করিলেন। তিনি শিষ্যদেরকে বলিলেন তোমরা এইখানে বসিয়া থাক, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করি। ইহা হইল নিরাপত্তার প্রথম বেষ্টনী। পরে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– তোমরা এইখানে আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। ইহা নিরাপত্তা ব্যবস্থার দ্বিতীয় বেষ্টনী।

পরে তিনি সম্মুখে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন– হে পিতা এই পান পাত্র আমা হইতে সরাইয়া নিন। তবে ইহা যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, তবে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই কার্যকর হউক। এইরূপে তিন তিনবার তিনি প্রার্থনা করিলেন। প্রতি বারই আসিয়া দেখিলেন এই তিন শিষ্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি অবশেষে বলিলেন– তোমরা এখন বিশ্রাম কর। যে আমাকে সমর্পণ করিবে, সে নিকটে আসিয়াছে।

মহাত্মা যীশুর গ্রেপ্তার ও শিষ্যদের পলায়ন

যখন এই সকল কথা হইতেছিল, তখন ইস্করিয়োতীয় যিহূদা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীন বর্গের নিকট হইতে বহুলোককে নিয়া খড়্গ ও লাঠিসহ উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তি মহাত্মা যীশুকে সমর্পণ করিতেছিল, সে লোকদিগকে সঙ্কেত বলিয়াছিল– আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই যীশু এবং তোমরা তাহাকে ধরিবে। তখন সে মহাত্মা যীশুর নিকটে গিয়া– রাব্বি বলিয়া সালাম করিল এবং আগ্রহপূর্বক চুম্বন করিল। মহাত্মা যীশু তাহাকে বলিলেন– যাহা করিতে আসিয়াছ তাহা কর। তখন লোকেরা মহাত্মা যীশুকে ধরিল।

মহাত্মা যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন খড়্গ বাহির করিয়া মহা যাজকের দাসের কান কাটিয়া ফেলিল। মহাত্মা যীশু তাহাকে খড়্গ ধারণ করিতে বলিলেন। কারণ আমি পিতাকে বলিলে, তিনি এখন আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী দূত পাঠাইবেন, কিন্তু আমি তাহা বলিব না।

মহাত্মা যীশু লোকদিগকে বলিলেন– লোকে যেমন দস্যু ধরিতে আসে, তোমরাও খড়গ, লাঠি লইয়া তেমনি আমাকে ধরিতে আসিলে।

কিন্তু আমি যখন ধর্মধামে ছিলাম, তখন তো তোমরা আমাকে ধরিলে না। তখন সকল শিষ্য মহাত্মা যীশুকে ত্যাগ করিয়া পালাইয়া গেলেন।

মহাত্মা যীশুকে মহাযাজকের নিকট উত্থাপন ও নির্যাতন এবং পিতর কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে অস্বীকার

লোকেরা মহাত্মা যীশুকে ধরিয়া মহাযাজক কায়াফার নিকট লইয়া গেল। অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ মহাত্মা যীশুকে বধ করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী অন্বেষণ করিলেন। মহাত্মা যীশুকে বধ করিবার মত কোন সাক্ষী জুটিল না। পরে দুই জন ব্যক্তি আসিয়া বলিল– এই ব্যক্তি বলিয়া ছিল ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া, তিন দিনের মধ্যে আবার গাঁথিয়া তুলিতে পারে। মহাযাজক মহাত্মা যীশুকে বলিলেন– তুমি কি কোন উত্তর দিবে না? মহাত্মা যীশু কোন উত্তর দিলেন না। মহাযাজক তখন মহাত্মা যীশুকে বলিলেন ঈশ্বরের শপথ তুমি কি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? মহাত্মা যীশু উত্তরে বলিলেন– তুমিই বলিলে, এর পর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে মহা প্রভুর দক্ষিণে বসিয়া থাকিতে দেখিবে এবং আকাশের মেঘরথে তাঁহাকে আসিতে দেখিবে।

মহাযাজক তখন রাগে বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন– এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষীর কি প্রয়োজন? তিনি লোকদিগকে সাক্ষী করিবার জন্য বলিলেন– তোমরা ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে।

তোমাদের এখন কি রায়? তাহারা বলিল এ মরিবার যোগ্য। তখন লোকেরা তাহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল, আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল– রে, খ্রীষ্ট আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোকে মারিল? ঐ সময়ে পিতর প্রাঙ্গনে বসিয়াছিল। তাহারা তাহাকে মহাত্মা যীশুর সঙ্গী বলিয়া তিনবার অভিযোগ করিল, কিন্তু পিতর মহাত্মা যীশুকে চিনি না বলিয়া তিনবারই অস্বীকার করিল। তখনই কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। পরে পিতর বাহিরে গিয়া অনেক রোদন করিল?

পীলাতের নিকট মহাত্মা যীশুর বিচার ও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মৃত্যু দণ্ড কার্যকর করার আদেশ

প্রভাতে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ সকলে মহাত্মা যীশুকে বধ করিবার জন্য পীলাত দেশাধ্যক্ষের নিকট সমর্পণ করিলেন। কারণ মৃত্যু দণ্ড দেওয়া ও কার্যকর করার ক্ষমতা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের ছিল না। এই ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের ছিল। রোমান সম্রাটের তরফ হইতে পীলাত যেরূশালেমের শাসনকর্তা ছিলেন। পীলাত সূর্যদেবতা মিথরার পূজারী ছিলেন। তিনি ইহূদী বা খ্রীষ্টান ছিলেন না। এইদিকে ঐ সময়ে ইস্করিয়োতীয় যিহূদা অনুশোচনায় গলায় দড়ি দিয়া আত্মাহত্যা করিল।

যাহা হউক, পীলাত মহাত্মা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কি ইহূদীদের রাজা? মহাত্মা যীশু কোনই উত্তর দিলেন না। পীলাত মহাত্মা যীশুকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ তিনি মহাত্মা যীশুর কোন দোষ পাইলেন না। ঐ সময়ে 'বারাব্বা' নামে একজন বন্দী ছিল। পীলাত বলিলেন– তোমাদের ইচ্ছা কি বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিব, না কি যীশুকে? তাহারা বলিল বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিন আর যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হউক। কারণ ঐ সময়ে ইহূদীদের পর্ব ছিল, পর্ব উপলক্ষে একজন বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার রাজকীয় নিয়ম ছিল।

তখন পীলাত জল লইয়া লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন– এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের ব্যাপারে আমি নির্দোষ ইহার দায়িত্ব তোমাদের উপরেই বর্তাইবে। পরে তিনি বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মহাত্মা যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ঠাট্টা করিবার জন্য, সেনাদল মহাত্মা যীশুর কাপড় খুলিয়া একখানি লোহিত বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। তাঁহার মাথায় কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া দিলেন এবং ডান হাতে একগাছ নল দিলেন। পরে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বলিলেন– "যিহূদী রাজ সালাম।" তাহারা গায়ে থুথু দিলেন ও নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন। এইরূপভাবে

বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্র খুলিয়া তাঁহাকে পুনরায় নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিলেন।

শিমোন নামক একজন কুরনীয় পথিক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রুশ বহন করিলেন। গলগাথা (মাথার খুলি) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা যীশুকে পিত্ত মিশ্রিত মদপান করিতে দিলেন। কিন্তু আস্বাদন করিয়া মহাত্মা যীশু উহা পান করিলেন না। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাহার বস্ত্র সকল গুলিবাঁট করিয়া লইলেন। সেখানে তাহারা বসিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। উহারা তাঁহার মস্তকের উপর তাহার অপরাধ লিখিয়া লাগাইয়া দিলেন– "এই ব্যক্তি, যিহূদীদের রাজা"।

তাঁহার দুই পাশে দুইজন দস্যুকেও তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হইল। পথিকেরা ঐ পথে যাওয়ার সময়, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল– "তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তোল। এখন নিজেকে রক্ষা কর। যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আস।"

অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবর্গও তাঁহাকে অনুরূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরে বেলা ছয় ঘটিয়া হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। নয় ঘটিকার সময় মহাত্মা যীশু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন– "এলি, এলি, লামা শাবাকতানী" অর্থাৎ ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমায় তুমি কেন পরিত্যাগ করিয়াছ। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি একখানা স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে সিরকা ভরিল এবং একটা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। পরে মহাত্মা যীশু উচ্চরবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা যীশুর মৃত্যুকালের কিছু অলৌকিক ঘটনা

মৃত্যুকালে মন্দিরের পর্দা চিরিয়া দুই টুকরা হইল। ভূমিকম্প হইল, পাথরসমূহ বিদীর্ণ হইল। কবরসমূহ খুলিয়া গেল এবং অনেক নিদ্রাগত পবিত্রলোকের দেহ উত্থিত হইল। মহাত্মা যীশুর পুনরুত্থানের পর, তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেক লোককে দেখা দিলেন।

শতপতি ও যাহারা তাঁহাকে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও অন্যান্য ঘটনাসমূহ দেখিয়া ভয় পাইল এবং বলিল ইনি সত্যই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

মৃত্যুকালে অনেক স্ত্রীলোক, গালীল হইতে তাঁহার পরিচর্যা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহারা উপস্থিত ছিলেন।

তাহাদের মধ্যে ১. মগ্দলীনী মরিয়ম ২. যাকোব ও যোষির মাতা মরিয়ম ৩. সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মা যীশুর সমাধি

অরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি গোপানে মহাত্মা যীশুর শিষ্য ছিলেন, সন্ধ্যা হইলে তিনি পীলাতের নিকট গিয়া মহাত্মা যীশুর দেহ চাহিলেন। পীলাত তাহা প্রদানের জন্য আদেশ দিলেন। অতঃপর যোষেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন এবং আপনার নতুন কবরে রাখিলেন– যাহা তিনি পাথরের মধ্যে খোড়াইয়া ছিলেন আর কবরের দুয়ারে একখানা পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা কবরের সম্মুখে বসিয়া রইলেন।

আয়োজন দিনের পরদিন প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকট আসিয়া কবরে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য বলিলেন। কারণ পাছে তাহার শিষ্যরা আসিয়া তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন।

পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন তোমরাই পাহারার ব্যবস্থা কর। তাহাতে তাহারা গিয়া প্রহরী দলের সহিত পাথরে সিল (মুদ্রাঙ্ক) দিয়া কবর রক্ষা করিতে লাগিল।

সপ্তাহের প্রথমদিন মগ্দলীনী মরিয়মের কবরের নিকট আগমন

বিশ্রামদিন শেষ হইলে, সপ্তাহের প্রথমদিনের উষারম্ভে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। তখন ভূমিকম্প হইল এবং স্বর্গ হইতে একদূত আসিয়া সেই পাথরখানা সরাইয়া দিলেন ও তাহার উপরে বসিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে কহিলেন– ভয় করিও না, কেননা আমি

জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত মহাত্মা যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এইখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন। আস প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেইখানে দেখ। আর শীঘ্র করিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিয়াছেন এবং তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তাহারা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া, তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। তখন মহাত্মা যীশু তাহাদের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন– তোমাদের মঙ্গল হউক, তৎক্ষণাৎ তাহারা নিকটে আসিয়া তাহার চরণ ধরিলেন ও প্রণাম করিলেন। মহাত্মা যীশু বলিলেন ভয় করিও না, তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়, সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।

যাজক কর্তৃক সেনাদলকে ঘুষ প্রদান

তাহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে প্রহরীদলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকগণকে জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীন বর্গের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়া সেনাগণকে অনেক অর্থ ঘুষ দিলেন, আর বলিলেন যে, তোমরা বলিও যে, তাঁহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর যদি এইকথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণ গোচর হয়, তবে আমরাই তাহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব। তখন সৈন্যরা প্রচুর অর্থ পাইয়া সেইরূপ কার্য করিল। আর ইহা ইহূদীদের মধ্যে রটিয়া গেল।

গালীলের নিরূপিত পর্বতে একাদশ শিষ্যকে মহাত্মা যীশুর দর্শন দান

পরে একাদশ শিষ্য গালীলে মহাত্মা যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন। আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু কেহ সন্দেহ করিলেন। তখন মহাত্মা যীশু তাহাদের নিকট আসিলেন ও তাহাদের সহিত কথা বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন– স্বর্গ ও পৃথিবীতে সকল কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর। পিতা, পুত্র পবিত্র আত্মার নামে লোকদিগকে বাপ্তাইজ কর।

আমার আজ্ঞাসমূহ পালন করিতে, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আমি যুগ যুগান্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।

কিছু প্রশ্ন :

১. মথির মতে মহাত্মা যীশুর মা ও যোষেফ যীশুকে নিয়া মিসরে পলায়ন এবং সেই খানেই যীশু বড় হন। অথচ অন্যান্য বাইবেল মতে মহাত্মা যীশু নসরতে লালিত পালিত হন। ঘটনার কোন মিল নাই।

খ. মহাত্মা যীশুর জীবনী

মার্কের বাইবেল আলোকে

মার্কের বাইবেলের যে সকল বর্ণনা মথির বাইবেলের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। তাহা পুনরাবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। তাহাতে শুধু কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। তাই যাহা মথির বাইবেলে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল ঘটনা ও বর্ণনা মার্কের অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তাই বর্ণনার মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ও যোগসূত্রতা পাওয়া যাইবে না। নিম্নে সেইরূপ বর্ণনা ও ঘটনার কিছু উল্লেখ করা হইল।

উলঙ্গ যুবকের কাহিনী

যখন যিহূদীরা মহাত্মা যীশুকে ধরিল, তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। শুধু একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াইয়া, মাহত্মা যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। ইহূদীরা তাহাকে ধরিল, তখন সে সেই চাদর ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল। এই যুবকটি কে তাহার পরিচয় উল্লেখ নাই। (মার্ক : ১৫ : ৫০-৫৮)

মহাত্মা যীশুকে কখন শূলে দেওয়া হয়

মহাত্মা যীশুকে কখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং কখন তাহাকে শূলে চড়ান হইয়াছিল– সেই সম্পর্কে মার্ক উল্লেখ করেন তৃতীয় ঘটিকার সময় সৈন্যরা তাহাকে ক্রুশে দিল। আর তাহার উপরে দোষসূচক এই অধিলিপি লিখিত হইল "যিহূদীদের রাজা" পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। আর নয় ঘটিকার সময় মহাত্মা

যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন "এলোই, এলোই, লামা শাবাকতানী"– ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ। (মার্ক : ১৫, ২৫, ২৬, ৩৩, ৩৪) মহাত্মা যীশুকে কখন শূলে চড়ান হইয়াছিল, এখানে তাহার উল্লেখ আছে।

মহাত্মা যীশুকে সুগন্ধি মাখাইতে মগ্দলীনী মরিয়মের কবরের নিকট আগমন ও কবর হইতে পলায়ন

বিশ্রাম দিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম ও যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া তাঁহাকে মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁহারা অতি প্রত্যূষ, সূর্য উদিত হইলে, কবরের নিকট আসিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার হইতে কে আমাদের জন্য পাথর সরাইয়া দিবে? এমন সময় তাহারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, পাথরখানা সরানো গিয়াছে, কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। পরে তাহারা কবরে গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্র বস্ত্র পরিহিত একজন যুবক বসিয়া আছেন, তাহাতে তাহারা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন বিস্ময়াপন্ন হইও না, তোমরা নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, যিনি ক্রুশে হত হইয়াছেন, তিনি উঠিয়াছেন, এইখানে নাই, দেখ ঐ স্থানে তাহাকে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তোমরা যাও, তাহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে বল, তিনি অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, যেমন তিনি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সেইখানে তোমরা তাহাকে দেখিতে পাইবে।

তখন তাহারা বাহির হইয়া কবর হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ তাহারা কম্পানিতা ও বিস্মায়াপন্ন হইয়াছিলেন আর তাহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কেননা তাহারা ভয় পাইয়াছিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১-৮)

সর্বশেষ মহাত্মা যীশু কর্তৃক বিশ্বাসীগণকে চিহ্ন প্রদান ও মহাত্মা যীশুর স্বর্গে গৃহীত হওয়া

সর্বশেষে মহাত্মা যীশু বলিলেন– আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নতুন

নতুন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপর হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে। তাহাদের সহিত কথা বলিবার পর যীশু উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। (মার্ক : ১৬ : ১৭, ১৮)

প্রশ্ন : উলঙ্গ যুবকটি কে? নাম উল্লেখ না করার কারণ কি? তিনি উলঙ্গ অবস্থায় কেন আসিয়াছেন?

গ. মহাত্মা যীশুর জীবনী

লুকের বাইবেল আলোকে

লুক কর্তৃক মহামহিম বাদশা থিয়োফিলকে লিখিত বিবরণ। তাহাই লুকের বাইবেল হিসাবে গৃহীত। পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনা পুনরোল্লেখ করা হইল না। তাহাতে জীবনীর কলেবর বৃদ্ধি পায়, তাই তাহা বাদ দেওয়া হইল এবং পাঠকের নিকট বিরক্তিকরও বটে। তবে ইহাতে জীবনীর ধারাবাহিকতা ও যোগসূত্র কিছুটা হ্রাস পায়। আশা করি পাঠক তাহা বুঝিয়া নিবেন। লুক মহাত্মা যীশুর প্রত্যক্ষদর্শী নন, তিনি অন্যদের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল কর্তৃক মহাত্মা যীশুর জন্ম আগাম সংবাদ

যোহন বাপ্তাইজক মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায়, ষষ্ঠ মাসে দূত জিব্রাইল গালীল দেশের অন্তর্গত নসরত নগরে কুমারী মরিয়মের নিকট প্রেরিত হইলেন। জিব্রাইল মরিয়মের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিলেন– প্রভু তোমার সহবর্তী। মরিয়ম ইহা শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। দূত বলিলেন– মরিয়ম ভয় করিওনা, ঈশ্বরের নিকট তুমি অনুগ্রহ পাইয়াছ। তুমি গর্ভবতী হইবে আর শিশুটির নাম যীশু রাখিবে। তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইবে। ঈশ্বর তাঁহাকে দাউদের সিংহাসন দিবেন। যাকোব– কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্বে করিবেন। তাঁহার রাজ্য শেষ হইবে না। মরিয়ম তখন বলিলেন– ইহা কিরূপে হইবে, আমি তো কোন পুরুষকে জানি না। দূত

উত্তর করিলেন– পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসিবেন, পরাৎপরের শক্তি তোমার উপর ছায়া করিবে, সেই জন্য তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইবে। তোমার জ্ঞাতি ইলিশাবেথ বৃদ্ধকালে পুত্র সন্তান ধারণ করিয়াছেন, লোকে যাহাকে বন্ধ্যা বলিত, তাহার ষষ্ঠ মাস চলিতেছে। মরিয়ম বলিলেন– আপনার বাক্যানুসারে ঘটুক। পরে দূত তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

ইলিশাবেথ ও জাকারিয়া যাজক জ্ঞাতির গৃহে মরিয়মের তিন মাস অবস্থান

অতঃপর মরিয়ম যিহূদার একনগরে গিয়া জাকারিয়া জ্ঞাতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ইলিশাবেথের জঠরে শিশুটি (ইয়াহিয়া) নাচিয়া উঠিল। ইলিশাবেথ আত্মায় পূর্ণ হইলেন এবং উচ্চ রবে মহা শব্দ করিয়া বলিলেন– নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল। আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আসিবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল? কেননা তোমার মঙ্গল বাদের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।

পরে মরিয়ম ঈশ্বরের গুণকীর্তন করিলেন। মরিয়ম তিন মাস ইলিশাবেথের নিকটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

বেথেলহেমে মহাত্মা যীশুর জন্ম

ঐ সময়ে 'আদম শুমারীর' জন্য আগস্ত কৈসরের আদেশ জারী হইল। সকলে নাম লিখাইবার জন্য নিজ নিজ নগরে গমন করিল। যোষেফ গালীলের নসরত নগর হইতে যিহূদিয়ার বেথেলহেমে আগমন করিলেন। বেথেলহেম দাউদ নগর হিসাবে পরিচিত ছিল। যোষেফও দাউদ বংশের ছিলেন। যোষেফের সঙ্গে তাহার স্ত্রী মরিয়মও ছিলেন, মরিয়ম তখন গর্ভবতী ছিলেন। এমন সময়ে মরিয়মের প্রসব কাল উপস্থিত হইল। তিনি প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাব পাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাহাদের স্থান ছিল না।

ঐ অঞ্চলে মেষ পালকেরা মাঠে রাত্রিকালে মেষ পাহারা দিতেছিল। এমন সময় প্রভুর একদূত তাহাদের নিকট হাজির হইয়া বলিল– তোমাদিগকে

মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; কারণ অদ্য দাউদের নগরে তোমাদের জন্য "ত্রাণকর্তা" জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রভু খ্রীষ্ট। দূতগণ ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মেষপালকগণ কর্তৃক লোকদিগকে মহাত্মা যীশুর জন্ম সংবাদ প্রদান ও যিরূশালেমে প্রভুর নিকট উপস্থিতকরণ, নামকরণ ও নসরতে প্রত্যাবর্তন

পরে মেষপালকগণ শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়ম, যোষেফ ও যব পাত্রে শয়ান শিশুটিকে দেখিতে পাইল। বালকটির বিষয়ে দূতগণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা লোকদিগকে বলিল। লোকেরা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিল। অতঃপর মেষ পালকগণ স্তবগান করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।

আর যখন বালকটির 'ত্বকছেদনের' জন্য আট দিন পূর্ণ হইল, তখন তাহার নাম "যীশু" রাখা হইল। এই নাম মরিয়মের গর্ভস্থ হইবার পূর্বে দূতের দ্বারা রাখা হইয়াছিল।

মুশির ব্যবস্থানুসারে তাহাদের শুচি হইবার পর, তাহারা তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেলেন এবং প্রভুর নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিলেন।

প্রভুর ব্যবস্থানুসারে সকল কার্য সমাধা করিয়া তাহারা নসরতে ফিরিয়া গেলেন।

মাতাপিতার সহিত মহাত্মা যীশুর যিরূশালেম গমন, তিন দিন অবস্থান ও নসরতে প্রত্যাবর্তন

শিশুটির বয়স বারো বৎসর হইলে, মাতা পিতা পর্বের রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে নিয়া যিরূশালেমে গেলেন। পর্ব সমাপ্ত হইলে পর তাহারা ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বালক যীশু যিরূশালেমে রহিয়া গেলেন। তাহা তাঁহার মাতা পিতা জানিতেন না, কিন্তু তিনি তাহার সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করিয়া তাহারা একদিনের পথ গেলেন। পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিনদিনের পর তাঁহাকে ধর্মধামে পাইলেন। তিনি গুরুদের মধ্যে বসিয়া তাহাদের কথা

শুনিতেছিলেন ও প্রশ্ন করিতেছিলেন। আর যাহারা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে তাঁহার বুদ্ধি ও উত্তরে আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন– এইরূপ কার্য কেন করিলে? তিনি উত্তরে বলিলেন– কেন আমার অন্বেষণ করিলে আমাকে আমার পিতার কাছে থাকিতে হইবে। পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে নসরতে চলিয়া গেলেন ও তাহাদের বাধ্যগত রহিলেন। পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে, ঈশ্বরের ও মানুষের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা যীশুর প্রচারকার্য

মহাত্মা যীশু কমবেশী ত্রিরিশ বৎসর বয়সে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন দিয়াবল শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইবার পর মহাত্মা যীশু গালীলের নসরতে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিশ্রাম বারে তিনি সমাজ গৃহে প্রবেশ করিয়া যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন– "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। বন্দীগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুত দিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য। প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য।"

পরে তিনি পুস্তকখানি ভৃত্যের হাতে দিলেন। লোকদের দৃষ্টি শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণ গোচরে পূর্ণ হইল। ইহা শুনিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি আরো বলিলেন কোন ভাববাদী নিজ দেশে গ্রাহ্য হয় না। যেমন এলিয় ভাববাদী ও ইলিশায় ভাববাদী হন নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে ক্রোধে পূর্ণ হইল। আর তাঁহাকে নগরের বাহিরে ঠেলিয়া চলিল পর্বতে নির্মিত নগরের অগ্রভাগ পর্যন্ত লইয়া গেলেন– যেন তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে আসিলেন, আর বিশ্রামবারে লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, লোকেরা তাঁহার কথায় চমৎকৃত হইলেন এবং অনেক আলৌকিক কার্য

করিলেন। 'নায়িন' নামক নগরে একটি মৃত যুবককে জীবিত করিলেন। মহাত্মা যীশু গালীলের পরপারস্থ গেরাসীনদের অঞ্চলে পৌছিলেন এবং একজন ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করিলেন।

মহাত্মা যীশু বারোজন শিষ্যকে প্রচার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে ভূতের উপরেও রোগ ভাল করিবার শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– পথের জন্য কিছু লইওনা, যষ্টিওনা, ঝুলিও না, খাওয়াও না, টাকাও না। যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ কর, তথায় থাকিও এবং তথা হইতে প্রস্থান করিও। যে সকল লোক তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, সেই নগর হইতে প্রস্থান করিবার তাহাদের বিরূদ্ধে সাক্ষের জন্য পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। তাহারা চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে যাইতে লাগিলেন, সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন ও আরোগ্য দান করিতে লাগিলেন।

রাজা হেরোদ এই সকলই শুনিতে পাইলেন এবং অস্থির হইয়া পড়িলেন। কারণ কেহ কেহ বলিত– যোহন মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলিতে লাগিল এলিয় দর্শন দিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের মধ্য হইতে কেহ একা উঠিয়াছেন। হেরোদ তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শান্তি নয়, বিভেদ সৃষ্টির জন্য মহাত্মা যীশুর পৃথিবীতে আগমন

যিরূশালেম যাওয়ার পথে মহাত্মা যীশু লোকদিগকে বলিতেছেন– তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ। কারণ এখন অবধি এক বাটীতে পাঁচ জন ভিন্ন হইবে, তিন জন দুই জনের বিপক্ষে ও দুইজন তিনজনের বিপক্ষে, মাতা কন্যার বিপক্ষে এবং কন্যা মাতার বিপক্ষে, শাশুড়ি বধূর বিপক্ষে এবং বধূ শাশুড়ির বিপক্ষে ভিন্ন হইবে।

মহাত্মা যীশুকে হেরোদের নিকট প্রেরণ

মহাত্মা যীশু ধৃত হইবার পর, তাঁহাকে পীলাতের নিকট উপস্থিত করা হইল। পীলাত যখন জানিতে পারিলেন– মহাত্মা যীশু গালীলীয়, তখন তাঁহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হেরোদ গালীলের শাসনকর্তা ছিলেন।

ঐ সময়ে হেরোদ আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয়ে শুনিয়াছিলেন। এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে আশা করিতেছিলেন। হেরোদ ও তাহার সৈন্যরা মহাত্মা যীশুকে আসা তুচ্ছ করিলেন ও বিদ্রূপ করিলেন।

হেরোদ তাঁহাকে জমকালো পোশাক পরাইয়া পুনরায় পীলাতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন হইতে পীলাত ও হেরোদ বন্ধু হইলেন। কেননা পূর্বে তাঁহারা পরস্পর শত্রু ছিলেন।

দুই পথিকের সঙ্গে মহাত্মা যীশুর পথ ভ্রমণ, কথোপকথন ও স্বর্গে গমন

মহাত্মা যীশু ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া মারা গেলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। কবর হইতে উত্থানের দিন তৃতীয় দিবসে দুইজন লোক যিরূশালেম হইতে চারিক্রোশ দূরবর্তী ইম্মায় নামক গ্রামে যাইতেছিলেন। তাহারা পরস্পর এই বিষয়ে কথাবার্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহাত্মা যীশু তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের চক্ষু রূদ্ধ হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন– তোমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছ তাহা কি? ক্লিয়াপ্পা নামে তাহাদের একজন বলিলেন– আপনি কি যিরূশালেম প্রবাসী? এই কয়দিন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না? তিনি বলিলেন– কি প্রকার ঘটনা? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন– নাসরতীয় যিশুর ঘটনা যিনি পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন। অধ্যক্ষেরা ও প্রধান যাজকেরা প্রাণ দণ্ডের জন্য তাঁহাকে শাসন কর্তার নিকট সমর্পণ করিলেন ও ক্রুশে দিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম তিনি ইস্রাইলকে মুক্ত করিবেন, আজ তিনদিন হইল ইহা ঘটিয়াছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে গিয়া কবরে পান নাই। তাহারা তথায় স্বর্গীয় দূতের দর্শন পাইয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন "তিনি জীবিত" আছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– হে অবোধেরা, খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না যে, এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন। তিনি মূশী হইতে শুরু করিয়া তাঁহার বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

পরে তাহারা যেখানে যাইতেছিল, সেই গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আর তিনি অগ্রে যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। তাহারা বলিল– সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আপনি আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন। তাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভোজনে বসিলে পর, তিনি রুটী লইয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিতে লাগিলেন। অমনি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল, তাহারা তাঁহাকে চিনিলেন, আর তিনি তাহাদের হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাহারা যিরূশালেমে ফিরিয়া গিয়া এগারজন শিষ্য ও তাহাদের সঙ্গীগণকে সমবেত পাইলেন। তাহারা বলিলেন প্রভু নিশ্চয় উঠিয়াছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়াছেন। তাহারা পথের সকল বৃত্তান্ত ও রুটী ভাঙ্গার কথা তাহাদিগকে বলিলেন। তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজে তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন ও তাহাদিগকে বলিলেন– "তোমাদের শান্তি হউক।" তখন তাহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন আত্মা দেখিতেছি। তিনি বলিলেন– তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে? "আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং, আমাকে স্পর্শ কর আর দেখ, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, এরূপ আত্মার অস্তি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন।" তখনও তাহারা অবিশ্বাস করিতে ছিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন– তোমাদের কাছে এখন কিছু খাদ্য আছে? তখন তাহারা তাঁহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।

পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত লইয়া গেলেন এবং হাত তুলিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ করিতে করিতে তাহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং উর্ধ্ব স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন। তখন তাহাদের মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন এবং ধর্মধামে থাকিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিছু প্রশ্ন

১. জিব্রাইল বলিলেন ঈসা (আ.) কে দাউদের সিংহাসন দেওয়া ইহবে। কিন্তু ঈসা (আ.) দাউদের সিংহাসন কি পাইয়াছেন? না পান নাই।

ঘ. মহাত্মা যীশুর জীবনী

যোহন বাইবেল অবলম্বনে

পূর্ববর্তী মথি, মার্ক ও লুকের বাইবেলে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি এইখানে উল্লেখ করা হইল না। তাহাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তাই তাহা বাদ দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া যোহনের বাইবেলে যাহা আছে, তাহাই লিখিত হইল।

মহাত্মা যীশু বাক্য ছিলেন ও যোহন বাপ্তাইজক কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান

আদিতে মহাত্মা যীশু বাক্য ছিলেন এবং এই বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। এই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। তিনি জ্যোতিস্বরূপ ছিলেন।

তাঁহার সময়ে যোহন বাপ্তাইজক একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি মহাত্মা যীশুর আগে আসিয়াছিলেন– এই জন্য যে তিনি সাক্ষ্য দিলেন মহাত্মা যীশু তাহার পরে আসিতেছেন এবং তিনি তাহার পূর্বেও ছিলেন। যোহন ভাববাদী আগে আসিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহার পাদুকা বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নহি। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁহার উপর আত্মা কপেতের ন্যায় আসিতে তিনি দেখিয়াছেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা চারজন শিষ্যের নিকট মহাত্মা যীশুর প্রথম প্রচারকার্য

১. যোহন বাপ্তাইজক কর্তৃক মহাত্মা যীশু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পরদিন, দুইজন শিষ্য যোহন ভাববাদীর সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন। যোহন ভাববাদী তখন মহাত্মা যীশুকে দেখাইয়া বলিলেন– ইনি ঈশ্বরের মেষশাবক। তখন শিমন পিতর ও আন্দ্রিয় বলিলেন– আমরা মসীহের দেখা পাইয়াছি। ঐ দিন মহাত্মা যীশু গালীলে যাওয়ার সময় বৈৎসেদার ফিলিপ ও নাথনেলের দেখা পাইলেন। তাহারা বলিলেন– তিনি নাসরতীয় যীশু ও যোষেফের পুত্র, তিনি ঈশ্বরের পুত্র ও ইস্রাইলের রাজা।

তৃতীয় দিবসের ঘটনা

তৃতীয় দিবসে গালীলের কান্না নগরীতে এক বিবাহ হইল। সেই বিবাহে মহাত্মা যীশু ও তাহার শিষ্যগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ঐ বিবাহে পানীয়

মদের অকুলান হইল। তখন যীশুর মাতা বলিলেন আমাদের নিকট পানীয় মদ নাই। মহাত্মা যীশু বলিলেন– হে নারী, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? মহাত্মা যীশু বলিলেন ছয়টি জালায় পানি ভর্তি কর। পরে উহা মদে পরিণত হইল।

পরে তাঁহার মাতা, ভ্রাতৃগণ ও তাহার শিষ্যগণসহ 'কফরনাহুমে' চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা যীশুর যিরূশালেমে গমন ও পরে গালীলে প্রত্যাবর্তন

নিস্তার পর্বের সময় মহাত্মা যীশু যিরূশালেমে গেলেন ও ধর্মধামকে ব্যবস্থা কেন্দ্র মুক্ত করিলেন। মহাত্মা যীশু কথা প্রসংগে যিহূদীদেরকে বলিলেন– তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তাহা তিন দিনে উঠাইব। যিহূদীরা বলিল– এই মন্দির নির্মাণ করিতে ছেচল্লিশ (৪৬) বৎসর লাগিয়াছে, তুমি কিভাবে তিন দিনে তুলিবে। মহাত্মা যীশু ইহা দ্বারা তাঁহার নিজেকেই বুঝাইয়াছিলেন– তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার শিষ্যরা ইহা বিশ্বাস করিল, কিন্তু অন্য লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিল না।

পরে মহাত্মা যীশু যিহূদিয়া দেশে বাপ্তাইজ করিতেছিলেন। তাহাতে ফরীশী-রা বিরোধিতা করিতে লাগিল, তাই তিনি পুনরায় গালীলে চলিয়া আসিলেন।

শমরীয় এক নারীর সহিত মহাত্মা যীশুর কথাবার্তা ও কান্নানগরে এক রোগী সুস্থকরণ

শমরীয়দের অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় মহাত্মা যীশু ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হইলেন, তখন ইয়াকুবের কূপের নিকট ছিলেন। ঐ সময় এক শমরীয় নারী জল নিতে আসিল। মহাত্মা যীশু তাহার নিকট জল চাহিলেন। শমরীয় স্ত্রীলোকটি বলিল– শমরীয়দের সহিত যিহূদীদের কোন সম্পর্ক নাই তাই কিভাবে পানি দিব। মহাত্মা যীশু বলিলেন– তুমি যদি জানিতে কে তোমাকে ইহা বলিতেছেন, তবে তাহার নিকট তুমি যাঞ্চা করিতে, আর তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন। তুমি যে জল দিবে উহাতে আবার পিপাসা হইবে। কিন্তু আমি যে জল দিব তাহাতে তুমি আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না। মহাত্মা যীশু বলিলেন– আমিই মসিহ। পরে মহাত্মা যীশু কান্নানগরে একজন রোগীকে সুস্থ করিলেন।

মহাত্মা যীশুর যিরূশালেমে আগমন ও মুশিকে দোষারোপকরণ

পরে যীহূদীদের একটি পর্ব উপস্থিত হইলে, মহাত্মা যীশু পুনরায় যিরূশালেমে আগমন করেন। সেইখানে বৈতসেদা পুষ্করিণীর নিকট অনেক অন্ধ, খঞ্জ, শুষ্কাঙ্গকে তিনি আরোগ্য করেন। মহাত্মা যীশু বলিলেন– নিজ হইতে আমি কিছুই করিতে পারি না। যেমন শুনি তেমন বিচার করি, আর আমার বিচার ন্যায্য কেননা আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি। তোমরা মনে করিওনা যে, আমি পিতার নিকটে তোমাদের উপরে দোষারোপ করিব; একজন আছেন, যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন, তিনি মুশি, যাহার উপরে তোমরা প্রত্যাশা রাখিয়াছ।

কুটীর বাস পর্ব উপলক্ষে মহাত্মা যীশুর যিরূশালেমে আগমন

পরে মহাত্মা যীশু গালীলে ভ্রমণ করিলেন, কেননা যিহূদীগণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাই তিনি যিহূদীয়াতে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

ইতিমধ্যে যিহূদীদের কুটীর বাস পর্ব নিকটবর্তী হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে যিহূদীয়াতে যাইতে বলিলেন। কারণ তাঁহার ভ্রাতাগণও তাহাতে বিশ্বাস করিতনা। মহাত্মা যীশু বলিলেন তোমরাই পর্বে যাও, আমি এখন যাইতেছি না। পরে গোপনে তিনি যিরূশালেমে পর্বে গেলেন। মহাত্মা যীশু তাহাদিগকে বলিলেন– তোমরা কেন আমাকে বধ করিতে চাহিতেছ? আমি অল্পকাল তোমাদের মধ্যে আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে যাইতেছি। তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়াও আমাকে পাইবে না।

যাজকেরা ও ফরীশীরা পদাতিকদিগকে বলিল– কেন তাহাকে আনিলে না? লোকদের মধ্যে নীকদীম বলিল– মানুষের নিজের কথা না শুনিয়া ও না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা (ধর্মীয় শাসন) কাহারও বিচার করে না। নীকদীম গোপনে মহাত্মা যীশুর শিষ্য ছিলেন।

ধর্মধামে একজন ব্যভিচারী নারীকে ক্ষমাকরণ ও যিহূদীগণ কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা ও মহাত্মা যীশুর যর্ডানের পরপারে আশ্রয় গ্রহণ

পরে মহাত্মা যীশু আত্মরক্ষার্থে জৈতুন পর্বতে চলিয়া গেলেন। পরদিন মহাত্মা যীশু প্রত্যুষে ধর্মধামে আসিলেন। ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা একজন ব্যভিচারী নারীকে তাঁহার নিকট হাজির করিল ও বলিল মুশির ব্যবস্থা অনুসারে ইহাকে পাথর মারিয়া বধ করিবার আদেশ আছে। আপনি ইহার ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেন– তোমাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, সে ইহাকে পাথর মারুক। দেখা গেল তাহারা সকলে এক এক করিয়া চলিয়া গেল। তখন মহাত্মা যীশু নারীকে বলিলেন– আমি তোমাকে দোষী করি না, যাও আর কখনও পাপ করিওনা।

মহাত্মা যীশু তখন অন্য লোকদেরকে বলিলেন– আমি জগতের জ্যোতি। আমি আপনা হইতে কিছু করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে সকল কথা বলি। যাহারা আমার কথা বিশ্বাস করে তাহারাই আমার শিষ্য। আব্রাহামের পূর্বাবধি আমি আছি।

তখন যিহূদীরা তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল। তাহাতে মহাত্মা যীশু অন্তর্হিত হইলেন ও ধর্মধামে হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তিনি অলৌকিক কাণ্ড হিসাবে জন্মান্ধকে চক্ষু দিলেন এবং মেষ পালের উদাহরণ দিলেন, তিনি বলিলেন যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেয়েরা তাহাদের রব শুনে নাই। আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে এবং ভেতরে আসিবে, বাহিরে যাইবে ও চরানী পাইবে। আমিই উত্তম মেষ পালক।

তখন যিরূশালেমে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব উপস্থিত হইল। তখন শীতকাল ছিল। তিনি যিহূদীগণকে বলিলেন– আমি ও পিতা, আমরা এক। যিহূদীরা তখন তাঁহাকে মারিবার জন্য আবার পাথর তুলিয়া লইল। তিনি বলিলেন– আমি ঈশ্বরের পুত্র। পিতা আমাতে আছেন এবং আমিও পিতাতে আছি। এই সকল কথা শুনিয়া যিহূদীরা আবার তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল কিন্তু

তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং নিজেকে রক্ষার্থে তিনি যর্ডানের পর পারে, যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করিতেছিল সেই স্থানে গেলেন। তিনি তথায় থাকিলেন। সেইখানে অনেক লোক তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল।

মহাত্মা যীশু কর্তৃক মৃত 'লাসারকে' জীবনদান ও ইফ্রিয়মে গমন

মহাত্মা যীশু বৈথনিয়া নামক স্থানে 'লাসার' নামক এক মৃত ব্যক্তিকে চারদিন কবরে থাকার পর, জীবিত করিলে পরে তিনি 'ইফ্রিয়ম নামক' নগরে চলিয়া গেলেন ও তথা অবস্থিতি করিলেন।

মহাত্মা যীশুর বৈথনিয়া ও যিরূশালেমে আগমন, রাত্রি ভোজের আয়োজন ও শিষ্যদের পা ধোয়ান

নিস্তার পর্বের ছয় দিন পূর্বে মহাত্মা যীশু বৈথনিয়াতে আগমন করিলে সেইখানে তাঁহার জন্য ভোজের আয়োজন করা হইল। তখন মরিয়ম নামে এক মহিলা অর্ধসের বহুমূল্য জটামাংসীর আতর আনিয়া মহাত্মা যীশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন, তাহাতে আতরের সুগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইল। মরিয়ম আপন কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ মুছাইয়া দিলেন পরদিন মহাত্মা যীশু যিরূশালেমে আসিতেছেন শুনিয়া লোকেরা খর্জ্জুর পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য বাহির হইলেন। ফরীশীরা বলিতে লাগিল তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া জগৎ সংসার তাঁহার পশ্চাৎ গামী হইয়াছে।

এদিকে মহাত্মা যীশু যিহূদীদের নিকট হইতে লুকাইলেন। নিস্তার পর্বের পূর্বে রাত্রি ভোজের আয়োজন করা হইল। মহাত্মা যীশু ভোজ হইতে উঠিয়া, উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন আর একখানা গামছা লইয়া কোমরে বাঁধিলেন। পরে পায়ে জল ঢালিয়া, শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং যে গামছা দ্বারা কোমর বাঁধিয়াছিলেন, তাহা দিয়া পা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। পা ধোয়ান শেষ হইলে, মহাত্মা যীশু আপন উপরের বস্ত্র পুনরায় পরিধান করিলেন।

মহাত্মা যীশু বলিলেন– গুরু হইয়া যখন আমি তোমাকে পা ধোয়াইয়া দিয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও কর।

বিশ্বাসঘাতক নির্দেশকরণ ও শিষ্যদের উপদেশ দান

তৎপর তিনি বলিলেন– তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে যিহূদীদের হাতে সমর্পণ করিবে। তখন শিষ্যদের মধ্যে একজন যাহাকে মহাত্মা যীশু প্রেম করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন কারণ তিনি ছোট ছিলেন। সেইরূপ বসিয়া থাকাতে, ঐ শিষ্য পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন– প্রভু সে কে? মহাত্মা যীশু বলিলেন– যাহার জন্য আমি রুটী খণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই ব্যক্তি। পরে তিনি রুটী খণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ইস্করিয়োতীয় যিহূদাকে দিলেন। আর সেই রুটী খণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা যীশু বলিলেন– তোমরা পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

একজন সহায় (পারাক্লীতস্) এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী

ঐ স্থানে মহাত্মা যীশু আরো বলিলেন– তোমরা আমার আদেশ পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক "সহায়" "(পারাক্লীতস)" তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই এই সকল কথা কহিলাম। কারণ তিনি জানিতেন তিনি শীঘ্রই যিহূদীদের হাতে সমর্পিত হইবেন ও শূলে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। তাই তিনি আরো বলিলেন– সেই 'সহায়' পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দিবেন। আমি যাইতেছি আবার তোমাদের নিকট আসিতেছি। পিতা আমা অপেক্ষা মহান। উঠ, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করি। যাহাতে যিহূদীরা আমাদের সন্ধান না পায়।

মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে আরো উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন– যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসেন– যখন সেই 'সহায়'

আসিবেন– তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরাও প্রথম হইতে আমার সঙ্গে আছ।

আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারণ আমি না গেলে, সেই 'সহায়' তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগতকে দোষী করিবেন।

তোমাদিগকে বলিবার আমার আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবেনা এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে। এমন সময় আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে।

অতঃপর স্বর্গের দিকে চক্ষু খুলিয়া তিনি দীর্ঘ প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন পিতঃ তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে তেমনি শিষ্যগণও যেন আমাদিগতে থাকে।

মহাত্মা যীশুর ধৃত হওয়া ও পিতর কর্তৃক মহাত্মা যীশুকে তিনবার অস্বীকারকরণ

যিহূদীরা যাহাতে মহাত্মা যীশুকে ধরিতে না পারে, তাই তিনি ভোজন স্থান ত্যাগ করিলেন। শিষ্যদিগকে নিয়া তিনি কিদ্রোন-স্রোত পার হইয়া এক অজ্ঞাত স্থান ও অজ্ঞাত উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ইস্করিয়োতীয় যিহূদা সেই স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। কারণ মহাত্মা যীশু অনেকবার শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে সমবেত হইতেন।

যিহূদা সৈন্যদল ও মহাযাজক ও ফরীশীয় নিকট হইতে প্রাপ্ত পদাতিকগণকে লইয়া, মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যীশু তাহাদিগকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কাহার অম্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল– নাসরতীয় যীশুর। তিনি তখন তাহাদিগকে বলিলেন– আমিই সেই ব্যক্তি। শুনিয়া তাহারা পিছাইয়া গেল ও ভূমিতে পড়িল। কারণ তাহারা মহাত্মা যীশুর প্রতাপে ভয় পাইয়াছিল। যিহূদা তখন সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। মহাত্মা যীশু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমরা কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল– নাসরতীয় যীশুর। মহাত্মা যীশু বলিলেন– আমি তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই তিনি। তোমরা যদি আমারই অন্বেষণ কর, তবে আমার শিষ্যগণকে যাইতে দাও। তাহাদের সহিত যুদ্ধ বা মারামারি করিও না।

তখন পিতর খড়গ দ্বারা মহাযাজকের দাস মঙ্কের কান কাটিয়া ফেলিল। মহাত্মা যীশু পিতরকে বলিলেন– খড়গ কোষে রাখ। আমার পিতা আমাকে যে পান পাত্র দিয়াছেন– তাহা কি আমি পান করিব না? তখন সৈন্যদল, সহস্রপতিও যিহূদীদের পদাতিকেরা মহাত্মা যীশুকে ধরিল। তাঁহাকে বাঁধিয়া মহাযাজক কায়াফার শ্বশুর হাননের কাছে লইয়া গেল।

শুধু পিতর ও আর একজন শিষ্য মহাত্মা যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন তাই মহাত্মা যীশুর সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পিতর ঢুকিতে পারিলেন না, তখন সেই শিষ্য আসিয়া দ্বার রক্ষিকা দাসীকে বলিয়া পিতরকে ভিতরে আনিলেন। দ্বার রক্ষিকা দাসী পিতরকে বলিল– তুমি কি যীশুর শিষ্যদের একজন নহ সে বলিল– আমি নহি। তখন শীতকাল ছিল, তাই দাসেরা ও পদাতিকেরা আগুন পোহাইতেছিল। পিতরও তাহাদের সঙ্গে আগুন পোহাইতেছিল।

ইতিমধ্যে মহাযাজক মহাত্মা যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণ ও শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা যীশু উত্তরে বলিলেন– আমি সর্বদা সমাজ গৃহে ও ধর্মধামে শিক্ষা দিয়াছি, গোপনে কিছু করি নাই। যাহারা শুনিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। এই কথা বলিলে পর পদাতিকদের

একজন মহাত্মা যীশুকে চড় মারিল, বলিল– এমনভাবে উত্তর দিলি? মহাত্মা যীশু উত্তরে বলিলেন– যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তাহার সাক্ষ্য দেও, আর যদি ভাল বলিয়া থাকি তবে আমাকে কেন মার?

পরে হানন বন্দী অবস্থায় মহাত্মা যীশুকে মহাযাজকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আগুন পোহান অবস্থায় লোকেরা পিতরকে বলিল– তুমি যীশুর শিষ্যদের একজন নহ? তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন– আমি নই। তখন মহাযাজকের দাস মল্কের এক কুটুম বলিল– তোমাকে কি যীশুর সঙ্গে কিদ্রোন স্রোতের পার যীশুর সঙ্গে সেই উদ্যানে দেখি নাই? তখন পিতর আবার অস্বীকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

পরে লোকেরা মহাত্মা যীশুকে কায়াফার নিকট হইতে রাজবাড়ীতে লইয়া গেল, তখন প্রত্যুষকাল। আর তাহারা যাহাতে অশুচি না হয় এবং নিস্তার পর্বের ভোজন করিতে পারে, তাই তাহারা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল না। রোমান সম্রাটের দেশাধ্যক্ষ পীলাত বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন– এই ব্যক্তির দোষ কি? তাহারা বলিল এই ব্যক্তি যদি দুষ্কর্মকারী না হইত, তবে আমরা উহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতাম না। পীলাত বলিলেন– তোমরাই উহাকে লইয়া যাও এবং আপনাদের ব্যবস্থামত বিচার কর। যিহূদীগণ বলিল– কোন ব্যক্তিকে বধ করিতে আমাদের অধিকার নাই। পিলাত যিহূদীদের চাপের মুখে মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দিয়া মহাত্মা যীশুকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে প্রদান ও মহাত্মা যীশুর মৃত্যুবরণ

তখন তাহারা মহাত্মা যীশুকে লইল এবং মহাত্মা যীশু নিজে ক্রুশ বহন করিতে করিতে "গলগাথা" বা মাথারখুলি নামকস্থানে গেলেন। তথায় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল এবং তাহার সহিত আরো দুইজনকে মহাত্মা যীশুর দুই পার্শ্বে ক্রুশে দিল। মহাত্মা যীশু মধ্যস্থানে রহিলেন। পীলাত একখানি দোষপত্র লিখিয়া ক্রুশের উপরে লাগিইয়া দিলেন। তখনকার দিনে কাহাকেও ক্রুশে দিলে তাহার মাথার উপর কি কারণে ক্রুশে দেওয়া হইল দোষপত্র লিখিয়া দেওয়া হইত– যাহাতে লোকেরা দোষপত্র দেখিয়া কি অপরাধ জানিতে পারে।

ইব্রীয়, রোমান ও গ্রীক ভাষায় দোষপত্রটি লেখা ছিল। দোষপত্রে লেখাছিল- "নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।" যিহূদীদের প্রধান যাজকেরা আপত্তি তুলিল, তাহারা পীলাতকে বলিল "যিহূদীদের রাজা" লিখিবেন না, বরং লিখুন "এই ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদীদের রাজা।"

পীলাত রাজী হইলেন না, বলিলেন- "যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছ"। মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে দিবার পর সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে দিল। ইহাতে বুঝা যায় চার জন সেনা ছিল।

তাঁহার আঙরাখাটি গুলিবাঁট করিয়া যাহার নাম উঠিল তাহাকে দিল। আঙরাখাটিতে কোন সেলাই ছিল না।

যাহারা মহাত্মা যীশুর ক্রুশের নিকটে উপস্থিত ছিলেন, ১. তাঁহার মাতা ২. তাঁহার মাতার ভগ্নি ৩. ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম ৪. মগ্দলীনী মরিয়ম ৫. মহাত্মা যীশু যে শিষ্যকে ভালবাসিতেন সেই শিষ্য।

মহাত্মা যীশু মাতাকে ও শিষ্যকে দেখিয়া মাতাকে বলিলেন- "হে নারী দেখ তোমার পুত্র।" পরে তিনি সেই শিষ্যকে বলিলেন- "ঐ দেখ তোমার মাতা"। তাহাতে সেই শিষ্য ঐ দণ্ড সেই নারীকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

মহাত্মা যীশু বলিলেন- আমার পিপাসা পাইয়াছে। তখন লোকেরা সিরকায় পূর্ণ পাত্র হইতে স্পঞ্জ এসোব নলে লাগাইয়া তাঁহার মুখে ধরিল। সিরকা গ্রহণ করিয়া মহাত্মা যীশু বলিলেন- "সমাপ্ত হইল" এবং মাথানত করিয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা যীশুর সমাধি

সেইদিন আয়োজন দিন ছিল, অতএব বিশ্রাম বারে সেই দেহগুলি যাহাতে ক্রুশে না থাকে- এই জন্য যিহূদীগণ পীলাতের নিকট আবেদন করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। যাহাতে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া পালাইয়া যাইতে না পারে। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল বিশ্রামবারে কোন দেহ ক্রুশে থাকিতে পারিবে না।

অতএব সেনারা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহারা যখন মহাত্মা যীশুর নিকট আসিয়া দেখিল তিনি মারা গিয়াছেন, তাই তাঁহার পা ভাঙ্গা হইল না।

কিন্তু একজন সেনা বরশা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, অমনি তাহাতে রক্ত ও জল বাহির হইল।

ইহাতে বুঝা যায় মহাত্মা যীশু মারা যান নাই।

যে ব্যক্তি দেখিয়াছে সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, যেন লোকেরা বিশ্বাস করে। অরিমাথিয়ার যোষেফ যে গোপনে মহাত্মা যীশুর শিষ্য ছিলেন– তিনি পীলাতকে নিবেদন করিলেন, যেন তিনি মহাত্মা যীশুর লাশ নিয়া যাইতে পারেন। পীলাত অনুমতি দিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার লাশ লইয়া গেলেন। নীকদীম নামে এক ব্যক্তি পঞ্চাশ সের আগুরু লইয়া আসিলেন। তখন তাহারা যিহূদীদের রীতি অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মসীনার বস্ত্র দিয়া বাঁধিলেন। আর যে স্থানে মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয় সেখানে একটি উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে একটি নতুন কবর ছিল, যাহার মধ্যে কাহাকেও রাখা হয় নাই। অতএব ঐ দিন যিহূদীদের আয়োজন দিন ছিল বলিয়া, তাহারা মহাত্মা যীশুকে ঐ কবরের মধ্যে রাখিলেন, কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল। সময় অতি কম ছিল বলিয়া এইভাবেই কবর দেওয়া হইল।

মগ্দলীনী মরিয়মের কবরের নিকট আগমন ও মহাত্মা যীশুকে মালী মনে করিয়া দর্শন লাভ

সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকট আসিলেন এবং দেখিতে পান কবর হইতে পাথরখানা সরানো হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া পিতরের নিকট ও মহাত্মা যীশু যাঁহাকে ভালবাসিতেন, সেই শিষ্যের নিকট আসিয়া বলিলেন– লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, আমরা জানি না।

তখন অন্য শিষ্য দৌড়িয়া সর্বাগ্রে কবরের নিকটে আসিলেন। হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে তাকাইলেন। দেখিলেন কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু

ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। ইতিমধ্যে পিতরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, আর যে রুমালখানি তাঁহার মস্তকের উপরে ছিল, তাহাও তাহার সহিত নাই। স্বতন্ত্র একস্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে।

পরে ঐ শিষ্যও কবরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন। পরে ঐ দুই শিষ্য স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু মরিয়ম রোদন করিতে করিতে বাহিরে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রোদন অবস্থায় তিনি কবরের মধ্যে দৃষ্টি পাত করিলেন, দেখিলেন শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গ-দূত, একজন মহাত্মা যীশুর শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসিয়া আছেন। তাহারা বলিলেন– নারী কেন রোদন করিতেছ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে জানি না। ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন মহাত্মা যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। মহাত্মা যীশু তাঁহাকে বলিলেন– নারী রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাঁহাকে বাগানের মালী মনে করিয়া কহিলেন– মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, তবে আমাকে বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন আমিই তাহাকে লইয়া যাইব। মহাত্মা যীশু তাঁহাকে বলিলেন– মরিয়ম? তিনি ফিরিয়া বলিলেন– রব্বুনি– হে গুরু। মহাত্মা যীশু তাহাকে বলিল– আমাকে স্পর্শ করিওনা, কেননা আমি এখনও ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই।

মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন– আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছেন।

মহাত্মা যীশুর শিষ্যগণকে দুইবার দর্শন দান ও পাপ মোচন ক্ষমতা প্রদান

সপ্তাহের প্রথমদিন সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদীদের ভয়ে রুদ্ধ ছিল, এমন সময় মহাত্মা যীশু আসিয়া তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন ও নিজের দুই হাত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া শিষ্যরা আনন্দিত হইলেন তখন মহাত্মা যীশু আবার

"সালাম আলাইকুম" বলিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন– পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপর ফুঁ দিলেন ও কহিলেন– "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর, তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের পাপ মোচিত হইল। আর যাহাদের পাপ মোচন করিলে না, তাহা রহিয়া গেল।"

মহাত্মা যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা দুদম শিষ্য উপস্থিত ছিলেন না। শিষ্যরা তাহাকে বলিলেন– আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– আমি যদি তাঁহার দুই হাতে পেরেক চিহ্ন না দেখি ও সেই স্থানে আমার হাত না দেই তাবৎ কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

আটদিন পর তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহমধ্যে ছিলেন, থোমাও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, ঘরের দ্বারসমূহও রুদ্ধ ছিল, এমন সময় মহাত্মা যীশু তাহাদের মাঝে উপস্থিত হইলে বলিলেন– "সালাম আলাইকুম।" তিনি থোমাকে বলিলেন– তোমার হাত ও আঙ্গুলি বাড়াইয়া দাও, আমার হাত দুইখানি দেখ ও আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে হাত দাও, অবিশ্বাসী হইও না। বিশ্বাসী হও। থোমা বলিলেন– প্রভু, আমার ঈশ্বর। মহাত্মা যীশু বলিলেন– তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা যাহারা আমাকে না দেখিয়া বিশ্বাস করিল। যোহন বলিতেছেন– মহাত্মা যীশু আরো অনেক চিহ্নকার্য করিয়াছিলেন– তাহা এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া তোমরা মহাত্মা যীশুতে বিশ্বাস কর যে, তিনিই খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র।

মহাত্মা যীশুর তৃতীয়বার দর্শন দান ও খাদ্য গ্রহণ

তিরিবিয়া সাগরের পাড়ে। ১. পিতর, ২. থোমা দুদম ৩. নথনেল ৪, ৫. সিব দিয়ের দুইপুত্র ৬,৭. শিষ্যদের মধ্যে আরো দুইজন, মোট সাতজন একত্র হইয়া মাছ ধরিতে ছিল। প্রভাতে মহাত্মা যীশু তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া খাবার চাহিলেন। মহাত্মা যীশুর আশীর্বাদে জালে অনেক মাছ ধরা পড়িল। মহাত্মা যীশু যে শিষ্যকে ভালবাসিতেন, সে মহাত্মা যীশুকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন– উনি প্রভু। ইহা শুনিয়া পিতর

শরীরে কাপড় জড়াইলেন ও সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন। আগুনে মাছ ও রুটী তৈয়ার হইল। মহাত্মা যীশু ঐ রুটী ও মাছ শিষ্যগণকে দিলেন। কিন্তু তখনও তাহারা মহাত্মা যীশুকে চিনিতে পারিলেন না- তাঁহারা জানিতেন তিনি প্রভু। এইরূপে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়া মহাত্মা যীশু তৃতীয়বার শিষ্যগণকে দর্শন দিলেন।

যোহন লিখিতেছেন- সেই শিষ্য যাহাকে মহাত্মা যীশু ভালবাসিতেন- এই সকল বিষয়ে তিনিই সাক্ষ্য দিতেছেন আর তাহার সাক্ষ্য সত্য।

যোহন আরো লিখিতেছেন- মহাত্মা যীশু আরো অনেক কর্ম করিয়াছেন সেই সকল লিখিলে বিরাট গ্রন্থ হইয়া যাইবে যে, তাহা জগতে ধরে না।

পবিত্র কুরআন শরীফ

কুরআন আরবী শব্দ, "কারউন" ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি। যাহার অর্থ পড়া, পাঠ করা। কুরআন শরীফের প্রথম সূরা 'আলাক' সর্বপ্রথম হেরা পর্বতের গুহায় রমযান মাসে নাযিল হয়। প্রথমত : পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। যাহার অর্থ-

১. "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে- যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

২. তিনি মানুষকে ঘনীভূত শোণিত (আলাক) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩. পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত;

৪. যিনি কলম (লেখনী) দ্বারা শিক্ষা দান করিয়াছেন।

৫. তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা সে জানিত না।" (সূরা : আল আলাক : ৯৬ : ১-৫)

এইখানেও "ইকরা" শব্দ দ্বারা শুরু, যাহার অর্থ পড়।

আলাক অর্থ : জমটি রক্ত, ঝুলন্ত বস্তু, জোঁক, শোষণকারী ইত্যাদি। আশ্চার্যের বিষয় প্রত্যেকটি অর্থই এইখানে প্রযোজ্য।

কুরআন শরীফের আর এক নাম "ফোরকান" যাহার অর্থ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্যকারী। কারণ ফোরকান অর্থ পার্থক্যকারী।

কুরআন শরীফের কোন আয়াত নাযিল হওয়া মাত্র মোহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণ তাহা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। তাই তখন কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব বেশি ছিল না। তারপরও হযরত মোহাম্মদ (সা.) সেই আয়াতগুলি কয়েক সাহাবীর তত্ত্বাবধানে চামড়ার কাগজ, চামড়া, পাথর, তরবারীর পাত, কাঠের তক্তা ইত্যাদির উপর লিপিবদ্ধ করাইতেন। এইরূপে মহানবী (সা) জীবিত কালেই সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ নিজে সংকলন করিয়া দিয়াছেন। আমরা এখন যেইভাবে কুরআন শরীফের সাজানো, ধারাবাহিকতা ও বিন্যস্ততা দেখিতে পাই– এইভাবেই মহানবী (সা) সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

পরবর্তীতে খলিফা আবু বকর (রা.) খিলাফতকালে ইয়ামামা নামক স্থানে ভণ্ডনবী মোসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে জিহাদে বহু হাফেয শহীদ হন। তখন খলীফা আবুবকর (রা.) প্রধান অহি লিখক যায়েদ বিন সাবেতের মাধ্যমে এক কপি কুরআন পুস্তক সংকলন করান। আবু বকর (রা.) উক্ত কপিটি হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর পত্নী বিবি হাফসা (রা.) নিকট সংরক্ষণ করেন। হাফসা (রা.) খলীফা ওমর এর (রা.) কন্যাছিলেন।

অতঃপর ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলে, পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই অবস্থায় খলিফা উসমান (রা.) একটি কুরআন সংস্করণ সংস্থা গঠন করেন। যাহারা পূর্বের সংকলন অনুযায়ী সংস্করণ তৈয়ার করিবেন। নিম্নে কমিটির উল্লেখ করা হইল। ১. যায়েদ বিন সাবেত (রা.), ২, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা.) ৩. সাইদ বিন আস (রা.) ৪. আবদুল্লাহ হারিছ বিন সাআদ (রা.) ৫. হিসাম (রা.) কে নিয়া এই সংস্থা গঠিত হয়। যায়েদ বিন সাবেত (রা.) কে ইহার প্রধান করা হয়, কারণ তিনি কাতেবে অহি ছিলেন। যে অনুলিপিগুলি তৈয়ার করা হয়, হযরত উসমান (রা.) উহা দেশে দেশে সরকারীভাবে পাঠাইয়া দেন।

পবিত্র কুরআন শরীফ যেইভাবে নাযিল হইয়াছিল, আজও ১৪০০ বৎসর পরও হুবহু তেমনি আছে। ইহার কোন সূরা, আয়াত, বিন্দু, নোকতা,

হরকত চিহ্ন ইত্যাদি আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে ইহার কোন পরিবর্তন করার অধিকার কাহারো নাই। সারা বিশ্বে কোটি কোটি হাফেয সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। অধিকন্তু প্রত্যেক মুসলমান কুরআন শরীফের আংশিক মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কাহারো পক্ষে ভুল উচ্চারণ করিবার সাধ্য নাই। কেহ ভুল উচ্চারণ করিলে, অন্যজন তাহাকে শোধরাইয়া দিবে।

"আজ যদি সমস্ত কুরআন (মায়াজাল্লাহ) সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, কাল সকালে অতি সহজে কোটি কোটি কুরআন আবার লিখিত হইয়া যাইবে।"

কারণ বর্তমান জগতে প্রায় পাঁচ কোটি হাফেয়ে কুরআন বিদ্যমান আছে। অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের এইরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা নাই। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বা দেশে পবিত্র কুরআনের দাঁড়ি, কমা, বিন্দু পর্যন্ত হুবহু মিলিয়া যাইবে।

ইহা মুসলমানদের গৌরব, মুসলমানদের অহংকার।

এইভাবে কুরআন শরীফ দ্বিবিধভাবে সংরক্ষিত হয়,

এইখানে উল্লেখ্য যে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর সময় পবিত্র কুরআন শরীফের অক্ষরসমূহে "নোকতা" বিন্দু ও জের, জবর, পেশ (এরাব) ছিল না। কিন্তু আরবদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তাহারা পবিত্র কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিত। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামী রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, অনারব মুসলমানগণের পক্ষে কুরআন শরীফ পড়া কঠিন হইয়া পড়ে। তখন বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় ৮৬ হিজরীতে নাসের বিন আসেম নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে কুরআন শরীফে জের, জবর, পেশ ইত্যাদি লাগান হয়। ইহাতে মূল কুরআন শরীফ যেরূপ ছিল, তেমনি থাকে, কোন পরিবর্তন হয় নাই। নোকতা প্রবর্তন করেন আবুল আসাদ দোয়েলী।]

পবিত্র কুরআন শরীফে : সূরার সংখ্যা-১১৪, আয়াত সংখ্যা-৬,৬৬৬, শব্দ সংখ্যা-৮৬৪৩০, অক্ষর সংখ্যা-৩,২০,২৬৭। পারার সংখ্যা-৩০।

নাযিলের সময়কাল- ২২ বছর ৫ মাস, অহি লেখক সংখ্যা-৪০ জন।

প্রথম অহি : ৯৬ নং সূরা আলাক ১-৫ আয়াত, সর্বশেষ অহি : ৫ নং সূরা মায়েদা ৩ নং আয়াত। সর্বশেষ সূরা : আন নাসর। সর্বপ্রথম সূরা পূর্ণাঙ্গ মুদ্দাসসির।

কুরআন শরীফের ভাষা সৌন্দর্য, ভাষা-অলংকরণ, বর্ণনা-সৌন্দর্য এত উচ্চে যে, অন্য কাহারো পক্ষে এইরূপ গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। তাই পবিত্র কুরআন শরীফ ঘোষণা করিয়াছে– যদি তোমরা পারো, তবে ইহার সূরার মত মাত্র একটি সূরা রচনা করিয়া নিয়া আস। পবিত্র কুরআন শরীফই ইহার উত্তর দিতেছে– যে, তোমরা তোমাদের সাহায্য কারীদের নিয়াও ইহার মত একটি সূরা তৈয়ার করিতে পারিবে না। কম্পিউটার বলিয়া দিতেছে– ৬২৬ এর সম্মুখে পঁচিশ টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা দাড়ায়, ততজন লোক একত্রিত হইয়াও কুরআন শরীফের মত একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে না। ইহাই একটি মোজেযা এবং মোজেযাসমূহের মোজেযা।

পবিত্র কুরআন শরীফ ১ ও ৯ অর্থাৎ উনিশের (১৯) গাঁথুনি দ্বারা তৈরী। যাহা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। তাই কুরআন শরীফে কারচুপি করা অসম্ভব।

পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্যে অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ও বিজ্ঞানের অনেক গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব নিহীত রহিয়াছে, যাহার অনেক গুলিই ইতিমধ্যে সংঘটিত ও আবিস্কৃত হইয়াছে। অনেক গূঢ় রহস্য এখনও অনাবিস্কৃত রহিয়াছে যাহা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে।

এইসব চিন্তা করিলে, ভক্তিতে ও বিস্ময় মাথা হেঁট হইয়া আসে। জ্ঞানের ক্লান্তিতে চিন্তা অবস হইয়া আসে।

২. পবিত্র কুরআন শরীফের অনেকগুলি গুণবাচক নাম আছে।

যেমন : ১. আলকুরআন– পঠিত কিতাব ২. আল কিতাব : সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত পুস্তক ৩. আল মুবিন : পরিষ্কার বর্ণনাকারী পুস্তক ৪. আল করিম : মর্যাদাশীল পুস্তক ৫. কালামুল্লাহ আল্লাহর বাক্য ৬. আননূর- আলো ৭. হুদান পথ প্রদর্শনকারী ৮. রহমত : রহমত ৯. আল কুরআন : সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ১০. শিফা : নিরাময় ১১. যিকর : স্মরণ

১২. মুবারক : বরকতময় ১৩. হিকমত : প্রজ্ঞাময় বিধান ১৪. হাকীম : হিকমতপূর্ণ কিতাব ১৫. হাবলুল্লাহ : আল্লাহর রজ্জু ১৬. সিরাতুল মুস্তাকিম : সোজা পথ।

পবিত্র কুরআন শরীফে কুরআনের গুণবাচক নাম ৫৫ টি। উপরে তন্মধ্যে ১৬টি উল্লেখ করা হইল

১. পবিত্র কুরআন শরীফও ঘোষণা করিতেছেঃ অতঃপর (তোমরা) দৃষ্টি ফিরাও আরো একবার তোমার চিন্তা- শক্তি অবস ও ব্যর্থ হইয়া বার বার তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিবে। (সূরা আল মুলক : ৬৭ : ৩)

পবিত্র কুরআন শরীফ রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরীফ বলিতেছে : আমিই উপদেশ (সম্বলিত কুরআন) নাযিল করিয়াছি, আমিই উহা সংরক্ষণ করিব। (সূরা হিজর : ১৫ : ৯)

পবিত্র কুরআন শরীফ আরো বলিতেছে : কুরআন মহা মর্যাদা সম্পন্ন (একটি গ্রন্থ) একটি (মহান) ফলকে সংরক্ষিত আছে।" ফি লাওহিম মাহফুয।" (সূরা আল বুরূজ : ৮৫ : ২১, ২২)

হযরত ঈসা (আ.) এর জীবনী

পবিত্র কুরআনের আলোকে

পবিত্র কুরআন শরীফে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে

আল্লাহর ফেরেস্তাগণ যখন বলিলেন- হে মরিয়ম, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তোমাকে বাছাই করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীদের উপরে তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হইয়া থাক। তাহার কাছে মানত কর, অন্য ইবাদত কারীদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আল্লাহর সামনে অবনত হও। ফেরেস্তা বলিল- হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে একটি বাক্যের সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে 'মরিয়ম পুত্র ঈসা' সেই, দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানে সে সম্মানিত হইবে, সে হইবে আল্লাহ সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। সে

দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলিবে, পরিণত বয়সেও কথা বলিবে, সে হইবে সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে একজন। মরিয়ম বলিল– হে আমার মালিক, আমার সন্তান কিভাবে হইবে? আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই। আল্লাহ্ বলিলেন– এইভাবেই আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সৃষ্টি করেন। আল্লাহ যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু তাহাকে বলেন– "হইয়া যাও, অতঃপর তাহা হইয়া যায়।" আল্লাহ তাঁহাকে কিতাব, প্রজ্ঞাময় বিষয়, তাওরাত ও ইনজিলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। (সূরা আল ইমরান : ৩ : ৪৫-৪৮)

(হে নবী) এই কিতাবে মরিয়মের কথা, তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও, যখন মরিয়ম (আ.) তাহার পরিবারের লোকদের কাছ হইতে আলাদা হইয়া পূর্ব দিকে একটি ঘরে গিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নিকট হইতে পর্দা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নিকট তাহার রুহ (জিব্রাইল) কে পাঠাইলেন। সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তাঁহার সামনে আত্মপ্রকাশ করিল। মরিয়ম (আ.) তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিলেন– তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে আমি তোমার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। সে বলিল–আমি তোমার প্রভুর নিকট হইতে পাঠান দূত– যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিতে পারি। মরিয়ম (আ.) বলিলেন– আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমি কখনও ব্যভিচারিণীও ছিলাম না। লোকটি (জিব্রাইল) বলিল– এইভাবেই হইবে, ইহা তোমার প্রভুর জন্য খুবই সহজ কাজ তিনি তাঁহাকে নিদর্শন ও রহমতস্বরূপ বানাইতে চাহেন। এই কাজ আল্লাহর নিকট স্থিরকৃত হইয়াছে। অতঃপর সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন। তাঁহাকেসহ তিনি দূরবর্তী একস্থানে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি এক খেজুর গাছের নীচে আসিলেন। তিনি বলিলেন– হায়, যদি আমি আগেই মরিয়া যাইতাম, তাহা হইলে এতকষ্ট ভোগ করিতে হইত না এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি হইতে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। তখন একজন ফেরেস্তা তাঁহাকে আহ্বান

করিয়া বলিল– তুমি কোন দুঃখ করিওনা, তোমার মালিক তোমাকে পিপাসা নিবারণের জন্য তোমার পাদদেশে একটি পানির ঝর্ণা বানাইয়াছেন।

তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, তুমি দেখিবে তোমার উপর পাকা ও তাজা খেজুর পড়িতেছে। অতঃপর তুমি খাও, পান কর ও সন্তানকে দেখিয়া নিজের চক্ষুকে জুড়াও। তুমি যদি কোন মানুষকে দেখ, তবে বল– আমি আল্লাহর জন্য রোযা মানত করিয়াছি, আমি আজ কাহারো সঙ্গে কথা বলিব না। তখন সে তাঁহাকে নিজের কোলে তুলিয়া নিজের জাতির কাছে ফিরিয়া আসিলেন। লোকেরা তাঁহার কোলে সন্তান দেখিয়া তাঁহাকে বলিল– হে মরিয়ম, তুমি সত্যই এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। তোমার পিতা কখনও মন্দলোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও খারাপ মহিলা ছিলেন না। তিনি শিশুটির দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, যদি তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিল– আমরা তাহার সাথে কিভাবে কথা বলিব, সে এখন দোলনার মধ্যে শিশু।

এই কথা শুনিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল– হাঁ, আমি হইতেছি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব (ইনজিল) দান করিয়াছেন ও আমাকে নবী বানাইয়াছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে অনুগ্রহ ভাজন (মোবারক) করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকি, ততো দিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি ও যাকাত প্রদান করি। আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। তিনি আমাকে নাফরমান দুষ্ট বানান নাই। আমার উপর ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যেদিন আমি মারা যাইব এবং যে দিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থাপিত হইব।

এই হইতেছে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) আসল ঘটনা, যাহাকে নিয়া তাহারা অযথা সন্দেহ করিয়া থাকে। (সূরায়ে মরিয়ম-১৯ : ১৬-৩৪)

আমি মরিয়ম পুত্র ঈসা ও তাহার মাকে নিদর্শন বানাইয়াছি এবং তাহাদেরকে এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আমি আশ্রয় দিয়াছি। (সূরা আল মুমিনূন-২৩ : ৫০)

ঈসা (আ.)-এর উদাহরণ হইতেছে আদমের মত। আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন– হইয়া যাও, সাথে সাথে মানুষ হইয়া গেল।

ইহা হইতেছে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে আসা সত্য প্রতিবেদন; অতএব তোমরা সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (সূরা আল ইমরান : ৩ : ৫৯, ৬০)

ঈসা (আ.) যখন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিল, তখন সে তাহার লোকদেরকে বলিল– আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার অবস্থা সম্পর্কে নানা মতবিরোধ করিতেছ, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভু, অতএব তাহার উপাসনা কর। ইহাই হইতেছে সরলপথ। (সূরা আল যুখরুফ : ৪৩ : ৬৩, ৬৪)

যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) বলিলেন– হে ইস্রাইলের সন্তানগণ, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পাঠান একজন রাসূল, আমার আগে যে তওরাত কিতাব, আমি তাহার সত্যতা স্বীকারকারী, আমি তোমাদের জন্য একজন "সুসংবাদ দাতা," সেই সুসংবাদ হইতেছে আমার পরে একজন রাসূল আসিবেন তাহার নাম হইবে "আহমদ"।

অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিল, তখন তাহারা বলিল– ইহা এক "স্পষ্ট যাদু"।

তাহার চাইতে বড় যালেম কে আছে যে, আল্লাহ্র উপর অপবাদ আরোপ করে। অথচ তাহাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেওয়া হইতেছে, আল্লাহ্ কখনও সীমা লঙ্ঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আস সফ্ফ : ৩৭ : ৬, ৭)

ফেরেস্তারা মরিয়মকে বলিল– আল্লাহ্ ঈসা (আ.) কে বনি ইস্রাইলের কাছে রসূল হিসাবে পাঠাইবেন। অতঃপর তিনি রসূল হিসাবে আসিয়া বলিলেন– আমি নিসন্দেহে তোমাদের প্রভুর কাছ হইতে নবুয়তের কিছু নিদর্শন নিয়া আসিয়াছি। সেই নিদর্শনগুলি হইতেছে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা

পাখীর মত করিয়া একটি আকৃতি গঠন করিব এবং পরে তাহাতে 'ফুঁ' দিব, তোমরা দেখিবে এই আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় জীবন্ত পাখী হইয়া যাইবে। আমি কুষ্ঠ রুগী, জন্মান্ধকে আরোগ্য দান করিব। মৃতকে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করিব। তোমরা যাহা খাও ও ঘরে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ– তাহার সংবাদ দিব। তওরাতকে সত্যায়ন করিব। কিছু জিনিস যাহা তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছে, তাহাকে হালাল করিব এবং আমি কিছু নিদর্শন নিয়া তোমাদের কাছে আগমন করিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রভু, অতএব তাহার উপাসনা কর। ইহাই সরল পথ।

অতঃপর ঈসা (আ.) যখন তাহাদের কুফরী আঁচ করিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন– কে আছে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। হাওয়ারীরা (সাহাবীগণ) বলিল– আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। হে ঈসা, তুমি সাক্ষী থাক, আমরা সবাই এক এক অনুগত বান্দা। হাওয়ারীরা বলিল– হে আল্লাহ তুমি যাহা নাযিল করিয়াছ, আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম, আমরা তাহার রাসূলকে মানিয়া নিলাম। অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া নাও।

(অতঃপর) বনি ইস্রাইলের লোকেরা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে শঠতা করিল। তাই আল্লাহ কৌশলের পন্থা গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহই হইতেছেন সর্বোত্তম কৌশলী।

যখন আল্লাহ বলিলেন– হে ঈসা, আমি তোমাকে মৃত্যুদান করিব এবং তোমাকে আমার নিকট তুলিয়া আনিব, যাহারা তোমাকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের হইতে আমি তোমাকে পবিত্র করিব। যাহারা তোমাকে অনুসরণ করে তাহাদিগকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপরে (বিজয়ী করিয়া) রাখিব।

অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরিয়া আসিতে হইবে, সেইদিন যে সব বিষয়ে তোমরা মত বিরোধে লিপ্ত ছিলে, তাহার সব কয়টি বিষয় আমি মীমাংসা করিব। (সূরা আল ইমরানঃ ৩ : ৪৯-৫৫)

হাওয়ারীগণ (সাথীগণ) ঈসা (আ.) কে বলিল– আল্লাহ কি আকাশ হইতে আমাদের উপর খাবারের দস্তরখান পাঠাইতে পারে না। ঈসা (আ.) বলিলেন– যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তাহারা বলিল– আমরা সেই দস্তরখান হইতে খাবার খাইতে চাই, ইহাতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইবে। আমরা ইহাও জানিতে পারিব যে, তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলিতেছ। আমরা নিজেরা এই সত্যের পক্ষে সাক্ষী হইয়া থাকিব। ঈসা বিন মরিয়ম বলিলেন– হে আমাদের পালনকর্তা তুমি আমাদের জন্য আকাশ হইতে খাবার সজ্জিত দস্তরখান পাঠাও, ইহা হইবে আমাদের ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য একটি "আনন্দ উৎসব" এবং তোমার নিদর্শন হইয়া থাকিবে। তুমি আমাদিগকে রেযেক দান কর, তুমি উত্তম রেযেকদাতা।

আল্লাহ্ বলিলেন– আমি উহা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, তবে তোমাদের মধ্যে কেহ ইহার পর আমাকে অস্বীকার করে, তাঁহাকে আমি এমন শাস্তি দিব যাহা বিশ্ব জগতে কাহাকেও দেই নাই। আল্লাহ ঈসা বিন মরিয়মকে বলিলেন– তুমি কি আমাকে ব্যতীত, তোমাকে ও তোমার মাতাকে উপাস্য করিবার জন্য লোকদিগকে বলিয়াছ। সে বলিল– সোবহান আল্লাহ, (তুমি অতি পবিত্র) যে বিষয়ে আমার অধিকার নাই– তাহা আমি কিরূপে বলিব। আমি যদি বলিতাম তবে তুমি নিশ্চয়ই জানিতে। তুমি জান আমার অন্তকরণে কি আছে, আমি জানি না তোমার মনে কি আছে। তুমি আবশ্যই গোপন বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছ।

তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিতে হুকুম করিয়াছ, আমি তাহার বাহিরে কিছুই বলি নাই, আর সেই কথাটি ছিল এই যে, তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর। যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। আমি তোমাদের মধ্যে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমি তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিলে, তখন তুমি ছিলে তাহাদের উপর সাক্ষী। তাহাদের অপরাধের জন্য যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে তাহারা তোমারই বান্দা, আর যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, তাহাও তোমারই ইচ্ছা। তুমি সর্ববিজয়ী প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা : ৫ : ১১০-১১৮)

নিশ্চয়ই তাহারা কুফরী করিয়াছে, যাহারা বলিয়াছে- মসি বিন মরিয়ম আল্লাহ। (হে মোহাম্মদ) তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও- আল্লাহ যদি মরিয়ম পুত্র মসি ও তাহার মা ও গোটা বিশ্বচরাচর সবকিছুকে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহেন, তবে এমন কে আছে যে, আল্লাহর কাছ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? আকাশ ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী যাহা কিছু আছে, তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর একক ক্ষমতাবান। (সূরা মায়েদা : ৫ : ১৭)

নিশ্চয়ই তাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে, যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ হইতেছে মরিয়মের পুত্র মসি। অথচ মসি বলিয়াছেন- হে বনি ইস্রাইল, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রভু। যে কেহ আল্লাহর সাথে শরীক করিবে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। তাহার স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম। যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা মায়েদা : ৫ : ৭২)

ইহূদীরা বলে- ওযায়ের আল্লাহর পুত্র, খ্রীষ্টানরা বলে- মসি আল্লাহর পুত্র। এই সবই হইতেছে তাহাদের মুখের কথা। তাহাদের আগে যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করিয়াছে, ইহারা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন যে ভাবে তাহারা ঠোকর খাইতেছে। এই সব লোকেরা- আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাদের পণ্ডিতগণ ও সাধুগণকে প্রভু বানাইয়াছে। মরিয়ম পুত্র মসিকে মাবুদ বানাইয়াছে। অথচ ইহাদিগকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো উপাসনা করার আদেশ দেওয়া হয় নাই। তিনি আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তাহারা আল্লাহর সাথে যে সকল শরীক করে, আল্লাহ তাহা হইতে অতি পবিত্র। (সূরা আত-তাওবা : ৯ : ৩০, ৩১)

হে কিতাবের অনুসারীগণ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিওনা, আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ব্যতীত কিছু বলিও না। নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহ্ আল্লাহর রাসূল ও তাহার এক বাণী যাহা তিনি মরিয়মের উপর প্রয়োগ

করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর নিকট হইতে এক 'রূহ' (আত্মা)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

"আল্লাহ তিনজন" তাহা কখনও বলিওনা।

যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত থাক, তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল জনক। আল্লাহ তিনি একক উপাস্য। আল্লাহ ইহা হইতে অতি পবিত্র যে, তাহার কোন সন্তান থাকিবে। আকাশ ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সব মালিকানাই আল্লাহর। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

ঈসা কখনও হেয় মনে করেন নাই যে, সে নিজে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেস্তারাও ইহাকে লজ্জা মনে করেন নাই। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী করাকে সত্যই লজ্জাকর মনে করে ও অহংকার করে, তবে অচিরেই আল্লাহ ইহাদের সকলকে তাহার সামনে একত্রিত করিবেন। (সূরা নিসা : ৪ : ১৭১, ১৭২)

মরিয়ম পুত্র মসি রাসূল ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তাহার আগেও অনেক রাসূল গত হইয়াছে। তাহার মা ছিল সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তাহারা (মা ও ছেলে) উভয় মানুষের মতই খাবার খাইতেন। তুমি লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে আমার প্রমাণ পেশ করিতেছি। আরো লক্ষ্য কর যে, কিভাবে অন্যরা সত্য বিমুখ হইয়া গিয়াছে। (সূরা মায়েদা : ৫ : ৭৫)

(হে নবী) যখনই মরিয়ম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন সাথে সাথে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা চিৎকার জুড়িয়া দেয় (বাধার সৃষ্টি করে)। তাহারা বলিতে থাকে আমাদের মাবুদরা ভালো, না, সে? (মরিয়ম পুত্র ঈসা)। ইহারা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যই এই সবকথা উপস্থাপন করিতেছে। মূলত, সে আমারই একজন বান্দা, যাহার উপর আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহাকে আমি বনি ইস্রাইলের জন্য একটা অনুকরণীয় আদর্শ বানাইয়াছিলাম। আমি চাহিলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেস্তাদিগকে পাঠাইতাম, তাহারাই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্ব করিত।

সে (মরিয়ম পুত্র ঈসা) ইহবে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব

তোমরা সে কেয়ামতের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ করিও না। তোমরা আমার আনুগত্য কর, ইহাই তোমাদের সহজ সরল পথ। (সূরা আয-যুখরুফ : ৪৩ : ৫৭-৬১)

ইহূদীরা বলে– আমরা অবশ্যই মরিয়মের পুত্র ঈসা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করিয়াছি। তাহারা কখনই হত্য করে নাই, তাহারা তাহাকে শূল বিদ্ধও করে নাই, তাহাদের কাছে (বাধার কারণে) এমনি একটা কিছু মনে হইয়াছিল। (তাহাদের মধ্যে) যাহারা মতবিরোধ করিয়াছিল, তাহারাও সন্দেহে পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহাদের অনুমানের অনুসরণ ছাড়া, সঠিক কোন জ্ঞানই ছিল না এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই।

বরং আল্লাহ তাহাকে তাহার নিকট তুলিয়া নিয়াছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : ৪ : ১৫৭-১৫৮)

মন্তব্য : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কারণে পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে। তাই পবিত্র কুরআনে কোন কাহিনী শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একেবারেই নাযিল হয় নাই। পরিস্থিতির তাগিদে একই কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে নাযিল হইয়াছে। অনুরূপভাবে ঈসা (আ.)-এর কাহিনীও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরায়, পরিস্থিতির প্রয়োজনে ও তাগিদে আংশিকভাবে নাযিল হইয়াছে।

তাই উক্ত আংশিকভাবে নাযিলকৃত আয়াতগুলি বিভিন্ন সূরা হইতে সংকলন করিয়া ঈসা (আ.) এর জীবনী সাজানো হইল। ইহাতে আমার ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে, তাই ক্ষমাপ্রার্থী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও বক্তৃতাসমূহ

১. কোরআন শরীফ– সহজ সরল বাংলা অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, কোরআন একাডেমী লণ্ডন।

২. পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম : বাংলা বাইবেল সোসাইটি ঢাকা।

৩. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান : ড. মরিস্ বুকাইলি। রূপান্তর : আখতার-উল-আলম।

৪. বিশ্বনবী : কবি গোলাম মোস্তফা।

৫. মোস্তফা– চরিত্র : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁন।

৬. The Choice by Ahmad Dedat.

৭. তারিখে ইসলাম : মাওলানা মুফতি আমিমুল এহ্সান।

৮. Lecture by Ahmad Dedat.

৯. The Un Known Life of jesus chirist by Abdullah Yusuf Mohammad.

১০. Lecture by Dr. Zakir Naik.

১১. The New Testament : Red Letter Edition.

১২. বার্নাবাসের বাইবেল– আফজাল চৌধুরী অনূদিত।

১৩. কোরান শরীফ : বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীর- মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও আলী আহছান।

ISBN : 978-984-90135-1-8